পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 83 Saturday, 22 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৮৩ সংখ্যা ❋ ৯ ফাল্গুন ১৪৩১, শনিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ভাষা কারও একার কেনা নয়
দেশপ্রিয় পার্কে 'ভাষা দিবসে' বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ বদলের বাংলাদেশে ইতিহাস মোছার হিড়িক। বাঙালির জাতিসত্তা বিস্মৃত করার আপ্রাণ চেষ্টায় ইউনুস সরকারের ইন্ধন স্পষ্ট। তারই প্রমাণ হয়ে রইল শুক্রবার, ২১ ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা দিবস। এই দিনটিতে ঢাকার ভাষা শহিদ উদ্যানে সে দেশের রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেও গেলেন না অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস। তাঁর এই অনুপস্থিতি নিয়ে তুমুল সমালোচনা শুরু হয়েছে। এবছর বাংলাদেশে ভাষা দিবস উদযাপনের ছবিটা বেশ আলাদা। তবে এপার বাংলায় মাতৃভাষার প্রতি সম্মান জ্ঞাপনে আবেগের রইল অটুট। কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে রাজ্য সরকারের ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে নাম না করেও বাংলাদেশের এই ভূমিকার সমালোচনা শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। অনুষ্ঠান শেষে তুললেন জোরাল স্লোগান - 'জয় বাংলা'। বোঝালেন বাংলার জোর, বাঙালির শক্তি। প্রতি বছরের মতো এবারও দেশপ্রিয় পার্কের 'অমর একুশে' উদ্যানে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। এবারের ভাষা দিবস উৎসর্গ করা হয়েছে 'বাংলায় গান গাই'-

এর স্রষ্টা সদ্যপ্রয়াত সঙ্গীতকার প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে। মঞ্চে তাঁর ছবিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে, তাঁর বিখ্যাত গানটি গেয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে উঠে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ কয়েকদিনের কথা বলছিলেন। এরপরই ভাষা নিয়ে বলতে গিয়ে তাঁর গলায় আবেগ আর গর্জন যেন মিলেমিশে গেল। বললেন, ''ভাষা কারও একার কেনা নয়। সকলের কাছে সকলের মায়ের ভাষা প্রিয় হবেই। তা নিয়ে বাড়তি আবেগ থাকবে। আমরা এই দিনটাকে পালন করব না, তা তো হতেই পারে না। অন্য দেশের ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে পারব না। আমরা আমাদের কথাই বলতে পারি।'' এ থেকেই স্পষ্ট, তাঁর নিশানায় ইউনুসের বাংলাদেশ এবং সেখানকার সাংস্কৃতিক অবনমন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ''আমার একটা কথাই মনে হল। প্রতুলদা তো চলে গেলেন, সঙ্গে আমি 'বাংলায় গান গাই' গানটাও নিয়ে চলে গেলেন। মৃত্যুর ৪৮ ঘণ্টা আগে আমি তাঁকে দেখে এসেছিলাম। উনি তার আগে কোনও সাড়া দিচ্ছিলেন না। আমি গেলাম আইটিইউ-তে। ডাকলাম, 'প্রতুলদা আমি মমতা।' আমি বললাম, 'আপনাকে তো গাইতে হবে, সুস্থ হতে হবে। উনি হাত দুটো প্রসারিত করে ইশারায় বোঝালেন, আর গাইতে পারবেন না।' তবু আমার ক্ষীণ আশা ছিল, উনি হয়ত সুস্থ হবেন।'' এদিনের অনুষ্ঠানে জয় গোস্বামী শ্রদ্ধা জানালেন কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর 'বাংলা' কবিতাটি পাঠ করে। কবি শ্রীজাত পড়লেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর নতুন কবিতা। তাঁকে হারিয়েও আসলে এদিনের অনুষ্ঠান হয়ে রইল 'প্রতুলময়'।

পার্থর নতুন আবেদন শুনেই সিবিআই-কে নোটিস দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ আবেদনের পর আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এখনও জেলেই রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একের পর এক মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন তিনি, ফলে তাঁর জামিন ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তিও হয়েছিলেন পার্থ। এবার নতুন করে মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। আজ, শুক্রবার ছিল সেই মামলার শুনানি। ইডি-র মামলায় এর আগেই পার্থকে জামিন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। গত বছরের ডিসেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, ১ ফেব্রুয়ারি (২০২৫)-এর মধ্যে পার্থকে জামিন দিতে হবে। তার আগে সব গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ান নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ কার্যকর হলেও মামলায় জেলেই থাকতে হচ্ছে পার্থকে। সিবিআই-এর মামলা ছাড়াও ইডি-র আরও একাধিক মামলায় জেল হেফাজতে রয়েছেন তিনি। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সেই সিবিআই-এর মামলাকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে নতুন আবেদন জানিয়েছেন। এদিন, বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটেশ্বর সিং-এর এজলাসে ছিল সেই মামলার শুনানি। আবেদন শুনে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআই-কে নোটিস দিয়েছে। কেন পার্থকে হেফাজতে রাখা হয়েছে, তা জানাবে সিবিআই। আগামী ২০ মার্চ এই মামলার শুনানি রয়েছে।

ডি কোম্পানির খুনের হুমকিদাতা অদৃশ্য, প্রাক্তন মন্ত্রীকে ঘিরে পুলিশের বলয়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী ও ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীকে গুলি করে খুনের হুমকি আসার পর রাজনৈতিক মহল সরগরম। ফোন কলের সূত্র ধরে তদন্ত চলছে। পাশাপাশি কৃষ্ণেন্দুবাবুর নিরাপত্তা বলয় দিচ্ছে মালদা জেলা পুলিশ। চাপা আতঙ্ক ইংরেজবাজারে। বিপুল টাকা চেয়ে ফোন করেছিল ডি কোম্পানি এমনই দাবি করেছেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। তিনি জানান, হুমকিদাতা বলেছে কুড়ি পেটি লাগবে। টাকা না দিলে গুলি করা হবে। মনে করা হচ্ছে এক পেটি এক লক্ষ টাকার হিসেবে কুড়ি লক্ষ চাওয়া হয়েছে। কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী পুলিশের কাছে ফোন কলের বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। এরপরই তার নিরাপত্তায় পুলিশি বলয়। ইংরেজবাজার পুরসভাতে থমথমে পরিস্থিতি। কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী

জানান, তিনি পরিবারের নিরাপত্তায় উদ্বিগ্ন। কৃষ্ণেন্দুবাবু বলেছেন, ''সকাল ১০টা ৪০ মিনিট নাগাদ আমার কাছে ফোন আসে। একজন হিন্দিভাষী নিজেকে ডি কোম্পানি থেকে প্রদীপ বলছি বলে দাবি করে। ও আমাকে বলে আপনাকে মেসেজ করেছি দেখেননি। আমি জানাই না দেখিনি। আমার কাছে কুড়ি পেটি দাবি করে। টাকা না দিলে আমাকে এবং আমার পরিবারকে খুনের হুমকি দেয়।'' সম্প্রতি মালদা জেলার অন্যতম তৃণমুল নেত্রী ও বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রর উপর হামলা হয়েছিল। পরে তার গাড়ি চালকের উপর হামলা হয়। চালককে এলোপাথাড়ি কোপানো হয়। এবার ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী পেলেন খুনের হুমকি। সেই হুমকিদাতা অদৃশ্য। তার দেওয়া সময়সীমা ২১ ফেব্রুয়ারি। সময় যত পার হচ্ছে উদ্বেগ বাড়ছে। জানা গেছে হুমকির বিষয়টি দলনেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।

নবান্নে আইপ্যাকের প্রতীক জৈনের সঙ্গে বৈঠক করলেন মমতা!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রাজধানী ও কূটনীতিতে সব কিছু সাদাকালোয় হয় না। সব কিছু বলে কয়েও হয় না। বহু সময়েই কিছু ঘটনা কিংবা আড়ালে থেকে যাওয়া কিছু বৈঠক অর্থবহ হয়ে ওঠে। তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও গতিপ্রকৃতি আন্দাজের চেষ্টা করা হয়। ঠিকমতো আন্দাজ করতে পারলে তা মিলেও যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাপারেও এই কথাটা পুরোপুরি খাটে। তাঁর মনে কী আছে বা কী চলছে, তার খোঁজ বেশিরভাগ সময়েই দক্ষিণ কলকাতার বড় নেতাদের কাছেও থাকে না। কিছু কিছু ঘটনা থেকে তাঁরাও আন্দাজ করার চেষ্টা করেন দিদির মন ও মেজাজ। ঠিক এভাবেই ৩৬ ঘণ্টা আগে ঘটে যাওয়া একটা ছোট্ট ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের একদম উপরের সারির দু-তিন জন নেতা অনেক কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করছেন। তা হল, বুধবার নবান্নে গিয়েছিলেন আই প্যাকের অন্যতম কর্তা প্রতীক জৈন। কর্তা বা কর্ণধার শব্দ দুটি বেশ ভারী। শুনলেই মনে হয় প্রবীণ কেউ বোধহয়। তবে প্রতীকের বয়স খুব বেশি না। এহেন প্রতীকের সঙ্গে বুধে নবান্নে ঘণ্টাখানেক কথা বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উনিশের ভোটের পর তৃণমূলের প্রচার ও রাজনীতির কৌশল সাজানোর জন্য আই প্যাককে বাংলায় এনেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সে সময়ে আই প্যাক বলতেই বোঝাত প্রশান্ত কিশোর আকা (অলসো নোন অ্যাজ) পিকে-কে। প্রশান্তকে নিয়ে নবান্নে মমতার সঙ্গে অভিষেকের বৈঠক করতে যাওয়ার ছবি এখনও অনেকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। মোদ্দা বিষয় হল, বাংলার রাজনীতিতে ধারণাগতভাবে আই-প্যাক বলতেই টিম অভিষেক বোঝায়। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যায়, আই প্যাক সম্পর্কে খুব প্রীত নন দিদি। আই প্যাকের কাজ নিয়ে জেলা স্তর থেকেও বেশ কিছু অভিযোগ আসছিল। মদন মিত্রর মতো নেতা প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছিলেন টাকা নিয়ে পদ অফার করা হচ্ছে। আর দিদিকে বলতে শোনা গেছিল, ''ওসব প্যাক প্যাক বুঝি না। এখন থেকে দল আমিই চালাব। আমার কথাই শেষ কথা।'' এই প্যাক প্যাক মন্তব্য ও অভিষেক-মমতার মতান্তর ও আড়ষ্টতার খবর নিয়ে গত কয়েক মাস ধরেই তৃণমূলে মধ্যে ধন্ধ ধোঁয়াশা কাজ করছিল। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, বুধের বৈঠক সেদিক থেকে প্রাসঙ্গিক। এবং প্রাসঙ্গিকতার সূত্রেই যে অনিবার্য প্রশ্নটি উঠে আসছে তা হল-তবে কি অভিষেকের সঙ্গে মতান্তর ফিকে হচ্ছে দিদির? ছাব্বিশের ভোটের প্রচারও কি আই প্যাকই সামলাবে? প্রার্থী বাছাই থেকে প্রচার সবেতে তাদের সমীক্ষা প্রাধান্য পাবে কি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রতীক জৈনের মুখোমুখি শেষ বৈঠক হয়েছিল বিধানসভার ৬টি আসনের উপ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর। সেদিন দিদির সঙ্গে দেখা করে প্রতীক এও জানিয়েছিলেন যে, দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হয়ে প্রচারের বরাতও তাঁরা পেয়েছেন। সূত্রের দাবি, দিদি সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, ঠিক আছে করে এসো, ছাব্বিশে এখানে কিন্তু তোমাদেরই দেখতে হবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে এর পরই সম্পর্কে শৈত্য নেমে আসতে দেখা যায়। বুধবার বৈঠক শীত কাটার ইঙ্গিত দিচ্ছে কিনা সেটাই এখন আন্দাজ করার সময় আসন্ন। কারণ, দিদি তো স্পষ্ট করে এ ব্যাপারে বাইরে কিছু বলেন না। মানে সচরাচর বলেন না।

দেখতে অপরূপা! কোটি টাকার মাদক পাচার করতে গিয়ে গ্রেফতার দিল্লির 'লেডি ডন'

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ কুখ্যাত ডন দাউদ ইব্রাহিম দুবাইয়ে পলায়নের পর মুম্বইয়ে দাদার সকল কারবার চালিয়েছিলেন বোন হাসিনা পার্কার। বলা হয় মুম্বইয়ের ডোঙ্গরি এলাকায় নাকি হাসিনার দাপট এতটাই ছিল যে বাঘে-গরুতেও এক ঘাটে জল খেত। মুম্বইয়ের অপরাধ জগতের সে

একটা কাল। এখন সময় বদলেছে। তবে হাসিনারা এখনও রয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর ধরেই পুলিশকে ফাঁকি দিয়েও শেষমেশ পার পেল না দিল্লির 'হাসিনা'। পুলিশ আবার তাকে আখ্যান দিয়েছে 'লেডি ডনের'। তার নাম জোয়া খান। শুক্রবার, অবশেষে ২৭০ গ্রাম হেরোইন-সহ, যার বাজারদর প্রায় ১ কোটি টাকারও অধিক, তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করেছে দিল্লি পুলিশ। স্বামীর মাদক পাচারের কারবার যে জোয়াই চালাচ্ছেন তা জানত পুলিশ। কিন্তু যথাযথ প্রমাণ হাতে না থাকায় বারবারই তাঁকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। গ্যাংস্টার হাশিম বাবারের তৃতীয় স্ত্রী জোয়া। আপাতত দিল্লি পুলিশের কাছে মাদক পাচার মামলায় ধরা খেয়ে তিহাড়ে জেলবন্দি হাশিম। কিন্তু তিনি জেলে গেলেও থেমে থাকেনি কারবার। পুলিশ-প্রশাসনের নজর এড়িয়ে রীতিমতো ব্যবসা চালিয়েছে জোয়া। বিস্তার করেছে নিজের সাম্রাজ্য। কিন্তু, কোন পথে এই কারবার পুনরুদ্ধার করেছিলেন তিনি, সেই প্রমাণ না মেলার জন্য এতদিন ধরে ঝুলেছিল জোয়ার গ্রেফতারি। পুলিশ সূত্রে খবর, মাদক সাম্রাজ্য চালালেও নিজের ভাবমূর্তিকে বরাবর বজায় রেখেছেন জোয়া। বিশেষ ব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠা-বসা, বিলাসবহুল ভ্রমণ, পার্টিতে যাওয়া সবই করতেন তিনি। সমাজমাধ্যমেও নাকি বেশ সক্রিয় ছিলেন জোয়া। তবে পরিবারে কিন্তু তিনি প্রথম নয়। অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার এই রীতি পরিবার সূত্রেই পেয়েছেন জোয়া। ২০২৪ সালে যৌনচক্র চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন জোয়ার মা। বাবাও যুক্ত রয়েছেন এই মাদক কারবারের সঙ্গে।

প্রায় ১০ বছর আগের পিটিয়ে খুনে দোষী সাব্যস্ত পানিহাটির কাউন্সিলর, মঙ্গলে সাজা ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ বিচার প্রক্রিয়া শেষ হতে সময় নিল দশ বছর। গণপিটুনিতে হত্যা মামলায় পানিহাটি পুরসভার কাউন্সিলর-সহ ৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করল ব্যারাকপুর আদালত। শুক্রবার আদালতে উপস্থিত হতেই অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আগামী মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করা হবে। যদিও এই মামলায় তিন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করেছে আদালত। মঙ্গলবার সাজাঘোষণা করা হবে। তবে খুনের মামলায় কাউন্সিলর তারক গুহ দোষী প্রমাণিত হতেই চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে। অনেকেই মনে করছে, এরপর শাসকদলের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রসঙ্গত, পানিহাটি এলাকায় শম্ভু চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে ১০ জনের বিরুদ্ধে। ঘটনা ২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের। ঘটনায় নাম জড়ায় ১১ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তারক গুহরও। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে মামলা শুরু হয়। দশ বছর ধরে ব্যারাকপুরে তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক অয়নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলা চলে। অবশেষে আজ, ২১ ফেব্রুয়ারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হল কাউন্সিলর-সহ ৫ জনকে। তাদের নাম তারক গুহ, নেপাল গুহ, জয়দেব মুখোপাধ্যায়, শ্যামল দাস, হরিপদ সরকার। বাকি তিনজন মল্লিকা দে, নব চক্রবর্তী, বুড়োন দাসকে বেকসুর খালাস বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

স্ত্রীদের গলা কেটে খুন করেছেন দুই ভাই-ই, প্ল্যান ছিল আরও বড়! পুলিশের কাছে দুই ভাইয়ের নতুন বয়ানে চাঞ্চল্যকর তথ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ ট্যাংরাকাণ্ডে পুলিশের কাছে নতুন বয়ান দুই ভাই প্রসূন দে ও প্রণয় দে-র। তাঁদের বয়ানে উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ১০ ফেব্রুয়ারি আত্মহত্যার পরিকল্পনা। ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁরা বিষয়টি নিজেদের কাছেই রাখেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি বাড়ির বউদের গোটা প্ল্যানটা জানান। দুই ভাইয়ের স্ত্রী রোমি ও সুদেষ্ণা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আত্মহত্যা করতে হলে, তাঁরা একসঙ্গে ৬ জনই আত্মহত্যা করবেন। বাচ্চাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইনি বউয়েরা। কারণ, বাবা মা ছাড়া বাড়ির বাচ্চারা অসহায় হয়ে পড়বে, এমনটাই মত ছিল রোমি-সুদেষ্ণার। সেই মতো ১৭ জানুয়ারি রাতে বাড়ির সবাই পায়েসের মধ্যে ঘুমের ওষুধ

মিশিয়ে খান। ১৮ জানুয়ারি সকালে ঘুম থেকে দুই ভাই দেখেন, তাঁদের মধ্যে ওষুধের কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। তবে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে। বাড়ির বউদের মধ্যে আংশিক কাজ করেছে ওষুধ। তারপর ১৮ তারিখ দুপুরের দিকে বউদের হাত ও গলা কাটা হয়। এক্ষেত্রে দুই ভাই পুলিশের কাছে জানিয়েছেন, তাঁরাই খুন করেছেন গলা কেটে। খুনের পর দুই ভাই ও তাঁদের এক ছেলে হাত কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল না হওয়ায় তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আত্মহত্যার পরিকল্পনা করেন। ছেলেটিকে মাঝপথে নামিয়ে দেওয়ার কথা বললে বা হাসপাতালে পাঠানোর কথা বলেছেন রাজি হননি। মন মত জায়গা না পাওয়ার জন্যই তাঁরা দীর্ঘ পথ ঘুরেছেন বলে দাবি করেন। একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারার চিন্তা করলেও লরিওয়ালা ফেঁসে যাবেন বলে তা করেননি। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই ভাই ও নাবালক ছেলে। দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রসূনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শেষ দু'দফায় আমেরিকা-ফেরত ভারতীয়দের অনেককে চেন দিয়ে বাঁধা হয়নি, জানাল ভারত

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ অবৈধভাবে বসবাসকারী নাগরিকদের তাঁদের নিজেদের দেশে ফেরানোর যে কাজ আমেরিকা শুরু করেছে তাতে বিতর্ক বেঁধেছে। কারণ মার্কিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, ভিনদেশি নাগরিকদের পা-হাত বেঁধে, কোমরে শিকল পরিয়ে প্লেনে তোলা হয়েছে। আমেরিকার তরফে শেয়ার করা ভিডিওতেও একই ছবি ফুটে ওঠে। ভারত বিষয়টি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল। কিন্তু শেষ দু'বার নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর শিশুদের কোনওভাবে শিকল দিয়ে বাঁধা বা কোমরে দড়ি পরানো হয়নি। যদিও পুরুষদের সকলকেই আগের মতো 'বন্দি' বানিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে এই নিয়ে নয়াদিল্লি কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। যারা ইতিমধ্যে দেশে ফিরে এসেছেন তাঁরা অধিকাংশ পাঞ্জাব, হরিয়ানা ছাড়াও গুজরাত, হিমাচল, উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা। ইতিমধ্যে যারা আমেরিকা থেকে ফিরেছেন তাঁদের অনেকেই দাবি করেছেন, কীভাবে তাঁদের

সময়ে সকলের সঙ্গে এমন আচরণ আমেরিকা করেননি বলেই এখন জানিয়েছে নয়াদিল্লি। প্রথম দফায় ১০৪ জনকে আমেরিকা ভারতে ফেরত পাঠিয়েছিল। পুরুষ, মহিলা এমনকী শিশুদেরও চেন দিয়ে বেঁধে বিমানে তুলেছিল তাঁরা। মার্কিন প্রশাসনের তরফে ভিডিও শেয়ার করে সেই সময়ে ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে বলা হয়েছিল, 'এলিয়েনদের ফেরত পাঠাচ্ছি।' সেই নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। তবে ভারত জানিয়েছে, শেষ দু'দফায় যাদের দেশে পাঠানো হয়েছে তাঁদের সকলকে চেন দিয়ে বাঁধেনি আমেরিকান সেনা। ছাড়া হয়েছে মহিলা এবং শিশুদের। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় দফায় ১১৬ জন এবং তৃতীয় দফায় ১১২ জন অবৈধভাবে বসবাসকারী ভারতীয়দের দেশে ফেরত পাঠিয়েছে আমেরিকা। তাঁদের মধ্যে মহিলা এবং 'অত্যাচার' করা হয়েছে সে দেশের ডিটেনশন ক্যাম্পে। তার আগে বিমানে তাদের হাত-পা বাঁধা, কোমরে চেন পরানোর ছবি, ভিডিও তো সামনে এসেইছিল। এদিকে আবার জানা গেছে, দেশে ফেরত পাঠানোর আগে বহু নাগরিককে পানামার এক হোটেলে 'বন্দি' করে রেখেছে ট্রাম্প প্রশাসন। যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। পানামার একটি হোটেলে কমপক্ষে ৩০০ জন বিভিন্ন দেশের নাগরিক রয়েছেন বলে খবর। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয়। তাঁরা হোটেলের জানলা থেকে কাগজে লেখা বার্তা দিচ্ছেন। কেউ বলছেন, তাঁরা নিজেদের দেশে সুরক্ষিত নন। কেউ আবার সরাসরি সাহায্য চাইছেন। ভারত ছাড়াও নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, চিন সহ আরও একাধিক দেশের নাগরিকদের আটক করেছে আমেরিকা।

রত্না প্রভাবশালী, ইচ্ছে করে শোভনকে ডিভোর্স দিচ্ছে না, আদালতে নজিরবিহীন সওয়াল কল্যাণের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ শোভন-রত্নার দাম্পত্যে চিড় ধরে কয়েক বছর আগেই। বর্তমানে আলাদাই থাকেন তাঁরা। কিন্তু ডিভোর্সের মামলা শেষ হয়নি এখনও। নিম্ন আদালত থেকে মামলা পৌঁছেছে হাইকোর্টে। সেই মামলায় শোভন-পত্নী রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত কক্ষেই অভিযোগ তুললেন বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ-মামলায় শোভনের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে চলছিল সেই বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার শুনানি। রত্না কেন আদালতে আসেন না? কেন বারবার দিন পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্ন তুলে কার্যত চাঁচাছোলা ভাষায় রত্নাকে আক্রমণ করেন কল্যাণ। এমনকী তৃণমূল বিধায়ক রত্নার বাবা তথা তৃণমূল নেতা দুলাল দাসকেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি তিনি। নিম্ন আদালতে চলছিল শোভন ও রত্নার বিচ্ছেদ মামলা। সেখানে রত্না আর্জি জানান, আরও কিছু লোকের সাক্ষ্য নেওয়া হোক। নিম্ন আদালত সেই আর্জি নাকচ করে দেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে যান রত্না। সেখানেই শোভনের হয়ে সওয়াল করতে যান কল্যাণ। শোভন চট্টোপাধ্যায় আগেই অভিযোগ করেছিলেন রত্না অকারণে মামলা দীর্ঘায়িত করছে। এদিন আদালতে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''রত্না শুধু ড্রামা করে। আদালতে আসতে বললে আসে না।'' শুধু তাই নয় রত্না সম্পর্কে বর্ষীয়ান আইনজীবী আরও বলেন, ''একজন বিধায়ক কী ভাষা বলেছেন, সেটা আদালতে বলতে পারব না। স্বামী ব্যর্থ হলে, আদালতে আসুন। মামলা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কেন। স্ত্রী হলেই কি অধিকার বেশি থাকতে হবে? যদি খুব বড় সাক্ষী হয়, তাহলে কেন সে সাক্ষ্য দিতে আসে না?'' কল্যাণ বলেন, ''শুধু দিন পিছিয়ে যাচ্ছেন রত্না।'' এরপরই রত্নার বাবা সম্পর্কে মন্তব্য করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ''শুধু রত্না কেন, আমি এদের পরিবারের ইতিহাস-ভূগোল জানি। উনি মহেশতলার তৃণমূল চেয়ারম্যান। বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করতে পারেন। আর আদালতে আসতে বললেই বলেন, আমার ৭০ বছর বয়স। কীভাবে যাব?'' এখানেই শেষ নয়, আইনজীবী বলেন, ''আরে আমি ৬৯ আর ওর বাবা দুলাল দাস ৭০। তবে আমার থেকেও বেশি কালারফুল।'' আগামী সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। এদিকে, কল্যাণ আদালতে রত্নার বিরুদ্ধে যেভাবে সওয়াল করেছেন, তাতে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। এদিন আদালতে শোভনের হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে তৃণমূলের সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে বলেন, ''সম্প্রতি একটি সংবাদ মাধ্যমের সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। সেখানে তিনি বলেছিলেন কোনমতেই শোভন চট্টোপাধ্যায়কে ডিভোর্স দেবেন না। যে কারণেই এইভাবে নিম্ন আদালতের বিচার প্রক্রিয়াকে বারবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রভাবশালী না হলে এটা কীভাবে সম্ভব?''

নতুন করে তুষারপাত উপত্যকায়

শ্রীনগর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের অনেক অংশে নতুন করে তুষারপাত শুরু হয়েছে। বরফের চাদরে ঢেকেছে এলাকা।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপত্যকার পুঞ্চ-এ তুষারপাত হয়েছে। তারপর শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হঠাৎ করেই কমে গেছে। তবে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, শনিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে, শুষ্ক হয়ে উঠবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া।

চুম্বনকাণ্ডে রুবিয়ালেসের শাস্তি

বার্সিলোনা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৩ সাল মেয়েদের বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল। সেই ফাইনালের পর স্পেনের ফরোয়ার্ড জেনিফার এরমোসোকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুম্বনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি লুইস রুবিয়ালেস। বৃহস্পতিবার তাঁকে ১০ হাজার ইউরোর বেশি জরিমানা করেছে স্পেনের হাই কোর্ট। তবে বলপ্রয়োগের অভিযোগ থেকে খালাস পেয়েছেন তিনি। তবে মামলায় রুবিয়ালেসের কারাদণ্ড চেয়েছিলেন স্পেনের সরকারি কৌঁসুলিরা।এই রায়ে রুবিয়ালেসকে এক বছর জেনিফার এরমোসোর ২০০ মিটারের মধ্যে যেতে বারণ করা হয়েছে।আর ১৮ মাস ধরে প্রতিদিন ২০ ইউরো ধরে জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে।

রেখা গুপ্তাকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী ধামির, দিল্লির উন্নয়ন নিয়ে প্রবল আশাবাদী

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, দিল্লি উন্নয়নের শিখরে পৌঁছবে। গত বৃহস্পতিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন রেখা গুপ্তা। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পুষ্কর সিং ধামি লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তজি এবং সমগ্র মন্ত্রিসভাকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আমি পূর্ণ বিশ্বাস করি, প্রধানমন্ত্রী এবং আপনার নেতৃত্বের নির্দেশনায় দিল্লি উন্নয়নের নতুন মাত্রা স্থাপন করবে এবং জাতীয় রাজধানী নিজস্ব গৌরব ফিরিয়ে পাবে।

বর্ধমানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে সৌরভের গাড়ি

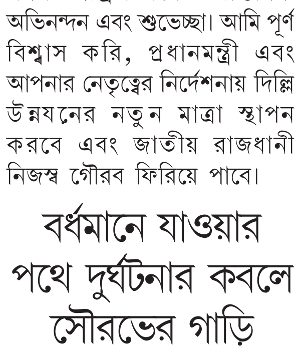

কলকাতা, ২১ ফেবয়ারি ঃ বর্ধমান যাওয়ার পথে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার মুখোমুখি হলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গত বৃহস্পতিবার প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই তাঁর কনভয় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।বর্ধমানে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিল ৬টি গাড়ির কনভয়। সূত্রের খবর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনভয়ের সামনে একটি লরি আচমকা ব্রেক কষে। আর এতেই ঘটে বিপত্তি। সৌরভের গাড়ির চালকও ব্রেক কষেন। কনভয়ের পিছনের গাড়িগুলিও ব্রেক কষলে তাদের মধ্যে ধাক্কা লাগে। সূত্রের খবর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের গাড়িটির কোনও ক্ষতি হয়নি। তাঁর কনভয়ের পিছনে থাকা গাড়িগুলির সামান্য ক্ষতি হলেও চালক-সহ অন্যান্যরা সুস্থ রয়েছেন। এই দুর্ঘটনার পরেও বর্ধমানের নির্ধারিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন সৌরভ।

বাজেট পেশ পুষ্কর সরকারের, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামোয় বিশেষ জোর

দেহরাদূন, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরাখণ্ড সরকার গত বৃহস্পতিবার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ১,০১, ১৭৫.৩৩ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছে। বিধানসভায় এই বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রেম চন্দ্র আগরওয়াল বলেছেন, সরকারের অগ্রাধিকার অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে গতিশীল করা। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সরকার এই বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো এবং গ্রামীণ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।বাজেটে ধামি সরকার ১,০১,০৩৪.৭৫ কোটি টাকার মোট প্রাপ্তি অনুমান করেছে, যার মধ্যে ৬২,৫৪০.৫৪ কোটি টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি এবং ৩৮,৪৯৪.২১ কোটি টাকা মূলধন প্রাপ্তি রয়েছে। কর রাজস্ব থেকে ৩৯,৯১৭.৭৪ কোটি টাকা এবং অ-কর রাজস্ব থেকে ২২,৬২২.৮০ কোটি টাকা প্রত্যাশিত। একই সময়ে, ঋণ এবং অন্যান্য দায় থেকে ৩৮,৪৭০.০০ কোটি টাকার মূলধন প্রাপ্তি অনুমান করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ গত বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিজেপির রেখা গুপ্তা। শপথ গ্রহণের পরের দিনই শুক্রবার দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে গেলেন রেখা। এদিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। রাষ্ট্রপতি ভবনের সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সাক্ষাতের ছবি শেয়ার করা হয়েছে।উল্লেখ্য, রেখা গুপ্তা দিল্লির চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। সুষমা স্বরাজ, শীলা দীক্ষিত, অতিশী মারলেনার পর দিল্লির মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন রেখা গুপ্তা। প্রথমবারের বিধায়ক রেখার ওপরেই ভরসা রেখেছে বিজেপি। প্রথম বার বিধায়ক হলেও দিল্লির পুরভোটে টানা তিন বার জিতেছেন রেখা। হরিয়ানার জুলানায় ১৯৭৪ সালে রেখার জন্ম। পড়াশোনা, দিল্লির দৌলতরাম কলেজ এবং উত্তর প্রদেশের মেরঠের চরণ সিং বিশ্ববিদ্যালয়ে। রেখা নব্বইয়ের দশকে এবিভিপি-র নেত্রী ছিলেন। ১৯৯৫ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৬ সালে রেখা জেতেন সভাপতি নির্বাচনে। ২০০৭ সালে প্রথম বার দিল্লির পুরভোটে জিতেছিলেন।

ফের বড়সড় একটি জাল ওষুধ চক্রের হদিশ

হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে ফের বড়সড় একটি জাল ওষুধ চক্রের হদিশ মিলেছে। অভিযোগ উঠেছে নামী কোম্পানির ওষুধের কিউআর কোড জাল করে ওষুধ বিক্রির।ওষুধের স্ট্রিপের উপর জাল কিউআর কোড লাগিয়ে দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। হাওড়ার আমতায় ওই ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার মালিককে গ্রেফতার করা হয়। গুদাম থেকে ১৭ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে ড্রাগ কন্ট্রোল দফতর।সূত্র মারফত জাল ওষুধ সরবরাহের খবর পেয়ে গতকাল রাতে আমতার মান্না এজেন্সি নামে ওই ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার গুদামে হানা দেয় ড্রাগ কন্ট্রোল দফতরের আধিকারিকরা।অভিযুক্ত এজেন্সির অফিস সিল করে দেওয়া হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে সংস্থার মালিক বাবলু মান্নাকে। তদন্তের জন্য বেশ কিছু নথিও নিয়ে গিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ওই এজেন্সি ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ বাজারে সরবরাহ করেছে বলে খবর।গত বছর ডিসেম্বর মাসে খাস কলকাতা থেকে জাল ওষুধ ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার হন এক মহিলা। সেই ঘটনার সঙ্গে আবার বাংলাদেশ যোগও পাওয়া যায়। প্রায় ৬.৬ কোটি টাকা মূল্যের ওষুধ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সেই সময়। ওষুধগুলি আমেরিকা, বাংলাদেশ, তুরস্কের তৈরি ছিল।

প্রাক্তন সিপি-র বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা থেকে অব্যাহতি প্রধান বিচারপতির

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার (সিপি) বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা থেকে অব্যাহতি নিলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম।গত বৃহস্পতিবার তিনি জানান, ব্যক্তিগত কারণে তিনি ওই মামলা শুনতে চান না। তাঁর এজলাসের শুনানির তালিকা থেকে ওই মামলা মুছে দেওয়ারও নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি জানান, অন্য বেঞ্চে এই মামলা পাঠানো হবে।আর জি করের নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ করেছেন কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত। এই অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার আবেদন জানানো হয় আদালতে। হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন অনামিকা পাণ্ডে।এর আগে ওই মামলার শুনানি হয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। বৃহস্পতিবারও প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। তখনই মামলা ছেড়ে দেওয়ার কথা জানান প্রধান বিচারপতি।

বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় নিহত ৪

ইটাওয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এর জেরে মৃত্যু চার বাইকআরোহীর, আহত আরও ১। শুক্রবার জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের ইটাওয়াতে। উসরাহার টাউনের একটি বিয়েবাড়ি থেকে বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন ৫ বাইকআরোহী। পথে একটি গাড়ি ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪

ইউরোপা লিগ থেকে গালাতাসারাইয়ের বিদায়

ইস্তাম্বুল, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ প্রথম লেগে ডাচ ক্লাব এজেড আলকমারের কাছে ৪-১ এ হারার পরই গালাতাসারাইয়ের ইউরোপা লিগ থেকে বিদায় প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আর বৃহস্পতিবার রাতে দ্বিতীয় লেগেও বিশেষ কিছু করতে পারল না ওসিমেন-মার্টেনসরা। ফলে ইউরোপা লিগের শেষ ষোলোতে থেকে বিদায় নিতে হল তুর্কি জায়ান্টদের।ঘরের মাঠে ইউরোপা লিগের প্লে অফ ম্যাচের

ট্যাংরাকান্ডে অজ্ঞাতপরিচয়ের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ট্যাংরাকান্ডে অভিযোগের ভিত্তিতে এবার অজ্ঞাত পরিচয়ের বিরুদ্ধে খুনের মামলার রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।গত বুধবার ট্যাংরায় একই বাড়ির তিনটি আলাদা ঘর থেকে উদ্ধার হছিল তিনজনের মৃতদেহ। তাদের মধ্যে দুজন মহিলা এবং একজন নাবালিকা। তাদের প্রত্যেকেরই হাতের শিরা কাটা ছিল। মৃত দুই গৃহবধূরা হলেন সুদেষ্ণা দে এবং রোমি দে। আর নাবালিকার নাম প্রিয়ম্বদা। এদের মধ্যে সুদেষ্ণা দে'র বাবা থানায় অভিযোগ জানিয়ে. মামলা রুজু করেছেন। তাঁর দাবি মেয়েকে খুন করা হয়েছে। স্পষ্ট করে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি তিনি।ট্যাংরার এই রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় এরই মধ্যে মাথাচাড়া দিয়েছে বেশ কিছু প্রশ্ন। প্রথমত বাড়ির সবার যদি একসাথে আত্মহত্যা করার পরিকল্পনা থেকে থাকে তাহলে তারা আলাদা আলাদা ভাবে কেন করলেন? মৃতদেহগুলি যদি দোতলায় থাকে, তাহলে ম্যাজেনাইন ফ্লোরে রক্তের দাগ কেন? মঙ্গলবার দিনভর পাওনাদাররা এসে ডাকাডাকি করার পরেও কেউ দরজা খোলেনি কেন? তাহলে কি আরও আগে মহিলাদের মৃত্যু হয়েছিল? বিষয়টা লুকোতেই কি বাড়ির পুরুষরা দরজা খোলেননি? একই দাবি পাশের বাড়ির কেয়ারটেকারের।কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। তবে আসলে কারণ কী? কেন মৃত্যু হল একই পরিবারের তিন সদস্যের? সেটা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকেই বোঝা যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। একইসাথে তিনি জানিয়েছেন ভিসেরার কেমিক্যাল পরীক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে ওই পরিবারের আহত সদস্যরা সুস্থ হলেই তাঁদের নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছেন মনোজ ভার্মা।ভাবাচ্ছে আরও একটা বিষয়। তা হল বাড়ির সবার যদি পরিকল্পিতভাবে আত্মহত্যা করা পরিকল্পনা থেকেই থাকে তাহলে ৩ জন মহিলা মারা গেলেন অথচ তিনজন পুরুষ এখনও জীবিত? তাই আবারও প্রশ্ন উঠছে আত্মহত্যা না কি খুন? কী কারণে এই চরম পরিণতি হল একই পরিবারের তিন সদস্যের? পরিবারের জীবিত সদস্যরাই প্রথম পুলিশকে আত্মহত্যার কথা জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, সকলে একসঙ্গে পায়েসের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন। হাতের শিরা কেটে তিনজন আত্মহত্যা করেছেন। আর তাঁরা আত্মহত্যা করার জন্য গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে নাবালক সহ দুই ভাই স্বাভাবিক ছন্দেই গাড়িতে উঠছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদাসীনতায় ব্যান্ডেল চিজের অস্তিত্ব সঙ্কটে, জিআই ট্যাগের আবেদনই করেনি

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদাসীনতার জন্য ৫০০ বছরেরও বেশি পুরনো ঐতিহ্য ব্যান্ডেল চিজ (গরুর দুধ থেকে তৈরি বিশেষ পনির)-এর অস্তিত্ব সঙ্কটে। আগে সাতটি পরিবার ব্যান্ডেল চিজ তৈরি করত, কিন্তু এখন একটি মাত্র পরিবার এটি তৈরি করছে এবং তাও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁরা তা তৈরি করা এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হুগলিতে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বহনকারী ব্যান্ডেল চিজের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টায় কোনও আগ্রহ দেখায়নি। সম্প্রতি বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্য এই বিষয়ে সংসদে জিআই ট্যাগ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয়, রাজ্য সরকার অথবা কোনও স্টেকহোল্ডার ব্যান্ডেল চিজের জিআই রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোনও আবেদন জমা দেয়নি।বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেছেন, স্থানীয় উপাদকদের উৎসাহিত করা, এর ঐতিহ্য রক্ষার জন্য জিআই ট্যাগ গুরুত্বপূর্ণ। তবু সরকারি উদাসীনতার কারণে ঐতিহ্যের এই জিনিসটি অজানাই রয়ে গেছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, রাজ্য সরকার এই নিয়ে নীরব কেন? স্থানীয় উৎপাদকদের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা কেন দেওয়া হয়নি? সরকার কি শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের অনন্য রন্ধনসম্পর্কীয় ঐতিহ্য রক্ষায় পদক্ষেপ নেবে? ব্যান্ডেল চিজ-এর যথাযথ স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। বাংলার রসগোল্লা জিআই ট্যাগ পেয়েছে, যেখানে ছানা তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ব্যান্ডেল থেকে। দেশে সর্বপ্রথম পনির তৈরি হয়েছিল হুগলি থেকে।আমরা যদি ব্যান্ডেল চিজের ইতিহাসের কথা বলি, তবে এটি ব্রিটিশ সরকারের গেজেটিয়ারেও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া কিছু পুরনো ইতিহাসের বইতেও এর উল্লেখ আছে। ব্লুমবার্গ বিজনেস ম্যাগাজিন, ২০১৭ সালের একটি সমীক্ষায়, 'ব্যান্ডেল চিজ'-কে বিশ্বের শীর্ষ ১২টি পনিরের মধ্যে একটি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা এখন খুঁজে পাওয়া বিরল। এছাড়াও কিছু নামকরা শেফ এই ব্যান্ডেল চিজ পছন্দ করেন। সম্প্রতি বিখ্যাত মিশেলিন তারকা শেফ বিকাশ খান্নাও নিউইয়র্কে তার মিশেলিন স্টার রেস্তোরাঁ 'বাংলা'তে ব্যান্ডেল চিজ ব্যবহার করেছেন। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজি রায় ব্যান্ডেল চিজ খেতে ভালোবাসতেন।ব্যান্ডেল চিজ অথবা পনিরের ইতিহাসব্যান্ডেল চিজ ছোট গোলাকার আকারে এক ইঞ্চি চওড়া এবং এক-চতুর্থাংশ পুরু আকারে বিক্রি হয়। এটি দু'টি প্রকারে পাওয়া যায়, স্মোকড এবং প্লেইন। এটি সংরক্ষণ করার জন্য, অতিরিক্ত লবণ উভয়ই যোগ করা হয়। পর্তুগাল থেকে আসা লোকজন প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে ছানা বা পনিরের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন। পর্তুগিজরা পনির পছন্দ করত, যা তারা দুধে অম্ল পদার্থ দিয়ে তৈরি করত। ভারতে তো দুধ কেটে যাওয়া অশুভ মনে করা হত। এখানে বেশির ভাগ মিষ্টি তৈরি হতো খই থেকে। থমাস বোয়ারের বই জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ অ্যারাউন্ড দ্য বে অফ বেঙ্গল ১৬৯০-১৭৮০ অনুসারে, পর্তুগিজরা ঘি এবং মাখনের সঙ্গে পনিরকে জাভায় রফতানি করত। স্মোকড করা চিজ সম্ভবত ডাচদের কাছ থেকে একটি উপহার, যাদের স্মোকড করা গৌডার প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। পর্তুগিজরা পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় লোকদের নিয়োগ করেছিল প্রচুর পরিমাণে ব্যান্ডেল চিজের উৎপাদনের জন্য। এভাবেই পনির তৈরির প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাঙালিরা পরিচিত হয়। পর্তুগিজ রন্ধনসম্পর্কীয় ঐতিহ্য নিয়ে এখন অনেক গবেষণা কাজ করা হচ্ছে।জিআই ট্যাগ দিয়ে এই ঐতিহ্যের সংরক্ষণ সম্ভবঃসৌরভ গুপ্তাদ্য হোল হগ ডেলির প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মী সৌরভ গুপ্ত বলেছেন, ব্যান্ডেল চিজের অনন্য স্বাদের পাশাপাশি এর গল্পটিও খুব অনন্য। এর পুরো কৃতিত্ব যায় করোনা পিরিয়ড-এ। লকডাউন চলাকালীন, পলাশ ঘোষের পরিবার, যিনি অন্যান্য দোকানদারদের সঙ্গে বান্ডেল চিজ তৈরি করেছিলেন, তাঁরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন। এই সময় দোকান বন্ধ থাকায় ব্যান্ডেল পনির প্রস্তুতকারক পলাশ ঘোষের দোকানে তৈরি ১২০০ কেজি পনির নষ্ট হয়ে গেলে তার ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে তাকে তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। সামান্য চাহিদা দেখে তার বাবা খুব কম পনির তৈরি করতে পারলেও তা থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেননি। সৌরভ গুপ্তা জানান, এই পনিরের কথা শুনে তিনি পলাশ ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। পলাশ জানান, পনির তৈরির সেই পরিবারগুলোর মধ্যে ব্যান্ডেল অন্যতম, যারা পাঁচ শতাধিক বছরের পুরনো ঐতিহ্যকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। তার পরিবার গত ১১ প্রজন্ম ধরে ব্যান্ডেল পনির তৈরি করে আসছে। পলাশ ঘোষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা সৌরভ গুপ্তা বলেছেন, ব্যান্ডেল পনিরের চাহিদা দেখে তিনি তার অনলাইন ব্যবসা দ্য হোল হগ ডেইলির মাধ্যমে হোটেল এবং লোকেদের কাছে পনির সরবরাহ করা শুরু করেছিলেন। চাহিদা অনুযায়ী, ব্যান্ডেল চিজ এখন শুধু কলকাতা নয়, সারা দেশে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যদি এটি জিআই ট্যাগ পায় তবে এটি সরকারের কাছ থেকে সুরক্ষাও পাবে এবং সারা বিশ্বের মানুষও এটি সম্পর্কে তথ্য পেতে সক্ষম হবে।ব্যান্ডেল চিজ নাম পেয়েছে, তার জায়গার নাম থেকে। ব্যান্ডেল হল পশ্চিমবঙ্গের হুগলির একটি জায়গা, যেখানে আগে পর্তুগিজদের উপনিবেশ ছিল। তারা এই স্থানে বসবাসরত গোপালকদের নিয়োগ করেছিলেন। যেহেতু ব্যান্ডেল চিজ তৈরি করতে ভালো মানের গরুর দুধের প্রয়োজন হয়, তাই দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা ব্যান্ডেল চিজ তৈরি করেন। তাঁরা পর্তুগিজদের কাছ থেকে পনির তৈরির কাজ শিখেছিলেন। হুগলি জেলায় সাতটি পরিবার ব্যান্ডেল পনির তৈরি করতো এমনই তথ্য পাওয়া যায়, যার মধ্যে এখন শুধুমাত্র একটি পরিবার ব্যান্ডেল পনির তৈরি করছে। ব্যান্ডেল পনির পুনরুজ্জীবনের জন্য, এটির সরকারি সুরক্ষা প্রয়োজন।

রেখা দিল্লির উন্নয়নে পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবেন, আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর রেখা গুপ্তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত বৃহস্পতিবার একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, তিনি তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসেছেন, ক্যাম্পাসের রাজনীতি, রাজ্য সংস্থা, পৌর প্রশাসন এবং এখন বিধায়ক ও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন, রেখা গুপ্তা দিল্লির উন্নয়নে পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবেন।

বহুতল হেলে পড়ার ঘটনায় প্রধান বিচারপতির তীব্র ভৎর্সনার মুখে পুরসভা

কলকাতা, ২১ফেব্রুয়ারি ঃহেলে যাওয়া বাড়ির মামলার শুনানিতে তীব্র ভৎর্সনার মুখে পড়ল কলকাতা পুরসভা। গত বৃহস্পতিবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে এই মামলায় শুনানিতে তীব্র ভৎর্সনার মুখে পড়ে কলকাতা পুরসভা।মামলাকারীর দাবি, বেনিয়াপুকুর থানার উলটো দিকে একটি সরু গলিতে বেআইনি বাড়ি রয়েছে। সেখানে কোনও অঘটন ঘটলে কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। আগেই কলকাতা পুরসভায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও পুরসভার তরফে কোনও ব্যবস্থামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।বেনিয়াপুকুরের ওই বহুতলে বেআইনি নির্মাণ হয়েছে তা স্বীকার করে নেয় পুরসভা। আগামী সপ্তাহে বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়া হতে পারে বলেই পুরসভার তরফে জানানো হয়। এই কথা শুনে অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, মানুষ মরে গেলে আপনাদের ঘুম ভাঙবে? তখন বাড়ি ভাঙলে হবে? ভাঙার বদলে বলছেন যেমন কাজ চলছে চলুক পরে দেখব? এটা আপনাদের সঠিক জবাব নয়।আগামী শুনানিতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি। প্রসঙ্গত, কলকাতায় একের পর এক বহুতল হেলে পড়ার ঘটনায় জোর শোরগোল হয়েছে। তা নিয়ে আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কলকাতা হাই কোর্ট।

ভাষা শুধু অভিব্যক্তি নয়, আমাদের সংস্কৃতি,পরিচয় ও শিকড়ের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমঃমুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব

ভোপাল, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ শুক্রবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই দিনটি পালিত হয়। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে মাতৃভাষার গৌরব রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী যাদব জানান, ভাষা শুধু অভিব্যক্তির মাধ্যম নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, পরিচয় ও শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। মাতৃভাষার নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মাধ্যমেই আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সুরক্ষা সম্ভব। আসুন, আমরা সবাই মাতৃভাষার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

একুশে উদ্যানে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি মহানাগরিকের

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার সকালে কলকাতার বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীতে ভাষা শহীদ স্মারকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।উপস্থিত ছিলেন মালা রায়, দেবাশিস কুমার ও সন্দীপ রঞ্জন বক্সি প্রমুখ। পুরসভার কমিশনার ধবল জৈন সহ পুর প্রতিনিধি ও বিশিষ্টরাও ভাষা শহীদ স্মারকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

দিল্লি-সহ দেশের ৬০টির বেশি রেল স্টেশনে হোল্ডিং জোন

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ গত শনিবার রাতের ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে রেল কর্তৃপক্ষ। রেল সূত্রে জানা গেছে, দিল্লি স্টেশন চত্বরজুড়ে কড়াকড়ি জারি করা হচ্ছে। দিল্লি স্টেশন চত্বরজুড়ে রাতারাতি তৎপরতা ভারতীয় রেলের। এবার যাত্রীদের ভি। সামলাতে দিল্লি সহ দেশের ৬০টির বেশি ব্যস্ত রেল স্টেশনে হোল্ডিং জোন ব্যবহার করা হবে। থাকবে এআই (কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা) নজরদারি।রেল সূত্রে জানা গেছে যে, যাত্রীদের ভি। সামাল দিতে দিল্লি-সহ দেশের ৬০টিরও বেশি ব্যস্ত রেল স্টেশনে হোল্ডিং জোন ব্যবহার করা হবে। থাকবে এআই (কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা) নজরদারি। ট্রেন দেরি করলে ভিড়ের গতিবিধি দেখার জন্য এআই প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে। এছাড়া, প্রয়াগরাজের সঙ্গে যুক্ত এমন ৩৫টি স্টেশনের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে যোগাযোগ রাখবে সেন্ট্রাল ওয়ার রুম।

মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে ওমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের বিশেষ উদ্যোগ

আগরতলা, ২১ফেব্রুয়ারি ঃ মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে জনসাধারণকে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল রাজধানী আগরতলার ওমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিট। সোমবার ওমেন্স কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে রাজবাড়ী সংলগ্ন এলাকা পথচারীদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়।মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে জনসাধারণকে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল রাজধানী আগরতলার ওমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট। সোমবার ওমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে রাজবাড়ী সংলগ্ন এলাকায় পথচারীদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়। কোনো ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার না করে সচেতনতা অবলম্বন করে মশা নিরোধে নাগরিককে বার্তা প্রদান করে স্বেচ্ছাসেবীরা।এদিন এনএসএস ইউনিটের এক সেচ্ছাসেবী ছাত্রী জানান, কিছুসংখ্যক নাগরিক ইচ্ছাকৃতভাবে ড্রেনে আবর্জনা ফেলে নর্দমার জলকে বাঁধা প্রাপ্ত করছে। ফলে ঐ স্থির জলে মশার বাড়বাড়ন্তের দরুন জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল সচেতনতা। আর জনগণের মধ্যে এই সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এদিনের এই কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্বে

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে হাইকোর্টে রিপোর্ট দিতে রাজ্যকে আরও দুসপ্তাহ সময় বরাদ্দ

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে হাইকোর্টে রিপোর্ট দিতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার। আরও ২ সপ্তাহ সময় চাওয়া হলে প্রধান বিচারপতি সেই আর্জিতে রাজি হন। এর আগে রিপোর্ট দিতে রাজ্যকে আড়াই মাস সময় দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।গত বৃহস্পতিবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের বাস্তবায়ন চেয়ে দায়ের জনস্বার্থ মামলায় এই নির্দেশের পর মোট তিন মাস সময় পেল রাজ্য। চলতি বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সে কথা জানান সরকার পক্ষের আইনজীবী।গত ২ জানুয়ারি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে রিপোর্ট পেশ করেছিল রাজ্য। প্রধান বিচারপতি সেই রিপোর্ট দেখে অসন্তুষ্ট হন। মন্তব্য করে বলেন, আগামী বর্ষার আগে কিছু তো করুন। এখনই শুরু না করলে তো কিছুই করতে পারবেন না।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৯ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ২২ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ০৫ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ০৬ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ০৭ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ৩০ মাঘ, মুসলিমঃ ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

শনিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবার শুষ্ক থাকবে কয়েকটি জেলা। তেমনটাই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের তরফে।জানা গেছে, এদিন হালকা বৃষ্টি হতে পারে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ও নদিয়ায়। তবে এদিন শুষ্ক থাকার সম্ভবনা হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, দুই বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ। শুক্রবার কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যাথাক্রমে ২৯ ডিগ্রি এবং ১৯ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।এদিকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও মালদার একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। শুষ্ক থাকার সম্ভবনা আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর বৃদ্ধি হতে পারে। জোয়ার-সকাল৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৬মিনিট

মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ একুশে ফেব্রুয়ারির এই বিশেষ দিনে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানি চলল বাংলাতেই। সব মামলার ক্ষেত্রে নয়, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বাংলা ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে মামলা শুনলেন। তিনি নিজের মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা জানাতে একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষায় শুনানি করতে চান বলে বৃহস্পতিবারই একটি মামলার শুনানির সময় জানিয়েছিলেন। সেই মতোই আজ বাংলায় শুনানি প্রক্রিয়া, চালান তিনি। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এদিন অধিকাংশ মামলাই বাংলাতে শুনানি করেন। হাইকোর্টে মূলত [illegible] থেকে ইংরেজিতেই শুনানি প্রক্রিয়ার সব কাজকর্ম চলে আসছে। শুধু কলকাতা হাইকোর্ট নয়, সুপ্রিম কোর্টেও ইংরেজিতেই শুনানি হয়। কিন্তু এবার ব্যতিক্রমী হলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মামলা শুনলেন বাংলাতেই। যাঁরা বাংলা জানেন না তাঁদের বক্তব্য অবশ্য ইংরেজিতেই শুনছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এর আগে, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও ঠিক একইরকম ভাবে বাংলা ভাষায় মামলার শুনানি করার কথা জানিয়েছিলেন। বলা যায়, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এবার বিচারপতি বসুও মাতৃভাষা দিবসে বাংলাতেই মামলার শুনানি করেন। বাদী পক্ষের আইনজীবী-সহ অন্যান্য সব পক্ষের আইনজীবী এদিন বাংলা ভাষাতেই তাঁদের আর্জি পেশ করেন এজলাসে।

গড়িয়ার আজাদ হিন্দ পাঠাগারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

সুমিত পালিত, কলকাতা,২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আনন্দবাহার ও পদার্পণ পত্রিকার পক্ষ থেকে আয়োজিত ভাষা দিবস পালন ও শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল গড়িয়ার আজাদ হিন্দ পাঠাগারের প্রেক্ষাগৃহে। সন্ধ্যাকালীন এই অনুষ্ঠানে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতায় অংশ নেন প্রাক্তন আমলা ও পোয়েটস ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রদীপ কুমার চৌধুরী ,প্রাবন্ধিক বিনয় দে, সাহিত্যিক বিমল দেব। ভাষা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন বরুন চক্রবর্তী, যুগ সাগ্নিক পত্রিকার সম্পাদক প্রদীপ গুপ্ত, প্রাবন্ধিক অনিতা রুদ্র। মূলত বাংলা ভাষার প্রসার বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার তাগিদ অনুভূত হলো বক্তাদের বক্তব্যে। ধীরেন্দ্রনাথ স্মারক বক্তব্যে বক্তারা প্রত্যেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা করা এবং বাংলা ভাষাকে আজ বিশ্বপ্রাপ্তি মর্যাদার আসনে নিয়ে আনার লক্ষে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। বক্তাদের মধ্যে সাহিত্যিক ও কবি লিটন রাকিব ও কবি তন্ময় দত্তগুপ্ত যথাক্রমে নুরুল ইসলাম ও মনীষা পুরকায়স্থের পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করেন। প্রসঙ্গত এই অনুষ্ঠানে নুরুল ইসলামের প্রবন্ধ গ্রন্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের অজানা ইতিহাস প্রকাশিত হয়। নুরুল সাহেব বর্তমানে আমেরিকা থাকায় এদিন আসতে পারেননি। বয়স জনিত অসুস্থতার কারনে আসতে পারেননি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা মনীষা দত্ত পুরকায়স্থ। এদিন পদার্পণ গোষ্ঠীর ছন্দ গানি,গৌতম পলমলের একক গান, কবি আরিফনার কবিতা ও অক্ষর কথা পরিবারের সম্মিলিত অনুষ্ঠান এদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি আক্ষরিক অর্থে মনোজ্ঞ ও স্মৃতিমেদুর করে তুলেছিল।

বঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, কিছু জেলা শুস্ক থাকবে

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবার শুস্ক থাকবে কয়েকটি জেলা। তেমনটাই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের তরফে। জানা গেছে, এদিন হালকা বৃষ্টি হতে পারে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ও নদিয়ায়। তবে এদিন শুস্ক থাকার সম্ভবনা হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, দুই বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ। শুক্রবার কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যাথাক্রমে ২৯ ডিগ্রি এবং ১৯ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। এদিকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও মালদার একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

পূর্বস্থলী থানার উদ্যোগে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস আর সেই ভাষা দিবসকে সামনে রেখেই ভাষা দিবসের একটি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি। পূর্বস্থলী থানার উদ্যোগে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের পূর্বস্থলী নীলমণি ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশনে। পূর্বস্থলী থানার আইসি নিজের উদ্যোগে বাল্যবিবাহের ক্ষতি তার আইনি জটিলতা এবং সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করেন। এ দিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী থানার আইসি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক সুব্রত দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উত্তম বসাক, শারদ অর্ঘ্য সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক সুদীপ বিশ্বাস, পূর্বস্থলী স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার অবনীভূষণ

রেলের সম্পত্তি ভাঙচুর করার ঘটনায় জড়িত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতীয় রেলওয়ে এই ধরণের সকল ক্ষেত্রে রেলের সম্পত্তি ভাঙচুর ও ধ্বংসের ঘটনায় জড়িত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে আরপিএফ একজন কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে মধুবনী রেলওয়ে স্টেশনে স্বতন্ত্র সেনানী এক্সপ্রেসের এসি কোচের ক্ষতির ঘটনায় রেল যাত্রীদের নিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইনের ১৫৩ ধারা প্রয়োগ করেছেরেলওয়ে সকল যাত্রী এবং জনসাধারণকে রেলের সম্পত্তি ভাঙচুর থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন করছে দাবি করে যে রেলওয়ে একটি জাতীয় সম্পদ, এর ক্ষতি করা অবৈধ। কিছু অবাধ্য যাত্রী মধুবনী রেলওয়ে স্টেশনে ১২৫৬১ ট্রেন নম্বর স্বাধীন সেনানী এক্সপ্রেসের (প্রাক্তন জয়নগর-নতুন দিল্লি) এসি কোচের ৭৩টি কাচের জানালা ভাঙচুর করে। এতে রেল যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মধুবনীতে কোনও আরপিএফ বা জিআরপি পোস্ট না থাকার সুযোগ নিয়ে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। রেলওয়ের সম্পত্তির ক্ষতি করার পর, দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। এই ভাঙচুরের প্রতিক্রিয়ায়, পূর্ব মধ্য রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং রেলওয়ে আইনের ১৪৫(খ), ১৪৬, ১৫৩ এবং ১৭৪(ক) ধারায় অপরাধ নং ১৬৮২০২৫ অনুসারে আরপিএফ পোস্ট দরভাঙ্গায় মামলা দায়ের করে। দোষীদের সনাক্ত করতে এবং তাদের বিচারের আওতায় আনার জন্য আরপিএফের একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। বিশেষ দলের তদন্তের সময়, সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং প্রযুক্তিগত প্রমাণের মাধ্যমে একজন কিশোরকে শনাক্ত করা হয় এবং গ্রেপ্তার করা হয়, যে ঘটনার সাথে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়। সে ঘটনার সাথে তার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে এবং অনুশোচনা প্রকাশ করেছে। ভাঙচুরের অন্যান্য অনুরূপ ঘটনায় জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের সনাক্ত এবং গ্রেপ্তার করার জন্য মামলার তদন্ত সক্রিয়ভাবে চলছে। রেলওয়ে সম্পত্তি ধ্বংসক্ষতি করার কাজে লিপ্ত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বেআইনি ইটভাটায় লাগাম টানবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজস্ব সংগ্রহ বাড়াতে এবং বেআইনি ইটভাটায় লাগাম টানতে রাজ্য সরকার এবার সমস্ত ইটভাটাকে কেন্দ্রীয় ভাবে নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ জন্য একটি নির্দিষ্ট পোর্টাল তৈরি করা হচ্ছে। সমস্ত ইটভাটাকে ওই পোটালের মাধ্যমে বিস্তারিত বিবরণ সহ নাম নথিভুক্ত করাতে হবে বলে জেলাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইটভাটার আকার আয়তন, শ্রমিকের সংখ্যা, তাদের ন্যূনতম বেতন, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সমস্ত কিছুই নথিভুক্ত করণের সময় উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি ইটভাটা চালানোর জন্য সরকার নির্ধারিত সুরক্ষা বিধিগুলির মেনে চলা হচ্ছে কিনা তাও দেখা হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্লকের বি এল আর ও দের সরজমিনে ইটভাটা গুলি পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। তাদের দেওয়া এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকার প্রতিটি ইটভাটার জন্য রয়ালিটি নির্ধারণ করে দেবে। নিয়মিত রয়ালটি মেটানোর পরেই ইটভাটা গুলিকে অনুমোদন দেওয়া হবে।

হাওড়া-আমতা রোডে পথ দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়া-আমতা রোডে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী এক ব্যক্তি। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বড়গাছিয়া বিশ্বনাথ নিকেতনের সামনে। এদিন পেঁড়ো থানার সরপোতা এলাকার শীতল মালিক (৫৫) নামের এক ব্যক্তি প্রতিদিনের মতো এক ব্যক্তির বাইকে করে দক্ষিণবাড়ী এলাকায় কাজে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে তাঁদের বাইকের সামনে একটি কুকুর চলে আসে। কুকুরটিকে বাঁচাতে গিয়ে সজোরে ব্রেক ধরলে বাইকের পেছনে থাকা শীতলবাবু বাইক থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তখনই দ্রুত গতিতে আসা একটি চারচাকা গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জগবল্লভপুর থানার পুলিশ। ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জগবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ। ঘাতক গাড়ির খোঁজ চলছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ব্লক সভাপতির

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ গত বুধবার ভোররাতে প্রয়াত হলেন জয়নগর ২ নং ব্লকের তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল চংদ্র নস্কর। তিনি বহু দিন জয়নগর ২ নং ব্লকের সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি দীর্ঘকাল জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃনমূল কংগ্রেস তৈরির সময় থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন তৃনমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি আমৃত্যু পর্যন্ত জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। বয়সের তোয়াক্কা না করে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেড়িয়ে পরতেন রাজনৈতিক কাজে। সবার খুব আপন ছিলেন তিনি। বুধবার ভোর রাতে বুকের যন্ত্রনা অনুভব করেন তিনি। আর তার পরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের বাসভবনেই পরলোক গমন করেন।

মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর বাড়িতে ছুটে আসেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল সহ একাধিক রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃংদ ও সাধারণ কর্মীবৃংদ।শোক জ্ঞাপন করেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, শওকত মোল্লা, সাংসদ বাপি হালদার, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি জয়দেব হালদার সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার বিকালে তুলসী ঘাটার মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

কাজের বিকল্প কর্মশ্রী প্রকল্পে সরকার বৈধ জব কার্ডধারীদের গড়ে ৫৭ দিন কাজ দিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ একশ দিনের কাজের বিকল্প কর্মশ্রী প্রকল্পে রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে বৈধ জব কার্ডধারীদের গড়ে ৫৭ দিন করে কাজ দিয়েছে। চলতি বছরে ৭৫ লক্ষ মানুষকে এই প্রকল্পে কাজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। যা অর্থবছরের শেষ একমাসে পুরণ করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে । এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ খরচ রাজ্য সরকার বহন করছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের সমস্ত দফতর কাজ দিলেও, কর্মশ্রী দিবসে সব থেকে বেশি কর্মদিবস সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চায়েত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরে মাধ্যমে। এই প্রকল্পের নোডাল দফতর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ সর্বাধিক ২৪ কোটি ২৮ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি করেছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর ৭ কোটি ৭১ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি নিশ্চিত করেছে ।কর্মশ্রী প্রকল্পে জবকার্ডধারী শ্রমিকদের বাংলার বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই প্রকল্পে প্রায় ১২ লক্ষ বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা বণ্টনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। সেই সব বাড়ি তৈরির কাজে কর্মশ্রী প্রকল্পে নথীভুক্ত শ্রমিকদের কাজে লাগাতে পঞ্চায়েত দফতর নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিটি বাড়ি পিছু একজন জবকার্ড হোল্ডারকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এরফলে প্রকল্পের আওয়াধীন প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিককে বাংলার বাড়ি তৈরি প্রকল্পের কাজ দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য রাজ্যে একশ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় ওই প্রকল্পে কাজহারাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে ৫০ দিনের কাজের প্রকল্প কর্মশ্রী ঘোষণা করে। এরআগে পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণের কাজের ক্ষেত্রেও এই জবকার্ড হোল্ডারদের ব্যবহার করা হয়েছিল ।

কোন্নগর কানাইপুরে বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের কুইজ কনটেস্ট

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ওরাও স্কুলে পড়ে, প্রতিদিন স্কুলে আসে পড়াশোনা শেখে। তবে আর বাকি পাঁচটা ছেলে মেয়েদের মতন তারা নয়। এদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যারা হয়তো কথা বলতে পারেন না হাঁটতে পারে না কিংবা কেউ আবার বড় হয়েও বড় হতে পারেনি। ঠিক এইরকমই বিশেষ ভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুল চালিয়ে আসছে হুগলির কানাইপুরে একটি স্কুল প্রচেষ্টা। সেখানে প্রায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মিলিয়ে ৬০ জন রয়েছে। সেই সমস্ত বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের প্রতিদিনের স্কুলের থেকে একটু অন্যরকম অনুভূতি দিতেই বিশেষ আয়োজিত হল কুইজ কম্পিটিশন। সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার জিতল বিশেষভাবে সক্ষম এই বাচ্চারা। বিশেষভাবে সক্ষম হলেও কুইজ কনটেস্টে তাদের জ্ঞান তা দেখে তাজ্জব হয়েছে অনেকেই। প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই হাত তুলে উত্তর দেওয়ার জন্য রেডি তারা। জন্মদিন উপলক্ষে গোটা দিন তাদের সঙ্গে অতিবাহিত করেছে এই যুবক যুবতীদের দল। কুইজের শেষে ছিল তাদের পুরস্কার বিতরণী পালা। পুরস্কার পেয়ে তারপর অপেক্ষা ছিল বিশেষ ভুরিভোজের। একসঙ্গে সবাই মিলে বসে খাওয়া-দাওয়া করে প্রতিদিনের স্কুলের থেকে একটু অন্য রকমের দিন কাটালো বিশেষ চাহিদা সম্পন্নই বাচ্চারা। তবে এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এই বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের জীবন। পরবর্তীতে এখান থেকেই তারা হয়তো নিজেদের লক্ষ্যে ঠিক পৌঁছে যাবে। কানাইপুরের এই স্কুল থেকেই বহু ছেলেমেয়েরা এর আগেও তাদের কৃতিত্বের জন্য বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। তবে তাদের উৎসাহ দেওয়াটা এখন অনেকটাই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এক উদ্যোক্তা জানান এর আগেও কানাইপুরের প্রচেষ্টা থেকে অনেক বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়ে বিভিন্ন জায়গায় জয়ী হয়েছে।তাই তাদের একটু উৎসাহ দিলে তারা হয়তো আগামী দিনেও কোন্নগর তথা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে। শুধুমাত্র সঠিকভাবে তাদের পরিচালনা করতে হবে।

সর্বভারতীয় অঙ্কন রত্ন প্রতিযোগীতায় জয়নগরের তিনটি মেয়ে সোনা পেল

দুরন্ত বাতা৩,জয়নগর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ জয়নগর মোয়ার পাশাপাশি পড়াশোনা,খেলাধুলাতে নজির রেখেছে।আর এবার আঁকার মধ্যে দিয়ে সারাদেশের মধ্যে নজির সৃষ্টি করলো জয়নগর। সর্ব ভারতীয় মেধা অঙ্কন রত্ন প্রতিযোগিতায় অসামান্য সাফল্য পেল এবার দক্ষিন ২৪ পরগনা। সম্প্রতি উওর ২৪ পরগনার নৈহাটির ঐকতান মঞ্চে সর্ব ভারতীয় মেধা অঙ্কন রত্ন প্রতিযোগিতায় দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগরের অক্ষয় আর্ট এন্ড কালচার সংস্থা থেকে অঙ্কন প্রশিক্ষক অক্ষয় ঘোষের একশো জন প্রতিযোগিরা এই অঙ্কন রত্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। যার মধ্যে ২১ জন বিভিন্ন স্তরে পুরস্কৃত হয়। চ্যাম্পিয়ান হন জয়নগরের মেয়ে তৃষা মন্ডল, সে পায় ২৪ ক্যারেটের সোনার মূর্তি। দ্বিতীয় হন রুবিনী মুদিয়া, সে পায় সোনার পদক, তৃতীয় হয় জিনিয়া মোল্লা, সে ও পায় সোনার পদক। বাকি ১৮ জন সফল প্রতিযোগীরা সবাই রুপোর পদক পায়। আর এই সম্মাণ শুধু জয়নগর নয় সারা দেশের কাছে গর্বের। এই সম্মাণ পেয়ে খুশি কৃতি প্রতিযোগীরা। আনন্দিত জয়নগর বাসীরা। এ ব্যাপারে এই কৃতিদের অঙ্কন প্রশিক্ষক অক্ষয় ঘোষ বলেন, এত বড় সম্মান পেয়ে আমরা গর্বিত। আগামীদিনে আরও ছাত্র ছাত্রীরা এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এগিয়ে আসবে। আজ ওদের জন্য জয়নগর আবার সারা দেশের কাছে নিজের নাম অক্ষন্ন রাখতে পারলো। আমি খুব খুশি।

হাওড়া গুলি-কাণ্ডের তদন্ত চলছে, এখনো ঘটনা নিয়ে রয়ে গিয়েছে ধোঁয়াশা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবার রাতে হাওড়ায় রহস্যজনকভাবে গুলিবিদ্ধ হন হুগলির চন্ডীতলা থানার আইসি জয়ন্ত পাল। এই ঘটনার তদন্তে নামে হাওড়া সিটি পুলিশ। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার এফআইআর করা হয়েছে। তদন্তকারী দল এই গুলি-কান্ডের তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও জয়ন্ত পাল হাসপাতালে রয়েছেন। তাঁর বয়ান এখনও নিতে পারা যায়নি। তাঁর বয়ান নিতে পারলে সেদিনের ঘটনা পরিস্কার হবে বলে পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্তা এদিন জানান। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, হুগলির চণ্ডীতলা থানার আইসি জয়ন্ত পালের 'বান্ধবী' সাঁকরাইল থানা এলাকার বাসিন্দা। এই ঘটনার পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এর পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে থাকা অন্যান্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বয়ানের সত্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁদের বয়ানে বিশেষ কিছু পাওয়া জানায়নি বলেই পুলিশ জানিয়েছে। তবে, এই ঘটনার সত্যতা এখনও পুলিশ জানতে পারেনি। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে বিশেষ টিম তৈরি হয়েছে। তারা তদন্ত শুরু করেছেন। এদিকে, হাওড়ার আন্দুল রোডের বালাজিনগরে জয়ন্ত পালের 'বান্ধবী'র বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় বাড়ির দরজা বন্ধ। পরিবারের লোকেরা মুখ খুলতে রাজি হননি। বাড়ির ছাদ থেকে তাঁর মা পরিস্কার জানান মেয়ের বদনাম হয়েছে হোক। কাউকে চিকিৎসা দিতে গিয়ে যদি বদনাম হয় তাহলে আমার কিছু করার নেই।

রাজ্যের সমবায় ব্যাংকে বন্ধ একাউন্ট গুলিতে ৫৮৩ কোটি টাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় ব্যাংকে দীর্ঘদিন লেনদেন না হওয়ায় বন্ধ হয়ে যাওয়া একাউন্ট গুলিতে প্রায় ৫৮৩ কোটি টাকা সঞ্চিত রয়েছে বলে সমবায় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এরমধ্যে কৃষি সমবায় সমিতির বিভিন্ন খাতাতেই প্রায় সাড়ে চারশো কোটি টাকা রয়েছে। এই একাউন্টগুলিতে নতুন করে কেওয়াইসি চাওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী বন্ধ হয়ে যাওয়া এইসব একাউন্টে জমা টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিদৃষ্ট একাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও এই পদক্ষেপ গ্রহনের আগে রাজ্য সরকার আরও একবার একাউন্ট গুলি যাচাই করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য গত ২ জানুয়ারি নবান্নে রাজ্যস্তরের এক প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্কে কালো টাকা সঞ্চিত রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানানোর পরেই পরের দিন রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় ব্যাংকের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিল সমবায় ডিরেক্টরেট।

রাজ্যে ফের বড়সড় একটি জাল ওষুধ চক্রের হদিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে ফের বড়সড় একটি জাল ওষুধ চক্রের হদিশ মিলেছে। অভিযোগ উঠেছে নামী কোম্পানির ওষুধের কিউআর কোড জাল করে ওষুধ বিক্রির। ওষুধের স্ট্রিপের উপর জাল কিউআর কোড লাগিয়ে.দিয়ে.প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। হাওড়ার আমতায় ওই ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার মালিককে গ্রেফতার করা হয়। গুদাম থেকে ১৭ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে ড্রাগ কন্ট্রোল দফতর। সূত্র মারফত জাল ওষুধ সরবরাহের খবর পেয়ে গতকাল রাতে আমতার মান্না এজেন্সি নামে ওই ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার গুদামে হানা দেয় ড্রাগ কন্ট্রোল দফতরের আধিকারিকরা। অভিযুক্ত এজেন্সির অফিস সিল করে দেওয়া হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে সংস্থার মালিক বাবলু মান্নাকে। তদন্তের জন্য বেশ কিছু নথিও নিয়ে গিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ওই এজেন্সি ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ বাজারে সরবরাহ করেছে বলে খবর।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে খাস কলকাতা থেকে জাল ওষুধ ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার হন এক মহিলা। সেই ঘটনার সঙ্গে আবার বাংলাদেশ যোগও পাওয়া যায়। প্রায় ৬.৬ কোটি টাকা মূল্যের ওষুধ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সেই সময়। ওষুধগুলি আমেরিকা, বাংলাদেশ, তুরস্কের তৈরি ছিল।

তবু আমি বাংলা ভাষা নিয়ে আশাবাদী- ডঃ রামকুমার মুখোপাধ্যায়

অশোক সেনগুপ্ত, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলা ভাষা আগের চেয়ে দুর্বল হয়েছে। উপযোগিতা কমেছে। তবু আমি আশাবাদী। এই ভাষা উঠে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। বরং ফের যে বাংলা ভাষার নবজাগরণ হবে না, কে হলফ করে বলতে পারেন? শুক্রবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন ডঃ রামকুমার মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় ভাষা বিশেষজ্ঞ, সুপরিচিত লেখক-প্রাবন্ধিক, বিশ্বভারতীর প্রকাশনা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ভারতীয় ভাষা পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি, সাহিত্য আকাদেমীর পরিচালনমন্ডলীর প্রাক্তন সদস্য- এ ধরণের অসংখ্য পালক তাঁর সাফল্যের মুকূটে। প্রশ্ন- বাংলা ভাষার গুরুত্ব কমছে, সেটা বোঝার সহজ উপায় কী? উঃ- বাংলা মাধ্যমের কিছু স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা যাচ্ছে। সে সব স্কুলে ইংরেজি মাধ্যম যুক্ত করে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এতেই তো ব্যাপারটা বোঝা যায়। বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার গুরুত্ব কমে গেলে বাস্তব জীবনেও নানাভাবে তার প্রতিফলন পড়ে। প্রশ্ন- ভারতের অন্য ভাষার ক্ষেত্রেও কি একই ছবি লক্ষ্য করা যাচ্ছে? উঃ- হ্যাঁ। কমবেশি একই। চাকরির ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। ফলে ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা বহুকাল ধরেই বেড়েছে, বাড়ছে। প্রশ্ন- পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক দশকে বাংলা ভাষা প্রসারে রাজ্য সরকারগুলো কি যথেষ্ঠ সদর্থক ভূমিকা নিতে পেরেছে? উঃ- না। আরও উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল। দিল্লিতেও হিংদি মাধ্যমের স্কুলগুলোর নাভিশ্বাস উঠছিল। কিন্তু মূলত এএপি সরকারের অতিশি মারলেনার (সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) উদ্যোগে ওই অবস্থা অনেকটাই বদলিয়েছে। উনি, বা ওরা পারলে অন্য রাজ্যেরও পারা উচিত!প্রশ্ন- পশ্চিমবঙ্গে বাংলা আকাদেমী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন বাংলা ভাষার স্থায়ীত্বের ব্যাপারে কতটা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে? উঃ- দেখুন, এঁদের উচিত ছিল পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সমন্বয় সাধন। সেটা এঁরা করতে পেরেছেন কিনা, তা নিয়ে অনেকের সংশয় আছে। ব। মাছ ছোট মাছকে খেয়ে নেয়। যেমন হিন্দির পেটে কিছু ছোট ভাষা চলে গিয়েছে। সব ভাষাকেই বাঁচিয়ে রাখা দরকার। ভারত সরকার সে কারণে কম মানুষের ভাষাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে নানাভাবে চেষ্টা করছে। এটা একটা শুভ উদ্যোগ। প্রশ্ন- বাংলা ভাষার প্রসার এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের ভূমিকা আপনার চোখে কীরকম? বাংলাদেশের ভাষা আংদোলন কি বাংলার ভিত মজবুত করেছিল? উঃ- বাংলাদেশের জন্ম তো '৭১-এ। পূর্ববঙ্গের ভাষা আংদোলন আরও দু'দশক আগের! কিন্তু বাংলা তো হাজার বছরের ভাষা। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের কয়েক খণ্ডের ওডিবিএল, রবীংদ্রনাথ ঠাকুরের নোবেলপ্রাপ্তি- এ সবের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তো কবেই এসেছে!গেরাসিম লেবেদেভ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বহুভাষিক থিয়েটার প্রযোজনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে বেছে নিয়েছিলেন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকে। এ রকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। তবে, শিলচর, মানভূম এবং পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনকে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাই। প্রশ্ন- এবারের আন্তর্জাতিক ভাষাদিবসে ওপার বাংলায় কি অন্য ছবি? উঃ- সপ্তদশ শতকেও মুসিমদের অনেকে বাংলাকে হিন্দুদের ভাষা বলে মনে করতেন। এখনও করেন। বাংলাদেশে ছোট ভাষাগুলোকে সংরক্ষণের সফল চেষ্টা হয়নি। যেটা ভারতে সুন্দরভাবে হয়েছে। ভাষার সঙ্গে ধর্ম জড়িয়ে গেলে বিপদ। কাশ্মীরী ভাষাকে ভারত কিন্তু বরাবর সযত্নে লালন করেছে। যেমন ভারতের সুসম্পর্ক রয়েছে উর্দূ ভাষার সঙ্গে। আসলে পাকিস্তান সৃষ্টির মূলেই তো গণ্ডগোল ছিল! এবারের আন্তর্জাতিক ভাষাদিবসে বাংলাদেশের একাংশের বাংলা-বিরোধী মনোভাবে তাই অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। প্রশ্ন-বাংলা ভাষা নিয়ে আশার আলো কিছু দেখছেন? উঃ- বাংলা সংবাদপত্রগুলো আছে। বইমেলাগুলো আছে। কিছু বইমেলায় যথেষ্ঠ বই বিক্রি হয়। এগুলো তো আশাবাদেরই লক্ষণ! প্রশ্ন-আপনি একদিকে স্বীকার করছেন, বাংলা ভাষা সঙ্কটে। তা সত্ত্বেও আপনি আশাবাদী। এটা দু'রকম ভাবনার প্রতিফলন নয়? উঃ- দেখুন, বাংলা ভাষা অনেক আঘাত সহ্য করেছে। মোঘল আমলে রাজত্ব করেছে পার্শি ভাষা। অনেক চাপ সত্ত্বেও কবি মুকুন্দরাম বাংলা ভাষাকে তাঁর মতো করে বিকশিত করেছেন। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র-সহ বহু রথী-মহারথীকে বাংলা পেয়েছে লেখক-কবি-নাট্যকার হিসাবে। একা রবীন্দ্রনাথ ঘুরিয়ে দিয়েছেন বাংলা ভাষার ভোল। সেই নবজাগরণ যে আবারও আসবে না, কে হলফ করে বলতে পারেন?

রাস্তা অবরোধ করে শ্রমিক বিক্ষোভ সোনারপুরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ সোনারপুরে শ্রমিক বিক্ষোভে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। সোনারপুরের রামচংদ্রপুরে গেঞ্জি কারখানা বন্ধের নোটিসের কারনে শুক্রবার সোনারপুর-ঘটকপুর রোডে অবরোধ করে পথে নামেন ক্ষুব্ধ বহু শ্রমিকরা।আর এই অবরোধের কারণে এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেসোনারপুর থানার বিশাল পুলিশ। জানা যায়, সোনারপুর থানার রামচন্দ্রপুরে একটি গেঞ্জি কারখানায় বেতন নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কর্মীরা।ব্যাহত হয় কারখানার উপাদন। সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিলেন শ্রমিকরা।এই বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার আলোচনা হলেও হয়নি সুরাহা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে জোর করে আমাদের আন্দোলন তোলার চেষ্টা করেন কর্তৃপক্ষ। আন্দোলন কারীদের বক্তব্য মাইনে বাড়ানো হলেও তাঁদের বেসিক পে কমানো হযেছে। ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে তাঁরা। তবে এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ বলেন,শ্রমিকদের পিপিএফের টাকা হাতে দেওয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে কারখানার মালিক, ম্যানেজার-সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেও মেলেনি সমাধান। সোনারপুর থানার পুলিশ ও এলাকার স্থানীয় কয়েকজন নেতা ঘটনাস্থলে পোঁছে আন্দোলন প্রত্যাহারের চাপ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ।এই কারখানার কাজ করেন প্রায় ৫ হাজার মহিলা কর্মী।

গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে বাস, জখম ১০

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগরে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উলটে গেল বাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আহত ১০ পুণ্যার্থীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। বাসটির কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়া থেকে যাত্রী ভর্তি বাসটি গঙ্গাসাগরে যাচ্ছিল। চৌরঙ্গীর কাছে ঘটে দুর্ঘটনা। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খালে উল্ট যায় বাসটি। বিকট শব্দ পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে যান সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও বিডিও কানাইয়া কুমার রাও। সকলের চেষ্টায় একে একে বাসটি থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের চোট গুরুতর থাকায় তাঁদের পাঠানো হয়েছে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৮৩ সংখ্যা, শনিবার ৯ ফাল্গুন, ১৪৩১

বহু বিদেশিনী ভারতীয় হন

১৯২৯ সালের কথা। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহর, আল্পস পর্বতের কোলঘেঁষা এক মায়াবী পরিবেশ। সেখানে একটি আবাসিক স্কুলে পড়তো এক কিশোরী মেয়ে, যার নাম ইভ ইভোন মাদে দ্য মারোস। বাবা ছিলেন হাঙ্গেরির বাসিন্দা, মা রাশিয়ার। শৈশবে বিলাসিতা নয়, প্রকৃতির কোলে তার সবচেয়ে বেশি আনন্দ। সময় পেলেই রং-তুলি, ইজেল কাঁধে নিয়ে ছুটে যেত পাহাড়ের পথে, আঁকতো প্রকৃতির অসাধারণ সৌন্দর্য। আঁকতে আঁকতে কখনও ভেবেছিলে কি, তার জীবনের ক্যানভাসে একদিন আঁকা হবে ভারতীয় ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়? সেই সময়ের ভারতবর্ষে, মহারাষ্ট্রের এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত মারাঠি পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন বিক্রম রামজি খানোলকর। ছোটবেলা থেকেই ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা। ঘোড়সওয়ারি আর পোলো খেলায় ছিলেন পারদর্শী। শৈশব পেরিয়ে গন্তব্য ছিল বিলেতের বিখ্যাত রয়্যাল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্স্ট, যেখানে তিনি সেনাবাহিনীর কঠোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেন। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় চমক হয়তো তখনও তার জন্য অপেক্ষা করছিল। এক খ্রিস্টমাসের ছুটিতে বিক্রম গেলেন সুইজারল্যান্ডে বেড়াতে। আল্পসের শান্ত উপত্যকায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন তার চোখ পড়লো এক কিশোরী মেয়ের দিকে, যে আপনমনে ছবি আঁকছে। সোনালি চুল, গভীর নীল চোখ আর তুলির ছোঁয়ায় প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তোলা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বিক্রম যেন হারিয়ে গেলেন। সেই মুহূর্তেই জন্ম নিল প্রেমের এক নতুন কাহিনী। অন্যদিকে ইভও অনুভব করলো অদ্ভুত এক টান। কিন্তু তখন হয়তো কেউই ভাবেনি, এই ভালোবাসা পার করবে দেশ, সংস্কৃতি আর সমাজের সমস্ত সীমা। ছুটি শেষ, বিক্রম ফিরে গেলেন ইংল্যান্ডে। কিন্তু ইভের হৃদয়ে যে আলোড়ন তুলে গেলেন, তা ভুলবার নয়। দিন কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু মেয়েটি মনে মনে একটাই কথা ভাবছিল; যাকে ভালোবেসেছে, তাকে পেতে হলে সব কিছু ত্যাগ করতে হলেও পিছপা হবে না। কিন্তু বাধা এল ঘর থেকেই। ইভের বাবা এই সম্পর্কের কথা শুনে রেগে আগুন। হাঙ্গেরিয়ান-রাশিয়ান পরিবারের মেয়ে কিনা বিয়ে করবে ভারতের এক 'কালা আদমী'কে? অসম্ভব! কিন্তু প্রেম তো আর সমাজের রীতিনীতি মানে না। অবশেষে আঠারো বছর বয়স হতেই ইভ সমস্ত বাঁধা পেরিয়ে পৌঁছে গেলো লখনউতে। ১৯৩২ সালে বিক্রম রামজি খানোলকরের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলো সে। নতুন জীবন, নতুন পরিচয়; ইভ হয়ে গেলো সাবিত্রী বাঈ খানোলকর। বিয়ের পর থেকেই সাবিত্রী ধীরে ধীরে মিশে যেতে লাগলেন তার নতুন পরিবেশের সঙ্গে। পাশ্চাত্যের বিলাসিতা আর অভ্যস্ততা ছেড়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ জন্ম নিল তার মনে। শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকের চোখে তিনি হয়ে উঠলেন আদরের 'বহু'। শুধু তাই নয়, নিজেকে পুরোপুরি বদলে নিলেন। ছেড়ে দিলেন মাছ-মাংস খাওয়া, শিখলেন সংস্কৃত, হিন্দি আর মারাঠি ভাষা। ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রতি তার আগ্রহ জন্মালো, পড়তে লাগলেন বেদ, পুরাণ আর উপনিষদ। কেউ তাকে মেমসাহেব বলে ডাকলে বিরক্ত হতেন।

বাংলা চলচ্চিত্রে সত্য গল্প

শরৎ চন্দ্রের কাশীনাথ ছবির শুটিং চলছে এন টি ওয়ান স্টুডিওতে নীতিন বসু পরিচালক ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বছর। ১৯৪২ সাল। এপ্রিল, মে মাসের গরম। শুটিং ফ্লোর তখন স্বাভাবিকভাবেই ছিল না এসি। শুটিংয়ের চড়া আলো, মেকআপ সব মিলিয়ে সবার হাঁসফাঁস হাল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। আর্টিস্টরা গরম সহ্য করতে না পেরে বারবার ফ্লোর ছেড়ে বেরিয়ে আসছিলেন বাইরে,হাওয়া খেতে তারপর আবার খানিকটা শুটিংয়ের কাজ, এভাবেই চলছিল ছবির কাজ। বিন্দুবাসিনীর চরিত্রে অভিনয় করছিলেন ভারতী দেবী। বিকেলের দিকে ছিল ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের শুটিং তাতে ছিল ভারতীদেবীর শট। সবাই রেডি। পরিচালক নীতিন বসু ক্যামেরার ভিউফাইন্ডারে চোখ রেখে বসে আছেন। সহকারীকে পাঠালেন ভারতীদেবীকে ডেকে আনবার জন্য। সহকারী পরিচালক ঘুরে এসে খবর দিলেন বিন্দুবাসিনিকে মানে ভারতীদেবীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাইমিলে খোঁজ শুরু করলেন। শেষমেশ চোখে পড়ল ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজারের। স্টুডিওর ভেতরে পুকুর পাড়ে আমগাছের গোড়ায় রয়েছে এক জোড়া জুতো। সাথে সাথে গাছের ওপরের দিকে তাকাতেই দেখা গেল ভারতী দেবী গাছের ডালে বসে মনের সুখে আম খাচ্ছেন। মুহূর্তেই খবর পেয়ে সকলে গাছের নীচে চলে এলেন। পরিচালক নীতিন বসু ডাকতেই লাজুক মুখে নেমে এলেন অভিনেত্রী। শাড়ির আঁচলে বাঁধা বেশ কিছু আম। নীতিন বাবু বোঝালেন যে এভাবে শুটিং ছেড়ে উধাও হয়ে যেতে নেই,শট আছে তার যদি গাছে উঠতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেত তাহলে সবদিক দিয়েই ক্ষতি হয়ে যেতো। ছবির কাজ পণ্ড হয়ে যেতো। কাঁদো কাঁদো হয়ে গেলেন ভারতীদেবী। যাইহোক শেষমেশ শুটিংয়ের কাজ সেদিন এরপর নির্বিঘ্নে কেটেছিলো। বি এন সরকার সাহেব সুরসিক মানুষ। নিউ থিয়েটার্স এর কর্ণধার,এন টির সাথে যুক্ত সকলের কাছেই তিনি ছিলেন বটবৃক্ষ সম। তিনি অফিসে এসে ঘটনাটি শুনে ভারী মজা পেলেন। সন্ধ্যের সময় শুটিং শেষে ভারতীদেবী বাড়ি ফেরবার জন্য যখন গাড়িতে উঠতে যাবেন তখন অফিসের এক বেয়াড়া এসে তাঁকে দিয়ে গেলেন এক ঝুড়ি পাকা আম। বেয়াড়া এও বললে, 'সাহেব বলেছেন,আম খাওয়ার জন্য আপনার গাছে ওঠবার দরকার নেই। পড়ে গিয়ে অঘটন ঘটলে তো আপনার কেরিয়ারটাই নষ্ট হয়ে যাবে।' এরপর থেকে ভারতীদেবীকে শুটিং চলাকালীন আর গাছে উঠতে দেখা যায়নি। বাংলার চলচ্চিত্রের সঙ্গে এই রকম অজস্র গল্পজড়িয়ে রয়েছে যা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর একেবারে দেবতা হয়ে গিয়েছেন। তিনি দেবতা রূপে সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে এক সময়ে দলে দলে দেওঘরে গিয়ে ভক্তরা উপস্থিত হতেন। সব সময়ে তাঁর গৃহে ভীড় লেগে থাকতো। এটা সম্ভব হয়েছে দৈব শক্তির প্রভাবে। এটা গায়ের জোরে হয় না। মস্তানি করে হয় না। এটা হয় স্বাভাবিক নিয়মে। যিনি যাতে দক্ষ থাকেন তার প্রকাশ ঘটে। ঠাকুরের সব সন্তানরা ঘর ছাড়া। তারা পরিবার ছাড়া। তাদেরকে কে ভালোবাসা দেবে? তাদেরকে কে মাতৃস্নেহ দেবে? পিতৃস্নেহ দিতেন ঠাকুর স্বয়ং। তিনি সন্তানদের পিতামাতা।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

জ্ঞান শক্তির সঙ্গে সংস্কৃতি শক্তির মিলন চাই। না হলে মানসিক শক্তির বৃদ্ধি হয় না। জ্ঞান শক্তি থাকলেও চলবে না। বা সংস্কৃতিক শক্তি থাকলেও শুধু চলবে না। উভয় শক্তির মিলন থাকা চাই। তাহলে সেই শক্তি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয়। পড়াশুনা করলেই বা ভালো স্কুলে কলেজে পড়লেই জ্ঞান শক্তির উন্মেষ হয় না। জ্ঞান শক্তির উন্মেষ করতে গেলে মাতৃশক্তির প্রয়োজন হয়ে পরে। যিনি মাতৃশক্তির সঙ্গে জ্ঞান শক্তির মিলন ঘটাতে পারবেন তিনি আসল শক্তিধর পুরুষ। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সোট অনুভব করতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগর এবং স্বামী বিবেকানন্দ খুবই মাতৃভক্ত ছিলেন। তাদের মতো মাতৃভক্তি আর বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। তবে তার মধ্যে রয়েছেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। আরও কত নাম। এরা সবাই মাতৃভক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলেই তারা আজকে ভারত মহান।

গণতান্ত্রিক দেশ এবং মানবাধিকারকামী দেশ হয়েও ইংল্যাণ্ডবাসীরা কোনও অশ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলতো, তাদের জাত্যাভিমান ভয়ঙ্কর রকমের বহাল

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রথমবারের বিলেত ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ ঃ কিশোর কবির সুদূর ইউরোপবাসের অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ তখনও বিশ্বকবি নন, নন বড় মাপের কোনো ব্যক্তিও। পরিচয়ের মধ্যে একটা পরিচয়ই হয়তো 'বড়' করে বলা যায় - তিনি একজন 'জমিদার পুত্র'। সে হলে কী হবে, প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় তার মন নেই। জমিদার পুত্র যদি লেখাপড়া না করে, তবে প্রজারা শিখবে কী? তাছাড়া, জমিদারিটা ঠিকভাবে টিকিয়ে রাখতে গেলেও তো পড়াশোনা করে নিজেকে যোগ্য-দক্ষ করে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যেই উচ্চশিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথকে পারিবারিক সিদ্ধান্তে পাঠানো হয় বিলেতে। এই প্রথম

শুরু হয় তার বিশ্ব-যাত্রা। আর এ সফর রবীন্দ্রনাথের মেধা-মনন-চেতনায় এত গভীর রেখাপাত করে যে, রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে হয়ে ওঠেন একজন বিশ্বমানের সাহিত্যিক; যা তার অপরাপর অন্যান্য বিশ্ব-সফরের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

আজকের এই আলোচনায় আমরা কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে পথ চলবো বিলেতের পথে; আর তাঁর চোখে দেখব বিলেত জীবনের নানান দিক। রবীন্দ্রনাথের ইংল্যান্ড যাত্রা ঃ রবীন্দ্রনাথ দু'বার ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। একবার ১৭ বছর বয়সে, উচ্চশিক্ষা হেতু। আর দ্বিতীয়বার ১৯১২ সালে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলেত ভ্রমণে তিনি পাশ্চাত্য জগতের নানা দিক প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করে বিস্মিত হন, শিহরিত হন।

এই সময় পাশ্চাত্যের সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, কলা নিয়ে অধ্যয়ন করেন এবং এখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যেও নতুন নতুন রস ও শাখার সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়বার ভ্রমণের সময় কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য উপাদানের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হতে দেখা যায় না। সে যা-ই হোক, আমরা এখানে মূলত রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে, মানে তাঁর কিশোরকালীন জীবনে বিলেত যাবার অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করবো। বিলেত গমনের প্রেক্ষাপট ঃ ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্কুল-কলেজ বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি অনীহা ছিলো। জমিদার পরিবারের ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে তাই বাড়িতেই গৃহ শিক্ষক রেখে প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি দেওয়া হয়।

কৈশোর জীবনের শেষ দিকে তাঁর ভালো পড়াশোনার জন্য দাদা সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন রবীন্দ্রনাথকে বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সেখানকার লেখাপড়া হয়তো তাঁর ভালো লাগবে। যেই ভাবা সেই কাজ। মাত্র ১৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যাত্রা করেন বিলেত পানে। শুরু হলো তাঁর বিশ্বযাত্রা।

এ যাত্রার আদ্যোপান্ত অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি', 'জীবনস্মৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থে। এসব লেখা এতটাই সুখপাঠ্য যে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনীগুলোর অন্যতম হয়ে থাকবে রবীন্দ্রনাথের এসব ভ্রমণকাহিনী। সমুদ্র পথে যাত্রা ঃ বিলেতের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথ জাহাজে চড়ার কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। জাহাজের যাত্রা, পরিবেশ, আবহাওয়ার সাথে তখনও খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি তিনি। কেতাবি ভাষায়, এই অসুস্থতাকে অবশ্য নামে অভিহিত করা হয়। এই 'সমুদ্র ব্যাধি'তে আক্রান্ত হয়ে কিশোর কবি একেবারে ছ' ছ'টি দিন বিছানায়। মাথাটিও তুলবার জো ছিলো না। সে সময় জাহাজের জনৈক 'স্টুঅর্ড' তাঁকে পরম মমতায় খাইয়ে দিতেন। সেকথা ভুলতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। আমাদের যে স্টুঅর্ড ছিল ... আমার উপর তার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন,তখন সে আমার জন্য খাবার নিয়ে উপস্থিত করত; ... বলত না খেলে আমি ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়ব। ছ'দিন পর যখন কবি শয্যা ছেড়ে উঠলেন, তখন দেখলেন, আসলেই তিনি ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আমার কথা ছেড়ে কিশোর রবির ভাষাতেই বলি ঃ উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছি। মাথা যেন ধার করা, কাঁধের সাথে তার ভালোরকম বনে না; চুরি করা কাপড়ের মতো শরীরটা আমার যেন ঠিক গায়ে লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পড়লেম। অনেকদিন পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম।

ভ্রমণকালীন নানান অভিজ্ঞতা ঃ জাহাজে যাত্রাকালে তিনি নানা রুপের নানা চরিত্রের বিদেশিদের দেখলেন, সেখানে নিতান্ত ভদ্র-সভ্য-বিনয়ী ইংরেজ যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন কর্কশ-ভাষী অসৌম্য ব্যক্তিদেরও। মার্জিত রুচির ইংরেজদের ব্যবহারে কবি যেমন পুলকিত হয়েছেন, তেমনি রূঢ় স্বভাবের ইংরেজদের অমার্জিত আচরণে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। এমন কত ঘটনা দেখেছেন তিনি, আশ্চর্য হয়েছেন। আর আমরা আশ্চর্য হই তাঁর সৃষ্টিশীল হাতের ছোঁয়ায় লেখা এসব ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করে!

এডেন থেকে জাহাজে করে সুয়েজ যেতে তাঁদের পাঁচ দিন লেগে ছিল। সুয়েজে নেমে নৌকোয় করে খানিকটা পথ এগিয়ে ট্রেনে করে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছে সেখান থেকে স্টিমারে চেপে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইতালি পৌঁছান কবি। কবি জানতেন যে, আফ্রিকা এক অনুর্বর মরুভূমির নাম; অন্তত বই-পুস্তকে তো তেমনটিই পড়েছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখলেন উল্টো। রাস্তার দু'পাশে তিনি বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত দেখেছেন, দেখেছেন থোকায় থোকায় খেজুরশুদ্ধ গাছ, আরো কত কী! হাঁটতে হাঁটতে একেবারে ধূলোবালি মেখে মলিন বদনে পৌঁছলেন আলেকজান্দ্রিয়া। বন্দরে তাদের জন্য অপেক্ষমাণ 'মঙ্গোলিয়া' জাহাজে চেপে তাঁরা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেন।

আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধিশালী, তাতে বড় বড় বাড়ি, বড় বড় দোকান, বিভিন্ন দেশের মানুষ, হরেক রকমের দোকানপসার আছে। বেশিরভাগ দোকানের সাইনবোর্ড ফরাসি ভাষায় লেখা। এখানের বিশাল বন্দরে ইউরোপীয়, মুসলমান সব ধরনের জাতির জাহাজ আছে, শুধুমাত্র হিন্দুদের কোনো জাহাজ নেই। এই ঘটনা তাকে বিষণ্ণ করেছিল।

জাহাজে করে ইতালিতে পৌঁছতে লাগলো পাঁচদিন; তখন রাত দুটো বা তিনটে। নানা ঝামেলায় রাতে ব্রিন্দিসির হোটেলে থাকতে হলো। পরদিন একটি আধভাঙা গাড়ি করে শহর দেখতে বেরোলেন।

ব্রিন্দিসি শহরটা খুব একটা বড় নয়, ভিক্ষুক ভিক্ষা করছে, রাস্তায় মানুষ গল্পগুজব করছে, ঢিলেঢালা শহর, মানুষজন। তাঁরা ফলের বাগানে সাদা-কালো আঙুর, পিচ, আপেল নানা জাতীয় ফল দেখতে পান।

কিশোর কবি রসবোধের কিন্তু ঘাটতি ছিলো না। দেখুন না, সেখানে একজন বুড়ি ফল বিক্রেতা রবীন্দ্রনাথদেরকে অনুনয় করলেও তাঁর ফল কেনার ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু একজন সুন্দরী মেয়েকে দেখে আর ওকে উপেক্ষা করলেন না। ভ্রমণ কাহিনীর এ পর্যায়ে ইতালির মেয়েদের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে ভুল হলো না কিশোর কবির। তাঁর দৃষ্টিতে, ইতালির মেয়েরা সুন্দরী, তাদের চোখ, চুল, ভ্রু কালো অনেকটা আমাদের দেশের মতো। ব্রিন্দিসি শহর থেকে ট্রেনে করে প্যারিস শহরের দিকে যাত্রা করেন কবি। পথে মাঝরাতে নানান বিপত্তিতে পড়তে হয়, সেসব বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে অবশেষে তিনি প্যারিস পৌঁছান। অবশেষে ইংল্যান্ড।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে ইংল্যান্ডে যান। ব্রাইটন শহরে ঠাকুর বাড়িতে থাকেন কিছু দিন। সেখানে তিনি একটি স্কুলে (অনেকের মতে, ব্রাইটন কলেজে) ভর্তি হন। কিছু দিন পর, আরো ভালো লেখাপড়ার উদ্দেশে তিনি বড় ভাইয়ের এক বন্ধুর সাথে লন্ডন চলে যান। ভর্তি হন ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনে, আইনবিভাগে। কিন্তু থাকা-খাওয়া নিয়ে বাঁধলো বিপত্তি।

অনেক খোঁজ-খবরের পর একজন ডক্টরের বাসায় পেয়িং গেস্ট হিসেবে রবীন্দ্রনাথ থাকবেন বলে ঠিক হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ ছিলেন না; তাই যে পরিবারে তিনি থাকবেন, সে পরিবারের প্রত্যেকের ছিলো ঘোর আপত্তি।

তাদের ভারি ভয় হয়েছিল। যেদিন আমার আসবার কথা সেইদিন মেজ ও ছোট মেয়ে, তাদের এক আত্নীয়দের বাড়ীতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেনি। তারপর হয়তো যখন তারা শুনলেন যে, মুখে ও সর্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলংকার পরে নি, তখন তারা বাড়িতে ফিরে এলেন। কিশোর রবির চোখে ইংল্যান্ডের প্রকৃতি ও এখানকার অধিবাসীদের আচার-প্রথা।প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের আবহাওয়া ও এখানকার মানুষদের আচার-প্রথা নিয়ে খুবই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তাঁর ভাষায় ঃ এ দেশের জমিতে আঁচড় কাটলেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি করতে হয়, শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক নেই, তার পরে কম খেলে এ দেশে বাঁচবার জো নেই, শরীরে তাপ জন্মাবার জন্য অনেক খাওয়া চাই। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের মানুষদের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে কড়া মন্তব্যও করে বসেছেন। এখানকার লোকেরা অপরিষ্কার নয়, আমাদের দেশে যাকে 'নোংরা' বলে তাই। তাঁর এই লেখনীগুলো 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। ইংল্যান্ডের মানুষের জীবনযাত্রা এত ব্যস্ত যে রবীন্দ্রনাথের তা মোটেও ভালো লাগেনি। এ প্রসংগে তিনি লিখছেন ঃ ইংল্যান্ডে ... রাস্তা দিয়ে যারা চলে ...বগলে ছাতি নিয়ে হুস হুস করে চলছে পাশের লোকদের উপর ভ্রুক্ষেপ নেই, মুখে যেন মহা উদবেগ, সময় তাদের ফাঁকি না দিয়ে পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। সমস্ত লন্ডনময় রেলওয়ে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর ট্রেন চলছে। লন্ডন থেকে ব্রাইটনে আসবার পথে দেখি উপর দিয়ে একটা, নীচ দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা ... ট্রেন ছুটছে। সে ট্রেনগুলোর চেহারা লন্ডনের লোকদেরই মতো ... মহা ব্যস্তভাবে হাঁসফাঁস করতে চলছে। দেশ তো এই একরত্তি, দু'পা চললেই ভয় হয় সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাই নে। ইংল্যান্ডের প্রকৃতিও কেমন যেন, সব সময় কেবল মেঘলা মেঘলা অবস্থা, স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে নির্মোহ বর্ণনা দিতে সচেষ্ট হলেও তাঁর খেদোক্তি ঢাকা থাকেনি।-' আজ ব্রাইটনে অনেক তপস্যার ফলে সূর্য উঠেছেন। এ দেশে রবি যেদিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন সেদিন একটি লোকও কেউ ঘরে থাকেন না সেদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াবার রাস্তায় লোক কিলবিল করতে থাকে। এ দেশে যদিও বাড়ির ভিতর নেই তবু এ দেশের মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যরূপা এমন আমাদের দেশে নয়। ...দিনে দিনে শীত খুব ঘনিয়ে আসছে; লোকে বলছে কাল পরশুর মধ্যে আমরা বরফ পড়া দেখতে পাব। তাপমান যন্ত্র ত্রিশ ডিগ্রি অবধি নেমে গেছে ... রাস্তার মাঝে কাঁচের টুকরোর মতো শিশির খুব শক্ত হয়ে জমেছে ... সকালে লেপ থেকে বেরোতে ভাবনা হয়। অশ্বেতাঙ্গ রবীন্দ্রনাথের বিড়ম্বনা ঃ রবীন্দ্রনাথ যথেষ্টই ফর্সা ছিলেন। তবে, ইউরোপীয়দের সংজ্ঞানুযায়ী তো তিনি আর 'শ্বেতাঙ্গ' ছিলেন না। সেজন্যে তাঁকে প্রায়ই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিলো। ইংল্যান্ডবাসীরা অশ্বেতাঙ্গ নন-ইউরোপীয়দের নিতান্তই সেকেলে মনে করে, তা জানতেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তারা যে নন-ইউরোপীয় বা ভারতবর্ষের লোকেদের এতটাই অবুঝ মনে করে, তা কবি ভাবতেই পারেন না। তাদের কিছু কিছু আচরণে কবি আসলেই হতভম্ব হয়ে যান। একটি বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে প্রথম দিকে যে বিড়ম্বনার মুখে পড়েছিলেন তিনি, সে তো বলেছিই। এরকম আরো কিছু ঘটনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জবানিতে আমাদেরকে জানিয়েছেন ঃ এখানকার লোকেরা আমাকে নিতান্ত অবুঝের মতো মনে করে। একদিন ঙ্গং-এর ভাইয়ের সাথে বেরিয়েছিলেম। একটা দোকানের সম্মুখে কতকগুলো ফটোগ্রাফ ছিল ... আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে একরকম যন্ত্র দিয়ে ঐ ছবিগুলো তৈরি হয়, মানুষ হাতে করে আঁকে না। আমার চারিদিকে লোক দাঁড়িয়ে গেল। ঘড়ির দোকানের ... ঘড়িটা যে খুব আশ্চর্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার চেষ্টা করতে লাগল ... আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক একজন সত্যিই হেসে ওঠে ... কত লোক হয়ত আমাদের জন্য গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে। প্যারিসে আমাদের গাড়ির একদল ইস্কুলের ছোকরা চিৎকার করতে করতে ছুটছিল ... এক একজন চেঁচাতে থাকে, 'Jack – look at the blackies."

ভারতবর্ষে থাকাকালীন ইংল্যান্ডের মহান কবি, লেখক, দার্শনিকদের লেখা পড়ে পড়ে ইংল্যান্ড সম্পর্কে কবির উচ্চমার্গীয় ধারণা হয়েছিল- ইংরেজ সমাজ বুঝি পুরোদস্তুর জ্ঞানপিপাসু। কিন্তু বাস্তব ইংরেজ সমাজে কিছুদিন বসবাস করে কবি খানিকটা হতাশ হন। কবির মন্তব্য ঃ এই ক্ষুদ্র দ্বীপের ... সর্বত্রই গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্সমুলারের বেদব্যাখ্যা, টিন্ডালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত। সৌভাগ্যক্রমে তাতে আমি নিরাশ হয়েছি। লন্ডনের 'হাউস অব কমন্স' পরিদর্শন। ইংল্যান্ড হচ্ছে গণতন্ত্রের সূতিকাগার। লন্ডনে বসে হাউস অব কমন্সের অধিবেশন। সেখানে এক অধিবেশনের কার্যক্রম দেখার সুযোগ হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের। তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর এই অভিজ্ঞতার তাতে আপনি যেমন বিনোদিত হবেন, তেমনি আবার খেয়াল করলে দেখবেন এতো আগের লেখা বর্ণনার সাথে আমাদের বর্তমান সংসদের কার্যক্রমের কোন কোন দিনের চিত্রও কী অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে! আমরা যখন গেলেম, তখন ও'ডোনেল বলে একজন আইরিশ সভ্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন করছিলেন। তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠান জনপ্রিয় হয়েছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও পঙ্কজ মল্লিকের প্রচেষ্টায়

শঙ্করলাল কর্মকার

শৈলেনকাকার ঘরে একটা হারমোনিয়াম ছিল। বন্ধ ওই ঘরটার চাবি থাকত মায়ের কাছে। কিন্তু কিভাবে ঘরের চাবি মিলবে !বিধবা পিসিমার কাছে ভাইপো পঙ্কজ, নির্বিচারে প্রশ্রয়,স্নেহ পেতেন। মায়ের কাছে চাবি চাইতে গেলে অবধারিত বকুনি জুটবে,বরং পিসিমাকে সব খুলে বলা যায়। ভাইপোর আর্জিতে পিসিমা একটুও বিরক্ত না হয়ে শুধু বললেন, তোর মায়ের ঘর থেকে চাবি এনে দেব, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, ঘরের অন্য কোনও জিনিস সে ঘাঁটবে না, শুধু চুপিচুপি হারমোনিয়াম বাজাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে মাত্র শেষ হয়েছে, ইরাকের এক ব্যাঙ্কে কাজ নিয়ে চলে গেলেন শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। পঙ্কজকুমারের তিনি শৈলেন কাকা। ছোট কাকার বন্ধু। বিদেশে চলে যাওয়ার সময় কয়েকটি দামী জিনিস রেখে গিয়েছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিকদের বাড়ি,কারণ কলকাতায় তাঁর আর কেউ ছিলেন না। থাকতেন পঙ্কজকুমারদের পাড়ার কাছেই। শৈলেনবাবুর বন্ধ বাড়ির চাবি রয়েছে মায়ের কাছে। ওদিক পিসিমার কাছে ভাইপোর আবদার ওই ঘরটার চাবি তাঁকে এনে দিতে হবে।

আদরের ভাইপোর আবদারে বিধবা পিসিমা সত্যিই বন্ধ ঘরের চাবি পঙ্কজকুমারের হাতে তুলে দিলেন। চাবি যখন পাওয়া গিয়েছে তখন শৈলেন কাকার ঘরে যেতে আর কেন বিলম্ব। পাশের পাড়ার ঘোষ লেনে শৈলেন কাকার অন্ধকার ঘরের দরজা খুট করে খুলে পঙ্কজকুমার ঢুকলেন। জানলা খুলে দিতে যেন অভর্থনা করছে বহু কাঙ্ক্ষিত হারমোনিয়ামটা। অধীর আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে ধুলো ভর্তি মেঝেতে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গেলেন। অজ্ঞ আঙুলের চাপে সরু,মোটা নানা সুরে সে বেজে

ওঠে। সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ। সত্যি বলতে হারমোনিয়াম নিয়ে পঙ্কজকুমার মল্লিকের সেটাই প্রথম সঙ্গীত শিক্ষার আসর। সেখান স্বয়ং তিনিই গুরু,তিনিই চেলা।

'এই বলে নুপুর বাজে' গানটি হারমোনিয়ামে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করলেন, কিন্তু সে কি সহজ গান। হারমোনিয়ামে তখন সুরকে ধরা কি অত সহজ ছোট্ট ছেলেটির পক্ষে। যে রীড টিপে ধরেন অন্য সুর বের হয়। গলদঘর্ম হতে হতে আস্তে আস্তে যন্ত্রের সাথে মিতালী গড়ে উঠল। গানটির সব শব্দগুলির সুর মিলিয়ে সম্পূর্ণ গানটি তুলে ফেললেন সেদিনের ছোট্ট পঙ্কজকুমার।

বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে যা ছিল সকলের অগোচরে,পিসিমার অপত্য স্নেহ,প্রশ্রয়ে এমনি ভাবে গানের পুঁজিও বাড়তে থাকে। বাড়ির পরিবেশটা তখন সঙ্গীতের ব্যাপারে একটু উদার হয়েছে।গানে সোজাসুজি উৎসাহ না দিলেও গুরুজনদের আপত্তির ভাবটা অনেক কমেছে। বরং মা ও মাতৃ স্থানীয়রা তখন সাগ্রহে পঙ্কজকুমারের মুখে ঠাকুরের গান শুনতে চান।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন (মেসোপটেমিয়া) ইরাক থেকে কলকাতায় ফিরে এসে শৈলেন কাকা নিজের চাবিটি নিয়ে স্বগৃহে প্রবেশ করলেন। পঙ্কজকুমার ডেকে উঠলেন শৈলেন কাকা কে? - কী বাবা বলো,বলো। ভয়ে ভয়ে সব বৃত্তান্ত বললেন, ভেবেছিলেন শৈলেন কাকা রেগে যাবেন! না তিনি একবিন্দু রাগ না করে আরও উৎসাহিত করে বললেন - তাই নাকি? একটু পরে একটি গান শুনিয়ে দিও। পরিস্থিতি সত্যিই পরিবর্তন হয়েছে, এখন আর চোরের মত নয় শৈলেন কাকার সময় মত বেশ কয়েকটি গান শোনানো হল।

গান শুনে তিনি পঙ্কজকুমাবকে বললেন ভাল করে গান শিখতে চাও? নিয়ে যাও হারমোনিয়াম খানা, তোমাকে দিয়ে দিলাম, তোমার গানের পুরস্কার।

এরপর তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন -শোনো পঙ্কজ জীবনে গান গেয়ে তুমি অনেক বড় হবে, অনেক পুরস্কার পাবে।তার তুলনায় এই হারমোনিয়াম কিছু নয়। পরের ইতিহাস নতুন করে কিছু বলার নেই। জীবদ্দশায় পঙ্কজকুমার নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন,প্রয়াণের পর তাঁর নাম কিংবদন্তিতে পরিণত। রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিল্পী, শিক্ষক ও প্রচারক হিসেবেও তিনি পথিকৃতের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের গান বাংলার দিকে দিকে দু'হাত ভরে ছড়িয়েছেন। সেই পঙ্কজ কুমার শৈলেন কাকার থেকে উপহার পাওয়া হারমোনিয়ামের কথা মনে রেখেছেন,প্রবীণ বয়সে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন তখন বারবার মনে হচ্ছিল সুদূর কৈশোরে শৈলেন কাকার দেওয়া উপহারে যে আনন্দ পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার কি সেই আনন্দ ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে!

বাংলা সঙ্গীত জগতে বিশেষ করে কলকাতা রেডিও এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন শিল্পী পঙ্কজ কুমার মল্লিক। তিনি রবীন্দ্রভক্ত সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। তাঁর রবীন্দ্র সঙ্গীত জগৎ বিখ্যাত। মহালয়ার দিনে কলকাতা রেডিও এর প্রভাতী অনুষ্ঠানে সব গানের সুর দিয়েছেন তিনি। কলকাতা রেডিওর প্রাণ পুরুষ ছিলেন। তিনি সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর সাবলীল কণ্ঠ এবং পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গীতের গলা মিলে প্রভাতী অনুষ্ঠানকে মহান করে তুলেছে। যদিও পঙ্কজ মল্লিক সেই সময়ে বাংলার সেরা সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে এই প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। পঙ্কজ মল্লিক নিজে রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষার আসর করেছিলেন রেডিওতে।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ

রহস্য গল্প লেখক নীহাররঞ্জন

বিশেষ প্রতিবেদক

বিখ্যাত কবিরাজ বংশীয়,সত্যরঞ্জন গুপ্ত ও লবঙ্গলতা দেবীর সন্তান, যশোরের লোহাগড়ার ইটানায় জন্মগ্রহণ করেন ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ।

বাবার বদলি চাকরি জন্য বহু স্কুলে পড়ছেন। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, কৃষ্ণনগর থেকে আই এসসি আর আর জি করে থেকে ডাক্তারি বিদ্যায় কৃতকার্য হন।

লন্ডন থেকে চর্মরোগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যিক হবার ইচ্ছা ছিল । আঠারো বছরে প্রথম উপন্যাস 'রাজকুমার' রচনা করেন। দিদির পোকার কামড়ে অজ্ঞাত রোগে মৃত্যু হয় । তাই ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে হয় । আগাথা ক্রিস্টির রহস্য গল্প তাঁর ভীষণ প্রিয় ছিল তাই লন্ডনে থাকাকালীন দেখাও করে ছিলেন । কলকাতায় ফিরে প্রথম গোয়েন্দা গল্প লেখেন 'কালো ভ্রমর'। সৃষ্টি করেন এক কালজয়ী চরিত্র কিরিটী রায়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। বহু জায়গায় স্থানান্তরিত হন। সেনাবাহিনীতে মেজর পদেও উন্নীত হন।

পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন। এরপর তিনি ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে কাজ করেছেন । দেশ স্বাধীন হবার পর পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় থাকতে শুরু করেন । তাঁর লেখা থেকে পঞ্চাশ টি বেশি ছায়াছবি হয়েছে ।

তার উল্লেখযোগ্য রচনা গুলি হল ।কালোভ্রমর, মৃত্যুবান,উল্কা, উত্তর ফাল্গুনী,হাসপাতাল,লালুভুলু, কলঙ্কিনী কঙ্কবতী,রাতের রজনীগন্ধা প্রভৃতি। ১৯৮৬ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারি মারা যান ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ।

পাকা তেঁতুল

সুপ্রভাত । আজ সকালে একটু অন্য রকম টক-মিষ্টি গল্প হোক।

আমার বয়স সত্তর। আমার এক বন্ধু-দাদার বয়স চুরাশি। তিনি আমার আত্মীয় নন তবু আমার খুব পরিচিত দাদা। সবসময় হাসিখুশি । বয়সকে তুড়ি মেরে আনন্দে থাকেন। আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ' দাদা তোমার এত ফুর্তি আসে কী করে? সবসময় তুমি এত ফুর্তি কোথায় পাও ? রহস্যটা একটু বলবে, তবে , আমি তোমার সূত্রটা ফলো করে ভালো থাকতে পারি।

দাদা হাসলেন। বললেন, ভাই খুব সাধারন সস্তা একটা জিনিস-ই এর রহস্য । তেমন কিছু মহার্ঘ নয় তবে বয়সে খুব কাজ পেয়েছি। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে ব্যবহার করছি। প্রতিদিন দুপুরের পাতে এক চিমটি সেই জিনিস ভাতে মেখে খাই। এ পর্যন্ত বেশ ভালো আছি। একজন বুড়ো অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বলেছিলেন , প্রতিদিন একটু পাকা তেঁতুল খাবে । অনেক রোগের দাওয়াই হলো পাকা তেঁতুল। খেতেও ভালো লাগে। পয়সাও তেমন খরচ হয় না। আছি বেশ ভালো। বুঝলে ভাই এই তেঁতুল আমার তিরিশ বছরের পরীক্ষিত গ্যারান্টি । এক চিমটে পাকা তেঁতুল খাবে এখন থেকে। দেখবে ক্লান্তি সরিয়ে তুমি বেশ ভালো থাকবে। আমি আজকাল রোজ দুপুরের পাতে তেঁতুল খাচ্ছি । মনে হয় শরীর টা ইদানিং বেশ ফ্রেশ লাগছে। আলসেমি অনেক কমে গ্যাছে । সর্দি কাশি - বদ হজম টা একদম নেই। একটু আফশোস হচ্ছে । কেন যে অনেক আগেই এই পাকা তেঁতুল খেলাম না। যাই হোক এখন রোজ নিয়ম করে খাচ্ছি ।

বিকল্প চাষ হিসেবে মাশরুম চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন জাহান্নগর এলাকার চাষী

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিকল্প চাষ হিসেবে ওয়েস্টার মাশরুম চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের জাহাননগর পঞ্চায়েতের দ্বীপের মাঠ এলাকার উমেশ চন্দ্র দাস এবং তার স্ত্রী ঝুমুর দাস। পাশাপাশি তারা জৈব সার এবং দেশি কই চাষ করে বিকল্প চাষের দিশা

দেখাচ্ছেন অন্য চাষীদের। গতানুগতিক ধান, পাট এবং সবজি চাষ ছেড়ে বেরিয়ে নিজের বাড়ির মধ্যেই একটি আচ্ছাদন তৈরি করে ২০১৬ সাল থেকেই এই মাশরুম চাষ করছেন এই দম্পতি। মিলেছে বেশ কিছু সরকারি সাহায্য, জেলা হটিকালচার দপ্তরের তরফ থেকে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। তার দেখাদেখি স্থানীয় এলাকার চাষীরাও এগিয়ে আসছে মাশরুম চাষে। খড় কেটে একটি প্যাকেটের মধ্যে তা ভরে তার মধ্যে বীজ দেওয়ার পর তা থেকে বেরোচ্ছে মাশরুম, আর যা বাজারজাত করছেন স্থানীয় এলাকার বাজারে উমেশবাবু। তার এই কাজে তাকে সব সময় সহযোগিতা করেন তার স্ত্রী ঝুমুর দাস। একই সাথে পড়াশোনার ফাঁকে তার দুই মেয়ে উদিতা ও উপমা তারাও সাহায্য করে চলেছেন তার বাবা-মাকে। বীজ বপণের ২৭ দিন পরে তৈরি হয় মাশরুম, তার প্রায় ৬০০ প্যাকেট মাশরুম তৈরি করতে খরচ হয়েছে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা, যা বাজারজাত হবে প্রায় ডবল দামে বলেও এদিন জানিয়েছেন তিনি। একই সাথে তিনি জৈব সারেরও চাষ করছেন, বাড়িতে চৌবাচ্চা করে দেশীয় কইয়ের ও চাষ করেছেন উমেশবাবু। উমেশবাবুর দেখাদেখি উৎসাহিত হচ্ছেন স্থানীয় এলাকার চাষীরাও।

‘বঙ্কিম মেলা’ ঘিরে মেতে উঠেছে এগরার নেগুয়া

মেদিনীপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে আয়োজিত ‘বঙ্কিম মেলা’ ঘিরে মেতে উঠেছে এগরার নেগুয়া। শুক্রবার থেকে ‘ আনন্দমঠ সঙ্ঘের’ উদ্যোগে স্থানীয় বড়পুকুর সুভাষ ময়দানে দশ দিনব্যাপী বঙ্কিম মেলা সাড়ম্বরে শুরু হয়েছে। সন্ধ্যায় বর্ণময় বঙ্কিম মঞ্চে আয়োজিত ৩১তম বর্ষের মেলার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত গবেষক ড. প্রণব কুমার পট্টনায়ক। এছাড়াও ছিলেন কমিটির স্থায়ী সভাপতি তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক, এলাকার বিধায়ক তরুণকুমার মাইতি, এগরা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অমিয় কুমার রাজ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রৌউশ হোসেন, উপপ্রধান প্রতিমা জানা, সমাজসেবী যাদব চন্দ্র বর-সহ বিশিষ্টরা। এলাকায় সুস্থ-সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে বছরভর নানা সামাজিক কর্মসূচি করে আনন্দমঠ। বঙ্কিম মেলা সেই উদ্যোগেরই অন্যতম অঙ্গ। মেলা উপলক্ষে প্রতিদিনই রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাহিত্যবাসর, গুণীজন সংবর্ধনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী, শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, বঙ্কিম, মধুসূদন সহ মনীষীদের জীবনী নিয়ে আলোচনাসভা রয়েছে। বিভিন্ন দিনে টিভি সিরিয়ালের তারকারা মঞ্চ মাতাবেন। ১৮৬০ সাল নাগাদ তৎকালীন নেগুয়া মহকুমা (বর্তমান এগরা মহকুমা) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি এই এলাকায় বেশ কিছুদিন ছিলেন। এখানে রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিভবনের স্মৃতি। তার কালজয়ী উপন্যাস ‘ পটভূমি নেগুয়াতেই রচিত হয়েছিল বলে ইতিহাসবিদদের অভিমত। তাই কপালকুণ্ডলার উদ্ভবক্ষেত্র বলা হয় নেগুয়াকে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ১৯১৩ সালের ২৯ শ্রাবণ গড়ে ওঠে নেগুয়া আনন্দমঠ সঙ্ঘ। আনন্দমঠ উপন্যাসে বর্ণিত সন্ন্যাসীর দল যেভাবে অসামান্য কর্মদক্ষতায় সর্বদা প্রাণচঞ্চল থেকে মানসসেবায় নিয়োজিত ছিলেন, সেভাবেই আনন্দমঠ সঙ্ঘের সদস্যরাও মানবসেবায় শামিল হন। ১৯৯৫ সালে একদিন সঙ্ঘের সদস্যরা আলোচনায় বসেছিলেন। সেখানে সঙ্ঘের দু’একজন সদস্য প্রস্তাব দেন বঙ্কিম মেলা আয়োজনের। এরপর তৎকালীন এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী প্রবোধচন্দ্র সিনহার সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯৫ সালে মেলা শুরু হয়। তার আগে বড়পুকুর ময়দানে সুসজ্জিত সাহিত্যসম্রাটের আবক্ষ মূর্তিও বসে। তৎকালীন রাজ্যপাল রঘুনাথ রেড্ডি, প্রয়াত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন হয়েছিল। মেলা শুরুর ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রবোধকৃষ্ণ দাসমহাপাত্র, বিমলেন্দুবিকাশ জানা, অর্ধেন্দু দাসমহাপাত্র, বিশ্বনাথ দাসমহাপাত্র, যতীন্দ্রনাথ জানার, অনিল দাসমহাপাত্র, খগেন্দ্রনাথ শীট, রমাকান্ত নন্দী, রজনীকান্ত দাস, পূর্ণচন্দ্র দে, সুবিমল দাসমহাপাত্র, নলিনীরঞ্জন দাসমহাপাত্র, তপন দাসমহাপাত্ররা। তাঁদের অনেকেই আজ আর নেই। তবে তাঁদের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত মেলা মাথা উঁচু করেই এগিয়ে চলেছে। সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা ৮০। মেলার সূচনাপর্ব থেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন বর্তমান সম্পাদক কমলেন্দু দাসমহাপাত্র, সভাপতি নগীগোপাল জানা, কোষাধ্যক্ষ অজিত কুমার নন্দী, প্রধান উপদেষ্টা অজিত কুমার জানা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক কৌশিক দাসমহাপাত্র, অলক শীট, আশিস জানা, অজিত নন্দী, সুশান্ত জানারা। সঙ্ঘ নানা সামাজিক কাজেও ব্রতী। সঙ্ঘের পরিচালনায় ‘শিক্ষানিকেতন’ নার্সারি স্কুল ও একটি নৃত্যশিক্ষণ স্কুলও চলে। করোনা-পরিস্থিতিতে, যশ ও উমপুন ঘূর্ণিঝড়ের সময় পীড়িত মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতা করেছিল আনন্দমঠ। আনন্দমঠের সম্পাদক ও সভাপতি বলেন, সাহিত্যসম্রাটের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে আমরা নিরন্তর সামাজিক কাজকর্মের মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকতে চাই। পাশাপাশি লক্ষ্য, মেলার আয়োজন করে মানুষকে আনন্দদান।

যোগায় মহিলাদের আরো বেশি উৎসাহিত করতে গঠিত হলো মহিলাদের জেলা কমিটি

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ যোগ নিয়ে দেশ তথা রাজ্যে প্রসার যথেষ্ট আছে, তবে সেখানে পুরুষদের অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন কমিটি গঠিত হলেও সেখানে এতোদিন পুরুষদের সংখ্যা বেশি ছিলো। পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকা ও গ্রাম বাংলায় মহিলাদের যোগায় অংশগ্রহণকারী বা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম দেখা যায়। যেখানে

বর্তমানে যোগ একটা আন্তর্জাতিক খেলা বা প্রতিযোগিতার অংশ হয়ে উঠেছে। এবার গ্রাম বাংলার মহিলাদের এই যোগায় আরও বেশি অংশ নিতে উৎসাহিত করতে উদ্যোগী হলো যোগ স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অফ বেঙ্গল (YSF)। শুক্রবার নদীয়ার নবদ্বীপ শহরের পাকাটোলা রোডে এলাকায় এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহিলাদের যোগ নিয়ে নদীয়া জেলা কমিটি গঠন করা হয়। আয়োজকেরা জানায় রাজ্য শুধু নয়, দেশের মধ্যে এই প্রথম যোগ নিয়ে কেবল মহিলাদের নিয়ে কমিটি গঠিত হলো। এতে আগামী দিনে যেমন মহিলারা আগ্রহান্বিত হবে পাশাপাশি গ্রাম বাংলার মহিলাদেরও যোগ এর প্রতি আরও বেশি উৎসাহ পাবে। নতুন কমিটি গঠন প্রসঙ্গে নবদ্বীপ যোগায়নের অন্যতম কার্যকর্তা গৌড় গোপাল সাহা জানান সারা বিশ্বে যেমন যোগা এর প্রসার ঘটেছে, তেমন বিভিন্ন এলাকায় পয়সার বিনিময়ে পুরস্কার, সার্টিফিকেট দিচ্ছে এটাও দেখা যাচ্ছে, যেখানে যোগ একটি প্রতিটি বিষয় বা একটা সাধারণ বিষয়, আর এদিনের মহিলাদের এই জেলা কমিটি গঠন আগামী দিনে যোগা নিয়ে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে আরও বেশি প্রসার ঘটবে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় মহিলাদের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পাবে, এটা আমরা আশাবাদী, পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় যোগা কে নিয়ে যে একশ্রেণীর অসাধু মানুষ ব্যাবসা করছে এটারও বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে সত্যতা টাও তুলে ধরা যাবে। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে আয়োজকেরা জানায় আমাদের এই কমিটির মাধ্যমে সম্পূর্ন বিনামূল্যে সকলের জন্য যোগ সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজ করা হবে, থাকবে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ।

বীরভূমে ঘর থেকে উদ্ধার একই পরিবারের ৩ সদস্যের দেহ

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ সাতসকালে ঘর থেকে উদ্ধার আদিবাসী পরিবারের ৩ সদস্যের রক্তাক্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে খুনের আভাস মিলেছে। কারন মৃতদের মাথায় মিলেছে আঘাতের চিহ্ন। ঘটনাটি ঘটেছে, বীরভূমের মল্লারপুর থানার সীমান্তে মহম্মদবাজার থানার রয়েছে ম্যানেজার পাড়ায়। সেখানে থাকতেন লক্ষ্মী মাড্ডি (২৫), মেয়ে রূপালি (১০) ও ছেলে অভিজিত (৫)-কে নিয়ে থাকতেন তিনি। তাঁর স্বামী লালু কর্মসূত্রে বছর দুয়েক ধরে দুর্গাপুরে থাকেন। শুক্রবার সকালে প্রতিবেশীরা বাড়ির মধ্যে তিনজনকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। প্রতিবেশীরা ভিতরে গিয়ে দেখেন, ঘরের খাটিয়ার উপর পড়ে লক্ষ্মী। রূপালির দেহ কম্বল জড়ানো। খাটিয়ার নিচে পড়েছিল অভিজিতের দেহ। তিনজনের মাথাতেই মিলেছে আঘাতের চিহ্ন। গ্রামবাসীরা থানায় খবর দেয়। ঘটনাস্থলে গিয়েই ব্যাপক ক্ষোভের মুখে পড়েন পুলিশ আধিকারিকরা। স্থানীয়দের দাবি, তিনজনকে খুনই করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে যে বা যারা জড়িত তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হবে। না হলে দেহ উদ্ধার করতে দেওয়া হবে না। রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। মৃতদের নিকট আত্মীয় মহারানী মাড্ডি বলেন, আমার বউমা মালতি মাড্ডি কাজে যাওয়ার জন্য ডাকতে গিয়ে মৃতদেহ দেখতে পান। সেই চিৎকার করে লোক জড়ো করে। আমরা নিশ্চিত খুন করা হয়েছে। পুলিশ কুকুর দিয়ে তদন্ত করাতে হবে। ওই রাস্তা দিয়ে কলকাতা যাওয়ার পথে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিজেপির বীরভূম জেলা সাংগঠনিক সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, গোটা রাজ্য অপরাধীদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না শিশুরাও। তাদের হত্যা করা হচ্ছে। আমরা ঘটনা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাইছি। এদিকে, পুলিশ কুকুর নিয়ে এসে খুনের তদন্ত করতে হবে। এই দাবিতে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছে বিজেপি। দলের জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা, মহিলা মোর্চার জেলা সভা নেত্রী রশ্মি দে অবরোধে নেতৃত্ব দেন। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দীর্ঘক্ষণ চলে অবরোধ। পরে পুলিশ কুকুর নিয়ে এসে তদন্ত শুরু হলে অবরোধ উঠে যায়। ধ্রুব সাহা বলেন, পুলিশ পরিবারের দাবি না মেনে তৃণমূলের নেতাদের নিয়ে মৃতদেহ ঘর থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছে। এরাও আর জি করের মতো খুনের ঘটনা লোপাট করতে উঠে পড়ে লেগেছে। আমাদের দাবি পুলিশ কুকুর এনে তদন্ত করতে হবে। দুপুরের দিকে দুর্গাপুর থেকে পুলিশ কুকুর নিয়ে আসা হয়। দীর্ঘক্ষণ কুকুর ছোটাছুটি করলেও সঠিক দিশা দিতে পারেনি। কোন অবৈধ সম্পর্কের জেরে খুন কিনা তদন্ত করছে পুলিশ।

অব্যবহৃত প্লাস্টিকজাত আবর্জনা দিয়ে তৈরি হবে রাস্তা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফেলে দেওয়া অব্যবহৃত প্লাস্টিকজাত আবর্জনা দিয়ে এবার তৈরি হবে রাস্তা। শুনতে অবাক লাগলেও শুক্রবার এমনই এক অভিনব প্রকল্পের সূচনা করা হলো নদীয়া জেলা প্রশাসনের তরফে। ওয়াকিবহাল মহলের মত এই পরিকল্পনার মাধ্যমে যেমন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয়, অব্যবহৃত প্লাস্টিকজাত আবর্জনা কে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যাবে। রাজ্য সরকারের নির্মল বাংলা অভিযান ও স্বচ্ছ ভারত অভিযানের পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতি ও নদীয়া জেলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নদীয়ার জেলাশাসক এস অরুন প্রসাদ ও নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর সহ অন্য অন্য সরকারি আধিকারিকেরা। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ও হাঁসখালি ব্লক এলাকা থেকে ১.৪ টন প্লাস্টিকজাত আবর্জনা সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রাস্তা তৈরীর কাজে লাগানোর জন্য ডাব্লু বি এস আর ডি এর তুলে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে নদীয়া জেলাশাসক এস অরুনপ্রসাদ জানান, এবার থেকে গ্রাম্য এলাকায় রাস্তা তৈরির সময় ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রির সাথে বিশেষভাবে প্রক্রিয়া করণের মাধ্যমে সংগ্রহীত এইসব প্লাস্টিক ১০ হারে মিশ্রিত করে প্রাথমিকভাবে পথশ্রী সহ ফিফটিন্ ফিনান্স প্রকল্পের রাস্তা তৈরি করা হবে। এর ফলে রাস্তা গুলির যানবাহন চলাচলের বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এই প্রকল্পকে ত্বরান্বিত করতে আগামী দিনে প্লাস্টিক জাত আবর্জনা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে জেলার অভ্যন্তরে প্রতিটি পঞ্চায়েত ও ব্লক এলাকার পাশাপাশি নগর উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে পৌরসভা ওশহরতলী থেকে প্লাস্টিক জাতীয় আবর্জনা সংগ্রহ করার হবে। প্লাস্টিক ব্যবহারের জন্য যে পরিবেশ দূষণ হয় তার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ও অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিককে সঠিক কাজে ব্যবহার করা যাবে।

স্কুল স্থানান্তরিত

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত বাংলাদেশ অধ্যুষিত এলাকা তথা সীমান্ত এলাকা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। এই জেলার শেষ প্রান্তেই রয়েছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত তথা আন্তর্জাতিক হিলি সীমান্ত। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট-হিলি রেললাইন সম্প্রসারণের ফলে হিলি ব্লকের দুটি প্রাথমিক স্কুল রেললাইনের আওতায় পড়ে যায়। সেই স্কুল দুটিকে নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত করবার জন্য এইবার ময়দানে কোমর বেঁধে নামলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ডিপিএসসির চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে জায়গা চিহ্নিতকরণের কাজ হয়েছে।

পার্টি অফিস ভাঙ্গলো বর্ধমান পুরসভা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ পুকুরের পাড় বুজিয়ে দলীয় কার্যালয় তৈরী করেছিল স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। যা নিয়ে আদালত পর্যন্ত গড়ায় বিষয়টা। শেষে হাইকোর্টের নির্দেশে বৃহস্পতিবার ওই বেআইনি নির্মান ভাঙল পুরসভা। এই বাড়িতেই তৃণমূলের পার্টি অফিস তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। যদিও ওই পার্টি অফিসটিতে বিশ্বকর্মা পূজো করত স্থানীয় কিছু যুবক। এদের অনেকেই টোটো ও ভ্যান চালক। বৃহস্পতিবার ওই নির্মাণ ভাঙা হতেই শোরগোল শুরু হয়েছে এলাকার রাজনৈতিক মহলে। বর্ধমান শহরের ২ নম্বর ইছলাবাদের নাথ পুকুরের পাড়ে ছিল তৃণমূল ওই ‘ অফিস’। শুক্রবারে তা ভাঙার কাজে বর্ধমান পৌরসভা। অভিযোগ, এলাকার তৃণমূল নেতাদের মদতেই ওই হঠাৎ করে ওই পার্টি অফিস গড়ে উঠেছিল যার কোন অনুমোদন ছিল না। ফলে বিতর্ক বাড়ে। জল হাইকোর্টে গড়াতেই আসে ভাঙার নির্দেশ। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শুভায়ু কাশ্যপী বলছেন, এই বাড়ি বেআইনি। সেটা ভাঙার নির্দেশ ছিল হাইকোর্ট থেকে। সেই নির্দেশ কার্যকর করতেই আমরা সকালে এখানে আসি। সকাল থেকেই ভাঙার কাজ করছে। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতারা বাড়িতে পার্টি অফিস তৈরি করা হয়েছিল বলে মানতে নারাজ। স্থানীয় কাউন্সিলরের স্বামী স্বপন দাস বলছেন, ওটা পার্টি অফিস নয়। এলাকার ছেলেরা এখানে বিশ্বকর্মা পুজো করত। তৃণমূলের ছেলেরা এখানে বসতো। তবে ভোটের সময় যে ওই বাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল তা মানছেন তিনি। তার আরও দাবি, তারা বেআইনি বাড়ি ভাঙার বিরুদ্ধে নন। তার কথায়, এটা পুরোটাই পুকুরের জায়াগা। আমরাই সংস্কারের কথা বলেছিলাম। পৌরসভাকেও জানানো হয়েছিল। এখন তো বাড়ি ভাঙতেও আমরা সহযোগিতা করছি।

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা আমি আর্ক প্রভ দত্ত, ম্যানেজমেন্ট হেড, রাধা কানাই রেনু ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এর, যা ওল্ড মালদাহ পৌরসভার অর্ন্তভুক্ত ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৈল মুন্ডি রোড এ মালদা থানার অন্তর্গত এলাকায় অবস্থিত। আমাদের ইনস্টিটিউট একাধিক ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির সুযোগ করে দেয় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং এটি একাধিক **Authorized Admission Study Centre, BCI UGC Approved University**-র অধীনে।

আমাদের এই ইনস্টিটিউটটি আইএসও সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট

আমরা **BA-LLB, B.B.A-LL.B, LL.B, LL.M, PhD, B-Pharma, D-Pharma, M-Pharma, BBA, MBA** ডিগ্রির কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীদের **Admission** করি এবং করাচ্ছি, যা সম্পূর্ন আইনী পথে। এই নোটিশটি ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত করা হল।

ধন্যবাদান্তে
রাধা কানাই রেনু ইনস্টিটিউট
অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৯.০২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/II/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ টিএন-২৪১-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে বিভিন্ন স্টেশনে সুইচ রুমের সংস্কার/ উন্নয়ন/পরিবর্তন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪২,৩৮,৬৪০.৩০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৮৪,৮০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ টিএন-২৫২-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** (১) সোনারপুর কারশেডে অটোমেটিক কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্ট (এসিডব্লুপি)-এর ব্যবস্থাকরণের জন্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন। (২) সোনারপুর কারশেডে ইন্সপেকশন ও হেভি বে-র অন্তর্গত পিট-এর ইপোক্সি ফ্লোরিং ও সংস্কারের ব্যবস্থাপনা। (৩) হাসনাবাদ-এ - সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ডব্লু/বারাসাত-এর অধীনে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সহ গার্ড ও ড্রাইভারদের জন্য রানিং রুমের প্রেক্ষিতে ইআই বিল্ডিংয়ে অতিরিক্ত ফ্লোরের প্রস্তাবিত নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৬৭,২১,৩৭০.২০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৩,৩৩,৬০০ টাকা। **ক্রঃ নং ৩। টেন্ডার নং ঃ টিএন-২৫৩-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাত অধীনস্থ বনগাঁও ও চাঁদপাড়া স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়া, ২য় প্রবেশদ্বার, নিকাশী ব্যবস্থা এবং দিব্যাঙ্গজনদের সুযোগ- সুবিধার উন্নয়নের জন্য অবশিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪৬,০৬,৬৮৯.১১ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২,৭৩,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** প্রতিটির জন্য ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিটির জন্য ১৭.০৩.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিটির জন্য ১৭.০৩.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ **www.ireps. gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশন অফ কন্ট্রাক্ট ২০২২ অনুযায়ী, ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।

(SDAH-361/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE KUMBHIRA GRAM PANCHAYAT, Vill.: Noornagar, P.O.: Sabdalpur, P.S. : Baishnabnagar, Kaliachak-III Dev Block, Dist : Malda

Notice Inviting Tender No **NIT No :-02/KUM/GP/2025** Date: 19-02-2025 & **NIQ No :-03/KUM/GP/2025** Date: 19-02-2025 Date & Time of Application: **19.02.2025 to 26.02.2025 up to 1:30 pm**, Date & Time for issuing tender paper: **26.02.2025 up to 4:00 pm**, Date & Time for dropping tender paper: **27.02.2025 upto 2:30 pm** & Date of opening: **27.02.2025 upto 3:30 pm**

GOLAMARA GRAM PANCHAYAT

Inviting E-Tender

E-Tender is invited by Pradhan, Golamara Gram Panchayat, Purulia-II Dev. Block. **NIT No. 008/GGP/2024-25 (2 nd CALL), dated 21/02/2025** . For further details see the E-Tender Portal i.e. **http://wbtender.gov.in**

**Sd/-
Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO- Golamara, Dist - Purulia**

পূর্ব রেলওয়ে

সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া**-এর অধীন ঃ **ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ৩৫১_২০২৪-২৫, তারিখ ২০.০২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** (১) কার শেড, হাওড়া-তে টয়লেট ও অন্যান্য কাজের নির্মাণ এবং স্থানান্তর। (২) হাওড়া-তে নিকাশী ব্যবস্থা ও জল সরবরাহ সমেত কোলভিন কোর্ট-এর স্টাফ কোয়ার্টারের উন্নয়ন ও সংস্কার। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৩০,৭১,৩৫১.২৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,১৫,৪০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ৩৫২_২০২৪-২৫, তারিখ ২০.০২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিজেল শেড - ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের হোমিং-এর জন্য ডিজেল শেডে সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধিকরণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৭৩,৪১,১৯৮.৭৩ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৩৬,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০ (উভয়ের জন্য)। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (উভয়ের জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৩.২০২৫-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি ও টিডিসি জমা –** ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে, বায়না মূল্য জমার (ইএমডি) পেমেন্ট ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) অনুমোদন করা হবে না। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-621/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এএসএন/I/০৭ অফ ২০২৪-২৫ ফর ই-টেন্ডারিং, তারিখ ২০.০২.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/I, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** অন্ডাল জংশন-সীতারামপুর ভায়া বারাবানী ও তপসী ৩য় লাইনের জন্য অ্যালাইনমেন্ট প্ল্যান, ইয়ার্ড প্ল্যান, মাইনর ব্রিজ, মেজর ব্রিজ, রোড ওভার ব্রিজ/রোড আন্ডার ব্রিজ, ফুট ওভার ব্রিজের ড্রইং, লেভেল ক্রশিংয়ের ড্রইং, অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সমেত হাইড্রোলজিক্যাল ও জিওটেকনিক্যাল -এর অনুসন্ধানমূলক কাজ, বৈদ্যুতিক সহ সমস্ত কাজের জন্য ইপিসি টেন্ডার নথির ব্যবস্থা ও জমা, টিআরডি এবং এসঅ্যান্ডটি কাজ সমেত সমস্ত সিভিল, বৈদ্যুতিক এবং বিশদ এস্টিমেটের এসঅ্যান্ডটি কাজের প্রস্তুতির জন্য সর্বাঙ্গীণ ডিপিআর-এর চূড়ান্ত অবস্থান সার্ভে পরিচালনা, ট্রাফিক সার্ভে জমা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ০.৮০ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৫৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৩.২০২৫-এ সকাল ১১টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে বাতিল করা হবে।

(CON-89/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 31.03.2024 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 30.06.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 31.12.2024 পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 10.03.2025 & 11.03.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

Auction Date : 10.03.2025 - NADIA DISTRICT - BADKULLA: 428200612, 428200613, 428200685, 428200700, 428200718, 428200719, 428200734, 428200735, 428200741, 428200753, 428200793, 428200820, 428200962, 428200982, 428200985, 428200997, 428201046, 428201076, 428201085, 428201086, 428201192. **BAGULA:** 438500291, 438500474, 438500526, 438500580, 438500615, 438500648, 438500706. **KALYANI-WEST BENGAL:** 250700107, 250700120, 250700122, 250700129, 250700142, 250700160, 250700175, 250700179, 250700194, 250700200, 250700201, 250700204, 250700205, 250700212, 250700219, 250700234, 250700236, 250700238, 250700251, 2507002557, 2507002595, 2507002597, 2507002613, 2507002628, 2507002643, 2507002648, 2507002698, 250700270, 2507002711, 2507002721, 2507002725, 2507002734, 2507002735, 2507002736, 2507002754, 250700276, 250700280, 250700284, 2507002841, 2507002848, 2507002869, 2507002871, 250700288, 250700290, 2507002903, 2507002921, 2507002928, 2507002931, 2507002942, 2507002960, 250700297, 2507002981, 2507002984, 2507003016, 2507003043, 2507003046, 2507003054, 2507003059, 250700309, 2507003105, 2507003107, 2507003131, 2507003154, 2507003168, 2507003172, 2507003183, 2507003187, 250700329, 250700350, 250700358, 250700367, 250700378, 250700380, 250700384, 250700390, 250700397, 250700401, 250700407, 250700415, 250700426, 250700427, 250700436, 250700437, 250700438, 250700440, 250700450, 250700466, 250700472, 250700476, 250700485. **KOLKATA-CHAKDAH:** 274502488, 274502548, 274502578, 274502583, 274502643, 274502646, 274502665, 274502677, 274502679, 274502693, 274502696, 274502705, 274502709, 274502757, 274502798, 274502801, 274502861, 274502914, 274502916, 274502924, 274502925, 274502932, 274502935, 274502937, 274502983, 274503004, 274503012, 274503027, 274503048, 274503071, 274503075, 274503078, 274503110, 274503111, 274503144, 274503150, 274503167, 274503182, 274503194, 274503226, 274503242, 274503251, 274503266, 274503267, 274503269, 274503274, 274503277, 274503278, 274503280, 274503296, 274503303, 274503313, 274503315, 274503323, 274503328, 274503345, 274503363, 274503424, 274503425, 274503426, 274503429, 274503449, 274503459, 274503472, 274503482, 274503484, 274503485, 274503489, 274503490, 274503501, 274503511, 274503556, 274503560, 274503572, 274503573, 274503582, 274503589, 274503592, 274503608, 274503625, 274503631, 274503645, 274503646, 274503650, 274503660, 274503706, 274503714, 274503734, 274503740, 274503744, 274503782, 274503802, 274503807, 274503827, 274503833, 274503837, 274503838, 274503840, 274503843, 274503859, 274503881, 274503882, 274503888, 274503907, 274503931, 274503938, 274503963, 274503964, 274503978, 274503992, 274504000, 274504012, 274504019, 274504028, 274504038, 274504078, 274504085, 274504100, 274504101, 274504116, 274504129, 274504135, 274504139, 274504140, 274504151, 274504160, 274504167, 274504169, 274504183, 274504203, 274504207, 274504225, 274504270, 274504277, 274504289, 274504291, 274504295, 274504321, 274504322, 274504343, 274504371, 274504381, 274504383, 274504389. **KRISHNA NAGAR-NADIA:** 413900466, 413900469, 413900481, 413900487, 413900571, 413900574, 413900577, 413900580, 413900636, 413900647, 413900657, 413900675, 413900696, 413900699, 413900702, 413900727, 413900742, 413900745, 413900751, 413900765, 413900781, 413900802, 413900812, 413900816, 413900824. **NABADWIP:** 417900436, 417900457, 417900469, 417900483, 417900514, 417900515, 417900529, 417900558, 417900578, 417900583, 417900595, 417900614, 417900618, 417900620, 417900623, 417900625, 417900626, 417900627, 417900637, 417900640, 417900641, 417900657, 417900660, 417900679, 417900688, 417900695, 417900709. **RANAGHAT:** 241601591, 241601627, 241601634, 241601657, 241601666, 241601714, 241601747, 241601753, 241601779, 241601790, 241601804, 241601863, 241601884, 241601889, 241601953, 241601972, 241601981, 241601982, 241601984, 241601996, 241602072, 241602073, 241602094, 241602100, 241602109, 241602111, 241602129, 241602151, 241602161, 241602214, 241602215, 241602218, 241602219, 241602226, 241602228, 241602242, 241602250, 241602282, 241602296, 241602297, 241602298, 241602317, 241602389, 241602424, 241602429, 241602483, 241602497, 241602507, 241602514, 241602515, 241602557, 241602615, 241602647, 241602776, 241603202, 241603428, F25697. **SANTIPUR-WEST BENGAL:** 418901120, 418901129, 418901146, 418901178, 418901179, 418901249, 418901319, 418901436, 418901471, 418901483, 418901486, 418901487, 418901497, 418901503, 418901510, 418901523, 418901524, 418901542, 418901562, 418901572, 418901577, 418901588, 418901592, 418901637, 418901650, 418901666, 418901671, 418901680, 418901699, 418901701, 418901703, 418901707, 418901770, 418901861, 418901902, 418901928, 418901939, 418902028, 418902043, 418902056, 418902060, 418902087, 418902095, 418902104, 418902111, 418902117, 418902126, 418902127, 418902146, 418902157, 418902200, 418902202, 418902204, 418902207, 418902224, 418902229, 418902239, 418902254, 418902281, 418902305, 418902306, 418902324, 418902325, 418902332, 418902348, 418902349, 418902383, 418902400, 418902429, 418902431, 418902448, 418902466, 418902480, 418902482, 418902484, 418902488, 418902493, 418902524, 418902534, 418902540, 418902548, 418902573, 418902617, 418902642, 418902657, 418902662, 418902693, 418902698, 418902719, 418902720, 418902740, 418902768, 418902773, 418902847, 418902857, 418902862, 418902872, 418902919, 418902921, 418902925, 418902930. **NORTH 24 PARGANAS DISTRICT - BARASAT-DAKBANGLO MORE:** 240900837, 240900842, 240900868, 240900901, 240900921, 240900967, 240901003, 240901014, 240901031, 240901054, 240901123, 240901130, 240901133, 240901136, 240901145, 240901149, 240901153, 240901177, 240901203, 240901204, 240901214, 240901216, 240901220, 240901228, 240901234, 240901241, 240901243, 240901260, 240901264, 240901271, 240901275, 240901289, 240901300, 240901320, 240901321, 240901338, 240901340, 240901344, 240901345, 240901347, 240901375, 240901395. **KHARDHA:** 239201007, 239201008, 239201009, 239201023, 239201046, 239201069, 239201070, 239201074, 239201103, 239201133, 239201145, 239201152, 239201191, 239201205, 239201212, 239201219, 239201227, 239201229, 239201230, 239201236, 239201241, 239201258, 239201268, 239201271, 239201273, 239201295, 239201308, 239201310, 239201312, 239201313, 239201320, 239201327, 239201333, 239201338, 239201340, 239201342, 239201343, 239201347, 239201361, 239201362, 239201364, 239201368, 239201369, 239201373, 239201376, 239201385, 239201386, 239201396, 239201401, 239201402, 239201403, 239201404, 239201407, 239201416, 239201421, 239201427, 239201433, 239201456, 239201459, 239201460, 239201468, 239201473, 239201474, 239201475, 239201476, 239201481, 239201486, 239201487, 239201495, 239201497, 239201499, 239201507, 239201520, 239201523, 239201539, 239201549, 239201560, 239201577, 239201586, 239201588, 239201590, 239201609, 239201615, 239201620, 239201624, 239201625, 239201635, 239201663, 239201696, 239201698, 239201699, 239201702, 239201712. **KOLKATA-GORA BAZAR:** 2677001452, 2677001458, 2677001465, 2677001472, 2677001478, 2677001480, 2677001493, 2677001494, 2677001497, 2677001510, 2677001512, 2677001518, 2677001524, 2677001532, 2677001558, 2677001569, 2677001578, 2677001593, 2677001612, 2677001622, 2677001630, 2677001644, 2677001654, 2677001674, 2677001692, 2677001706, 2677001720, 2677001732, 2677001733, 2677001772, 2677001783, 2677001787, 2677001791, 2677001805, 2677001811, 2677001814, 2677001822, 2677001823, 2677001825, 2677001839, 2677001862, 267700306, 267700308, 267700309, 267700311, 267700324, 267700325, 267700335, 267700337, 267700342, 267700350, 267700357, 267700362, 267700365, 267700366, 267700378, 267700385, 267700388, 267700391, 267700393, 267700403, 267700405, 267700409, 267700410, 267700415, 267700417, 267700420, 267700421, 267700427, 267700430, 267700432, 267700456, 267700463, 267700491, 267700493, 267700500, 267700508, 267700509, 267700519, 267700531, 267700538, 267700540, 267700542, 267700545, 267700549, 267700553, 267700554, 267700563, 267700564, 267700575, 267700576, 267700592, 267700593, 267700594, 267700597, 267700600, 267700608, 267700612, 267700616, 267700639, 267700643, 267700649, 267700652, 267700663, 267700678, 267700685. **LAKE TOWN-KOLKATA:** 2903000952, 2903000959, 2903000961, 2903000968, 2903000969, 2903000989, 2903000996, 2903001004, 2903001018, 2903001029, 2903001034, 2903001040, 2903001042, 2903001072, 2903001079, 2903001090, 2903001095, 2903001103, 2903001125, 2903001127, 2903001136, 2903001160, 2903001166, 2903001169, 2903001174, 2903001183, 2903001194, 2903001212, 2903001215, 2903001218, 2903001224, 2903001230, 2903001236, 290300305, 290300306, 290300346, 290300355, 290300356, 290300369, 290300379, 290300381, 290300382, 290300392, 290300393, 290300394, 290300395, 290300397, 290300404, 290300410, 290300423, 290300436, 290300446, 290300450, 290300454, 290300463, 290300474, 290300479, 290300485, 290300486, 290300495, 290300498, 290300501, 290300503, 290300515, 290300516, 290300517, 290300518, 290300527, 290300530, 290300534, 290300539, 290300540, 290300542, 290300544, 290300545, 290300549, 290300550, 290300551, 290300552, 290300554, 290300555, 290300556, 290300563, 290300570, 290300571, 290300572, 290300573, 290300576, 290300578, 290300579, 290300589, 290300591, 290300593, 290300598, 290300599, 290300610, 290300622, 290300632, 290300634, 290300640, 290300649, 290300657, 290300659, 290300664, 290300666, 290300668, 290300669.

Auction Date : 11.03.2025 - NORTH 24 PARGANAS DISTRICT - BAGUIHATI: 4150000726, 4150000740, 4150000761, 4150000780, 4150000781, 4150000792, 4150000813, 4150000838, 415000296, 415000306, 415000335, 415000341, 415000395, 415000408, 415000438, 415000445, 415000449, 415000467, 415000468, 415000469, 415000470, 415000471, 415000477, 415000505, 415000511, F4269. **BASIRHAT:** 255001435, 255001493, 255001626, 255001664, 255001687, 255001695, 255001737, 255001747, 255001758, 255001765, 255001776, 255001781, 255001808, 255001813, 255001818, 255001863, 255001958, 255001960, 255001969, 255001977, 255002021, 255002062, 255002068, 255002074, 255002079, 255002082, 255002120, 255002130, 255002137, 255002138, 255002161, 255002162, 255002173, 255002191, 255002196, 255002234, 255002236, 255002258, 255002263, 255002278, 255002285, 255002291, 255002294, 255002309, 255002328, 255002350, F31639. **BONGAUN-WEST BENGAL:** 275200822, 275200829, 275200843, 275200861, 275200863, 275200865, 275200871, 275200890, 275200913, 275200915, 275200925, 275200926, 275200929, 275200940, 275200955, 275200959, 275200966, 275200970, 275200985, 275200986, 275200995, 275201007, 275201009, 275201014, 275201015, 275201017, 275201020, 275201028, 275201037, 275201043, 275201052, 275201053, 275201062, 275201063, 275201072, 275201073, 275201076, 275201078, 275201088, 275201089, 275201090, 275201093, 275201095, 275201096, 275201102, 275201117, 275201128, 275201132, 275201139, 275201140, 275201144, 275201145, 275201146, 275201148, 275201152, 275201154, 275201157, 275201164, 275201166, 275201170, 275201187, 275201188, 275201189, 275201193, 275201201, 275201203, 275201204, 275201212, 275201215, 275201216, 275201225, 275201230, 275201235, 275201240, 275201244, 275201249, 275201256, 275201260, 275201261, 275201266, 275201267, 275201269, 275201271, 275201281, 275201282, 275201283, 275201285, 275201289, 275201292, 275201294, 275201304, 275201306, 275201308, 275201310, 275201314, 275201316, 275201321, 275201324, 275201335, 275201340, 275201353, 275201357, 275201387, 275201388, 275201393, 275201413, 275201415, 275201416, 275201418, 275201428, 275201452, 275201455, 275201465, 275201469, 275201488, 275201497, 275201503, 275201508, 275201524. **DUNLOP-B T ROAD:** 4091000463, 4091000485, 4091000492, 4091000501, 4091000503, 4091000509, 4091000511, 4091000528, 4091000539, 409100171, 409100189, 409100194, 409100235, 409100237, 409100239, 409100262, 409100274, 409100285. **HABRA:** 412400565, 412400586, 412400587, 412400639, 412400658, 412400696, 412400721, 412400732, 412400737, 412400738, 412400739, 412400768, 412400774, 412400775, 412400782, 412400783, 412400813, 412400838, 412401042, 412401062, 412401144. **KANCHARAPARA-WEST BENGAL:** 294000627, 294001019, 294001029, 294001102, 294001172, 294001383, 294001573, 294001672, 294001836, 294001850, 294001858, 294001869, 294001885, 294001886, 294001888, 294001950, 294001956, 294002059, 294002070, 294002077, 294002079, 294002086, 294002120, 294002131, 294002142, 294002144, 294002145, 294002154, 294002155, 294002185, 294002189, 294002190, 294002191, 294002194, 294002203, 294002232, 294002236, 294002240, 294002246, 294002249, 294002251, 294002260, 294002264, 294002267, 294002273, 294002275, 294002278, 294002285, 294002290, 294002298, 294002299, 294002300, 294002301, 294002308, 294002310, 294002311, 294002312, 294002315, 294002325, 294002336, 294002337, 294002339, 294002354, 294002375, 294002380, 294002391, 294002408, 294002409, 294002410, 294002428, 294002430, 294002432, 294002455, 294002462, 294002463, 294002478, 294002490, 294002500, 294002501, 294002535, 294002578, 294002592, 294002596, 294002612, 294002656, 294002718, 294002737, 294002748, 294002770, 294002784, 294002829, 294002890, 294002929, 294002935, 294003000, 294003054, 294003096, 294003097, 294003177, 294003182, 294003466, 294003638. **KANKINARA BAZAR:** 261201498, 261201501, 261201502, 261201506, 261201510, 261201515, 261201519, 261201522, 261201523, 261201532, 261201538, 261201553, 261201562, 261201606, 261201607, 261201616, 261201625, 261201641, 261201655, 261201665, 261201673, 261201675, 261201678, 261201689, 261201697, 261201698, 261201701, 261201713, 261201725, 261201726, 261201744, 261201747, 261201754, 261201798, 261201799, 261201814, 261201825, 261201859, 261201901, 261201904, 261201906, 261201908, 261201917, 261201924, 261201933, 261201949, 261201971, 261201985, 261201987, 261202014, 261202017, 261202024, 261202028, 261202034, 261202052, 261202057, 261202060, 261202061, 261202067, 261202074, 261202078, 261202079, 261202080, 261202082, 261202085, 261202092, 261202099, 261202101, 261202106, 261202108, 261202109, 261202113, 261202126, 261202129, 261202132, 261202134, 261202139, 261202141, 261202145, 261202146, 261202153, 261202158, 261202160, 261202169, 261202170, 261202174, 261202177, 261202181, 261202184, 261202187, 261202198, 261202200, 261202206, 261202212, 261202213, 261202230, 261202232, 261202238, 261202239, 261202242, 261202244, 261202246, 261202249, 261202254, 261202255, 261202257, 261202261, 261202262, 261202265, 261202271, 261202273, 261202274, 261202278, 261202280, 261202282, 261202289, 261202291, 261202293, 261202300, 261202310, 261202314, 261202317, 261202321, 261202323, 261202334, 261202338, 261202340, 261202341, 261202366, 261202375, 261202393, 261202409, 261202427, 261202430, 261202442, 261202450, 261202460, 261202475, 261202500, 261202504, 261202509, 261202512, 261202539, 261202543, F24068, F27191. **MADHYAMGRAM:** 3992000490, 3992000494, 3992000503, 3992000509, 3992000522, 3992000534, 3992000535, 3992000540, 3992000554, 3992000556, 3992000564, 3992000580, 3992000585, 3992000588, 399200266, 399200267, 399200297, 399200300, 399200301, 399200302, 399200309, 399200310, 399200333, 399200340, 399200341, 399200366, 399200373, 399200391, 399200403, 399200425, 399200433, 399200466, 399200467, 399200468, 399200470, 399200484, 399200485, 399200486, 399200489, 399200496, 399200497, 399200498, 399200500, 399200512, 399200513, 399200520, 399200523, 399200532, 399200544, 399200550, 399200552, 399200557, 399200559, 399200562, 399200568, 399200584, 399200588, 399200589, 399200593, 399200605, 399200607, 399200608, 399200611, 399200612, 399200613, 399200615, 399200619, 399200622, 399200628, 399200631, 399200634, 399200636, 399200647, 399200650, 399200654, 399200664, 399200665, 399200671, 399200689, 399200694, F7822. **MASLANDAPUR:** 417000580, 417000604, 417000620, 417000721, 417000760, 417000800, 417000867, 417000926, 417000953, 417001063. **NAGER BAZAR:** 398100054, 3981000589, 398100060, 3981000607, 398100061, 398100062, 3981000648, 3981000656, 398100066, 3981000666, 398100068, 3981000686, 3981000706, 3981000707, 3981000708, 3981000710, 3981000718, 3981000730, 3981000735, 398100077, 398100083, 398100084, 398100092, 398100097, 398100102, 398100105, 398100113, 398100117, 398100121, 398100129, 398100140, 398100143, 398100158, 398100165, 398100170, 398100178, 398100182, 398100188, 398100201, 398100204, 398100208. **NAIHATI-WEST BENGAL:** 416700449, 416700485, 416700506, 416700550, 416700562, 416700577, 416700610, 416700617, 416700619, 416700623, 416700655, 416700679, 416700686, 416700699, 416700708, 416700721, 416700729, 416700742, 416700744, 416700748, F5487, F5620. **RAJARHAT:** 4158000504, 4158000526, 4158000532, 415800054, 4158000563, 4158000577, 4158000580, 415800073, 415800105, 415800109, 415800110, 415800124, 415800157, 415800160, 415800168, 415800170, 415800174, 415800204, 415800224, 415800226, 415800231, 415800235, 415800239, 415800242, 415800243. **WEST BENGAL-SHYAM NAGAR:** 311602253, 311602255, 311602257, 311602314, 311602328, 311602347, 311602348, 311602357, 311602379, 311602407, 311602433, 311602434, 311602447, 311602468, 311602473, 311602479, 311602517, 311602533, 311602563, 311602568, 311602571, 311602611, 311602625, 311602628, 311602678, 311602692, 311602698, 311602734, 311602741, 311602772, 311602796, 311602839, 311602843, 311602846, 311602883, 311602909, 311602911, 311602916, 311602934, 311602978, 311602989, 311602995, 311603003, 311603031, 311603060, 311603083, 311603113, 311603123, 311603155, 311603157, 311603169, 311603173, 311603194, 311603206, 311603211, 311603222, 311603229, 311603233, 311603255, 311603281, 311603295, 311603301, 311603303, 311603328, 311603341, 311603351, 311603353, 311603378, 311603389, 311603449, 311603481, 311603491, 311603503, 311603510, 311603515, 311603530, 311603539, 311603544, 311603553, 311603566, 311603596, 311603599, 311603618, 311603640, 311603658, 311603663, 311603672, 311603696, 311603697, 311603735, 311603736, 311603755, 311603771, 311603780, 311603782, 311603798, 311603801, 311603833, 311603834, F39644.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 22.03.2025 & 24.03.2025 at 10.00 am at **KRISHNA NAGAR-NADIA:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Door No 13, Manmohan Ghosh Street, Near Patra Bazar, Krishna Nagar Po, Nadia, West Bengal - 741101. **DUNLOP-B T ROAD:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, 164 B T Road, Holding No-705, Ward No-2, Below Punjab National Bank, Kolkata, North 24 Parganas - 700108. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

চাষবাস

পোকার আক্রমণে বিপাকে পাহাড়ের চা শিল্প, উৎপাদন কমার আশঙ্কা

শীতে চলে যাচ্ছে। তবুও বৃষ্টির দেখা নেই। হঠাৎ বাড়ছে দিনের তাপমাত্রা। সেই সঙ্গে বাড়তে শুরু করেছে রোগ, পোকার সংক্রমণ। এমন পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়ছে চা শিল্প। শীতের বিদায় বেলাতেও সমতলে বৃষ্টি নেই। প্রায় চার মাস অনাবৃষ্টির পরিস্থিতি দেখে রীতিমতো উদ্বিগ্ন চা গবেষক মহল। শঙ্কা, এবার যে শুধু ভালো মানের চা পাতা মিলবে কি। মার্চ মাস থেকে সেচের জলেও টান পড়তে পারে। সেই ধাক্কায় কমতে পারে উৎপাদন।

ডুয়ার্সের টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতি বছর ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে উত্তরে পাহাড়-সমতলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়। ফেব্রুয়ারি থেকে ঠান্ডার প্রকোপ কমতে থাকে। এবার নভেম্বর থেকে সমতলে বৃষ্টি নেই। তার উপর শীত দেরীতে এসেছে। ফিরছেও দেরিতে। কুয়াশার দাপটও কমছে না। সব মিলিয়ে চা উৎপাদনের প্রতিকূল আবহাওয়া দেখা দিয়েছে।

এবার গাছ ছেঁটে ফেলা হলেও বৃষ্টি না মেলায় দুটি পাতার কুশি আসছে না। সময় লাগছে। অথচ কাগজে কলমে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে পাতা তোলার মরশুম শুরু হয়েছে। চা গবেষকরা বলছেন, ভালো মানের চা পাতা উৎপাদনের জন্য যেমন ঝলমলে রোদের লম্বা দিন প্রয়োজন। একইভাবে প্রয়োজন বৃষ্টি। সেটা শুধুমাত্র মরশুমের শুরুর পাতা উৎপাদনের জন্য নয়। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত সেচের

জলের জোগানের জন্য বিশেষভাবে দরকার। এদিকে শীতের শেষে দিনের তাপমাত্রা বাড়তে চা বাগানে রেড স্পাইডার, লুপার, লাল পোকা, গ্রিন ফ্লাই অর্থাৎ সবুজ মাছি, চা মশার উপদ্রব বেড়েছে। ওই কারণে আরও সমস্যা বেড়েছে। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, এবার ফেব্রুয়ারিতে পাতা মিলবে না। মার্চে কিছু পাতা উঠলেও পরের মাসগুলো সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তিনি জানান, গত বছর ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ফ্ল্যাশ মার খেয়েছে। অতিবর্ষণের জন্য বর্ষাকালীন উৎপাদন উদ্বেগজনক ভাবে কমেছে। এবার শীতে এখনও বৃষ্টি নেই। এটা খুবই উদ্বেগের। চা চাষিদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন যে পাতা ওঠার কথা সেটাই 'প্রথম শ্রেনী'। অর্থাৎ মরশুমের প্রথম চা পাতা। দু'মাস পাতা তোলার কাজ চলে। কিন্তু এবার কী হবে, কেউ বুঝতে পারছেন না। কারণ, গাছের বৃদ্ধির জন্য যে রোদ ও বৃষ্টি প্রয়োজন সেটা মিলছে না। আবহাওয়ার এই পরিস্থিতি চললে পাতার উৎপাদন ৩০ শতাংশের বেশি কমতে পারে।

এক বদনাম আশ্রম সিজন ২ পার্ট ৩-র জন্য তৈরি হয়ে নিন। ট্রেলার চলে এসেছে!

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ অবশেষে অপেক্ষার অবসান! ভারতে সবচেয়ে বেশি যেসব থ্রিলার ড্রামা দর্শকরা দেখেছেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল এক বদনাম আশ্রম। এর সিজন ৩-র পার্ট ২ আসছে ধুন্ধুমার অ্যাকশন নিয়ে। এই সিরিজ দেখানো শুরু হবে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুধুমাত্র অ্যামাজনের ফ্রি ভিডিও স্ট্রিমিং সার্ভিস অ্যামাজন এমএক্স প্লেয়ার-এ। আজ এই স্ট্রিমিং সার্ভিস সিরিজের নতুন সিজনের হাই-ভোল্টেজ ট্রেলার দেখানো শুরু করল। যা দেখে দর্শকদের ওই আশ্রমের ভিতরের জগতের কথা ফের মনে পড়ে গেল। যেখানে ক্ষমতা, আনুগত্য, ও প্রতিশোধের সংঘাত বাঁধতে থাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে। এক বদনাম আশ্রম সিজন ৩ পার্ট ২-র প্রযোজক ও পরিচালক হলেন জাতীয় পুরস্কার জয়ী প্রকাশ ঝা। এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ববি দেওল। এ ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন অদিতি পোহংকর, দর্শন কুমার, চন্দন রায় সান্যাল, বিক্রম কোচর, ত্রিধা চৌধুরি, অনুপ্রিয়া গোয়েঙ্কা, রাজীব সিদ্ধার্থ, ও এষা গুপ্তা। এই শো নিবেদন করছে বিমল, সহযোগিতায় আছে লাক্স নাইট্রো ও লাহোরি জর্দা, এবং বিশেষ সহযোগিতায় আছে কেইআই ওয়ায়ার্স অ্যান্ড কেবল্‌স। নতুন ট্রেলার দেখে এমন আঁচ পাওয়া যাচ্ছে যে, বাবা নিরালার সাম্রাজ্যে ফাটল ধরেছে, তাঁর ঘনিষ্ঠ

সহযোগীদের সঙ্গে প্রচণ্ড টানাপোড়েন শুরু হয়ে গেছে, ওদিকে, পম্মি অদম্য সাহস নিয়ে ফিরে এসেছে এবং ভোপা স্বামী ক্ষমতা-লোলুপ হয়ে উঠেছে। এই সিরিজে যে-কাহিনি বলা হয়েছে, সেখানে ন্যায়-বিচারের আশা খুবই ক্ষীণ। এবার এক বদনাম আশ্রম-এর সিজন ৩ পার্ট ২-র ট্রেলার দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এর রোমহর্ষক কাহিনি আরও দুর্ধর্ষ ভাবে এগিয়ে চলবে। এখানে যে-আশ্রমের গল্প বলা হয়েছে, সেখানে চরিত্রগুলির মধ্যে এক ঠান্ডা লড়াই চলতে থাকে, যখন-তখন যে কেউ দল বদলে ফেলে, সেই সঙ্গে আছে কিছু কটু সত্য। এই বিষয়গুলিকে আরও গভীর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে নতুন সিজনে। এবার এটাই দেখার যে, বাবা নিরালার সাম্রাজ্যে যে-ফাটল ধরছে, তাকে সামাল দিয়ে তিনি ফের কি নিজের সাম্রাজ্যকে মজবুত করে তুলবেন, না কি এটাই হবে তাঁর চরম পরিণতির সূচনা? নতুন সিজনের বিষয়ে অ্যামাজন এমএক্স প্লেয়ার-এর হেড অব কনটেন্ট অমোঘ দুসাদ জানালেন, ভারতের দীর্ঘতম সিরিজ হল এক বদনাম আশ্রম, এবং এই সিরিজ তার অনন্য সব চরিত্র ও রুদ্ধশ্বাস কাহিনির জোরে বিশাল এক ফ্যান বেস তৈরি করতে পেরেছে। এই সিরিজের মধ্যমণি হলেন ববি দেওল তার পাশাপাশি আছে এক ঝাঁক দুর্দান্ত সব অভিনেতা-অভিনেত্রী, এসবের সঙ্গে মিশেছে প্রকাশ ঝা-র দক্ষ পরিচালনা। এই সমস্ত কিছুর দুর্দান্ত মেলবন্ধন অ্যামাজন এমএক্স প্লেয়ার-এ আশ্রম-এর নতুন অধ্যায়ে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন দর্শকরা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে মহাকুম্ভের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে

২১শে ফেব্রুয়ারী ঃ তীব্র ভিড় সত্ত্বেও, ভারতীয় রেলপথ চলমান মহাকুম্ভের সময় ভক্তদের ঘরে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে তাদের সেবা প্রদানের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। মহাকুম্ভে আগত লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের নির্বিঘ্নে ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য ভারতীয় রেলপথ ব্যাপক লজিস্টিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। ২০২৫ সালের মহাকুম্ভের সময় ভারতীয় রেলপথ তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ যাত্রীদের সুবিধার্থে সর্বদা প্রস্তুত। কুম্ভ স্পেশাল ট্রেনগুলি বলেশ্বর এবং জলেশ্বরের উপর দিয়েও চলাচল করছে অর্থাৎ পুরী-টুন্ডলা-পুরী স্পেশাল। তাছাড়া, চার জোড়া নিয়মিত ট্রেন বলেশ্বরজলেশ্বরের উপর দিয়ে চলাচল করছে প্রয়াগরাজে স্টপেজ সহ এবং দুই জোড়া ট্রেন খড়্গপুরের উপর দিয়ে চলাচল করছে এবং এক জোড়া ট্রেন সাঁতরাগাছি থেকে প্রয়াগরাজে স্টপেজ সহ চলাচল করছে। কুম্ভমেলায় যাত্রীদের ঝামেলামুক্ত যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য, বিভিন্ন বিশেষ ট্রেন চালানোর পাশাপাশি, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন স্টেশনে নিরাপত্তা ও ভিড় ব্যবস্থাপনার বিস্তৃত ব্যবস্থা করেছে। ভিড় সামলাতে প্ল্যাটফর্ম, ফুটওভার ব্রিজ এবং স্টেশনে অতিরিক্ত আরপিএফ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এসইআর-এর বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য স্টেশন কর্মীরাও ভিড় সামলাচ্ছেন এবং প্রয়োজনে যাত্রীদের সহায়তা করছেন। স্টেশন চত্বরে এবং প্ল্যাটফর্মে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জড়ো না হওয়ার জন্য যাত্রীদের সচেতন করার জন্য পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে মাইকিং চলছে এবং সুরক্ষা প্রোটোকলও অনুসরণ করা হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসার সময় যাত্রীদের মসৃণভাবে ওঠানামা নিশ্চিত করার জন্য বাণিজ্যিক কর্মীদের সাথে নিরাপত্তা কর্মীরা যাত্রীদের যথাযথ লাইন আপ করছেন। স্টেশনের লাইম প্ল্যাটফর্ম এবং এফওবিগুলির উচ্চ চলাচলের জায়গাগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য সমস্ত প্রধান স্টেশনে আরপিএফ কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে, সিসিটিভি নজরদারিও রয়েছে। যাত্রীদের যেকোনো অসুবিধা এড়াতে রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

বেনারস রেলওয়ে স্টেশন থেকে মোট ১৩৬টি মেলার বিশেষ ট্রেন চালানো হবে

গোরক্ষপুর, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৫ পর্যন্ত রেলস্টেশন থেকে মোট ১৫৩টি মেলা স্পেশাল ট্রেন পরিচালিত হবে। মহাকুম্ভ উপলক্ষে, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত বেনারস রেলওয়ে স্টেশন থেকে মোট ১৩৬টি মেলার বিশেষ ট্রেন চালানো হবে।মহাকুম্ভ উপলক্ষে ছাপড়া জংশন ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত রেলস্টেশন থেকে মোট ৩৯টি মেলার বিশেষ ট্রেন চলাচল করবে। ২০২৫ সালের মহাকুম্ভের শুভ উপলক্ষে, তীর্থযাত্রীদের সুষ্ঠু, সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক কুম্ভযাত্রার জন্য, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন স্টেশন - গোরক্ষপুর, গোমতীনগর, দোহরিঘাট, আজমগড়, দেওরিয়া সদর, ভাটনি, মাউ, বালিয়া, গাজীপুর সিটি, বেনারস, কাঠগোদাম, কাসগঞ্জ, ছাপরা এবং থাওয়ে থেকে কুম্ভমেলার বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে। স্টেশনগুলিতে তীর্থযাত্রীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কথা মাথায় রেখে, রেল প্রশাসন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং প্রয়াগরাজ মেলা এলাকা পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের সুবিধা প্রদানের জন্য অনির্ধারিত ট্রেন চালাচ্ছে। গোরক্ষপুর জংশন ১২ জানুয়ারী থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ পর্যন্ত প্রয়াগরাজ অঞ্চলের জন্য রেলওয়ে স্টেশন থেকে মোট ১৫৩টি মেলা বিশেষ ট্রেন পরিচালিত হয়েছে, যার মধ্যে ৯৫টি পূর্ব-নির্ধারিত এবং ৩০টি অনির্ধারিত মেলা বিশেষ ট্রেন এবং ২৮টি পাসিং মেলা বিশেষ ট্রেন রয়েছে। উল্লেখ্য, গোরক্ষপুর থেকে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের বিশাল চাহিদার কথা মাথায় রেখে, ২৮ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুর জংশন। রেলওয়ে স্টেশন থেকে মোট ১৬টি মেলার বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছিল, যার মধ্যে ৯টি পূর্বনির্ধারিত এবং ৩টি অনির্ধারিত মেলার বিশেষ ট্রেন এবং ৪টি পাসিং মেলার বিশেষ ট্রেন ছিল। একই ধারাবাহিকতায়, বানারস থেকে ১৩৬টি, ছাপড়া থেকে ৩৯টি, ভাটনি থেকে ১৭টি, মাউ থেকে ১৬টি, বালিয়া থেকে ১৪টি, আজমগড় থেকে ৯টি, গাজীপুর শহর থেকে ৮টি, গোমতীনগর থেকে ৭টি, দোহারিঘাট থেকে ৪টি, থাওয়ে থেকে ৩টি, কাঠগোদাম থেকে ৩টি, কাসগঞ্জ থেকে ৩টি এবং দেওরিয়া সদর থেকে ২টি ট্রেন চালানো হয়েছে। যাত্রীদের ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, এই স্টেশনগুলি থেকে এখনও কুম্ভমেলার বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। মেলার বিশেষ ট্রেন চালানোর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক রেককোচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই নিয়মিত বিরতিতে বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। ট্রেনের উভয় পাশে ইঞ্জিন স্থাপন করা হয়েছিল, যার ফলে ইঞ্জিন উল্টানোর সময় সাশ্রয় হয়েছিল। গত ছয় বছরে পরিকাঠামো সম্প্রসারণের কাজের ফলে এত বেশি ট্রেন চালানো সম্ভব হয়েছে। বেনারস-মাধোসিং-প্রয়াগরাজ সেকশনের ডাবলিং প্রকল্পের আওতায় গঙ্গা নদীর উপর একটি রেল সেতু নির্মাণ সহ ঝুনসি-প্রয়াগরাজ সেকশনের ডাবলিং এবং বিদ্যুতায়নের ফলে এত বিপুল সংখ্যক ট্রেন চলাচল সম্ভব হয়েছে। ঝুসি-প্রয়াগরাজ সেকশন দ্বিগুণকরণের আওতায় গঙ্গা নদীর উপর ১১১ নম্বর ডাবল লাইন রেল সেতু নির্মাণ, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,০০০ কোটি টাকা। এটি ৪৯৬.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু, যার দৈর্ঘ্য ১,৯৩৪ মিটার। সেতুর উভয় দিকে একটি ভায়াডাক্টও তৈরি করা হয়েছে, যার মোট দৈর্ঘ্য ৮৭২ মিটার। এই সেতুর কারণে মেলার সময় ভক্তদের যাতায়াত সহজ হয়েছে এবং ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে, মহাকুম্ভের সময় আরও ট্রেন চলাচল সম্ভব হচ্ছে।

মহাকুম্ভমেলার শেষ সপ্তাহে যাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার সামলাতে ভারতীয় রেল

নয়াদিল্লি , ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রেলওয়ে স্টেশনে দুর্ভাগ্যজনক পদদলিত হওয়ার ঘটনার পর ভারতীয় রেল বেশ কয়েকটি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অযোধ্যা, বারাণসী, গাজিয়াবাদ, নয়াদিল্লি এবং আনন্দ বিহার সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ হোল্ডিং এরিয়া এবং অতিরিক্ত আরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে। গাজিয়াবাদ স্টেশনে একটি হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসার সময় কেউ যাতে দড়ি (নিরাপত্তা এলাকা) অতিক্রম করতে না পারে তার জন্য অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থাও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর জন্য, প্ল্যাটফর্মে দড়ি সহ আরপিএফ কর্মীদের মোতায়েন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি নিশ্চিত করবে যে যাত্রীরা ট্রেনটি সম্পূর্ণ থামার আগে ট্রেনের কাছে না যান। গাজিয়াবাদ রেলওয়ে স্টেশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মহাকুম্ভমেলার শেষ সপ্তাহে যাত্রীদের ভিড় সামলাতে ভারতীয় রেলওয়ে উত্তর রেলওয়ে, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে এবং পূর্ব মধ্য রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে হোল্ডিং এরিয়া স্থাপন করে প্রস্তুত। যাত্রীদের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং অতিরিক্ত ভিড় রোধ করতে এই হোল্ডিং এরিয়াগুলি প্ল্যাটফর্মের বাইরে অবস্থিত। যাত্রীদের তাদের ট্রেনের নির্ধারিত প্রস্থান সময়ের উপর ভিত্তি করে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ভিড় ব্যবস্থাপনা উন্নত করা এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে এবং উৎসবের মরশুমে।নতুন দিল্লি স্টেশনে হোল্ডিং এরিয়াউত্তর রেলওয়ে গাজিয়াবাদে ৪২০০ বর্গফুট, আনন্দ বিহার ৩৮০০ বর্গফুট, নয়াদিল্লি ১২৭১০ বর্গফুট, অযোধ্যা ধাম ৩০২৪ বর্গফুট এবং বেনারসে ১২৮০ বর্গফুট এবং ৮৭৫ বর্গফুট আয়তনের বিশাল হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করেছে। দিল্লির আনন্দ বিহার টার্মিনালে হোল্ডিং এরিয়াউত্তর-পূর্ব রেলওয়ে বানারসে ২২০০ বর্গফুট, সিওয়ানে ৫২৫০ বর্গফুট, বালিয়ায় ৮০০০ বর্গফুট, দেওরিয়ায় ৩৬০০ বর্গফুট, ছাপরায় ১০০০০ বর্গফুট, গোরক্ষপুরে ২৫০০ বর্গফুট হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করেছে। অযোধ্যা ধামে হোল্ডিং এরিয়াপূর্ব মধ্য রেলওয়ে রাজেন্দ্র নগর টার্মিনালে দুটি হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করেছেঃ ২৭০০ বর্গফুট এবং ৮০০ বর্গফুট, পাটনা জংশনে ২৭০০ বর্গফুট এবং ২৭০০ বর্গফুট, দানাপুরে ২৭০০ বর্গফুট এবং ২৪০০ বর্গফুট। এছাড়াও, আরা ৩৩৭৫ বর্গফুট, বক্সারে ৯০০ বর্গফুট,

মুজাফফরপুরে ২৪০০ বর্গফুট, হাজিপুরে ২৪০০ বর্গফুট, বারাউনিতে ২৪০০ বর্গফুট, সমস্তিপুরে ২৪০০ বর্গফুট, জয়নগরঃ২০০০ বর্গফুট, মধুবনীঃ২০০০ বর্গফুট, রাক্সৌলঃ ২০০০ বর্গফুট, সাক্রি ঃ২০০০ বর্গফুট, দরভাঙ্গাঃ ২৪০০ বর্গফুট, সহরসাঃ ২৪০০ বর্গফুট, পং. দীনদয়াল উপাধ্যায় জংঃ ২৪০০ বর্গফুট, সাসারামঃ ২০০০ বর্গফুট, গয়াঃ ২০০০ বর্গফুটউত্তর মধ্য রেলওয়ে প্রয়াগরাজ জংঃ ১০,৭৩৭ বর্গ মিটার, নৈনি ঃ১০,৬৩৭ বর্গ মিটার, প্রয়াগরাজ ছেওকিঃ ৭৫০০ বর্গ মিটারে হোল্ডিং এলাকা তৈরি করেছে। কুম্ভ এলাকার অংশ হিসেবে, উত্তর রেলওয়ে এবং উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে প্রয়াগ জংশনে ১০,০০০ বর্গমিটার, ফাফামাউ জংশনে ৮৭৭৫ বর্গমিটার, ঝুসিতে ১৮,০০০ বর্গমিটার এবং প্রয়াগরাজ রামবাগে ৪০০০ বর্গমিটার স্থায়ীঅস্থায়ী হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করেছে।বারাণসী রেলওয়ে স্টেশনে হোল্ডিং এরিয়াপ্রয়াগরাজ এলাকার রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ইতিমধ্যেই এই ধরনের হোল্ডিং এরিয়া এবং ভিড় ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ছট এবং দীপাবলির মতো ব্যস্ত ভ্রমণ মরসুমে প্রদত্ত সুবিধার মতো যাত্রীদের ট্রেনে ওঠার সময় আরও বেশি সুবিধা প্রদানের জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রীদের সহযোগিতা করার এবং মসৃণ এবং নিরাপদ ভ্রমণ কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য সরকারী নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে। আরও আপডেটের জন্য, যাত্রীদের অফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে অবগত থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পানামার হোটেলে বন্দি রাখা হয়েছে অন্তত ৩০০ জন,তাদের নিয়ে মুখ খুলল দূতাবাস

পানামা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ হোটেলে বঃদি থাকা অবস্থাতেই পানামার আমজনতার কাছে সাহায্যের আর্জি জানাচ্ছেন ভারতীয়রা। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই মুখ খুলেছে পানামার ভারতীয় দূতাবাস। এক্স হ্যান্ডেলে দীর্ঘ বিবৃতি জারি করে দূতাবাসের তরফে বলা হয়েছে, বন্দি হলেও হোটেলে নিরাপদে রয়েছেন ভারতীয়রা। তাঁদের জন্য কনসুলার অ্যাক্সেসও পেয়েছে পানামার ভারতীয় দূতাবাস। আপাতত পানামার হোটেলে বন্দি রাখা হয়েছে অন্তত ৩০০ জন ' এই ৩০০ জন বন্দির মধ্যে রয়েছেন ভারত, ইরান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, চিনের মতো নানা দেশের নাগরিক। পানামার হোটেলে তাঁদের আটকে রাখা হয়েছে। সেখানে প্রয়োজনমতো খাবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁদের জন্য। কিন্তু ৪০ শতাংশেরও বেশি অনুপ্রবেশকারীরা আর দেশে ফিরতে চান না। কারণ নিজের দেশেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা। তাই হোটেলে বন্দি থাকা অবস্থাতেই পানামার আমজনতার কাছে সাহায্যের আর্জি জানাচ্ছেন। হোটেলের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কাগজে লিখে বলছেন, 'আমাদের বাঁচান।' এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই মুখ খুলেছে পানামা, নিকারাগুয়া এবং কোস্টারিকার ভারতীয় দূতাবাস। এক্স হ্যান্ডেলে দূতাবাস জানায়, ' আধিকারিকরা আমাদের জানিয়েছেন যে আমেরিকা থেকে একদল ভারতীয় সেদেশে পৌঁছেছেন। তাঁরা সকলেই নিরাপদে রয়েছেন। যাবতীয় পরিষেবা দিয়ে হোটেলে রাখা হয়েছে। তাঁদের জন্য কনসুলার অ্যাক্সেসও পেয়েছে দূতাবাসের টিম। পানামা সরকারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি যেন ভারতীয়রা সুরক্ষিত থাকেন।' পানামা সরকারের তরফে জানানো হয়, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে হোটেলে আটকে রাখেনি তারা।

উল্লেখ্য, আমেরিকা থেকে 'দেশে ফেরত পাঠাতে বড় ভূমিকা নিচ্ছে পানামা। কারণ আমেরিকা থেকে ' সরাসরি কয়েকটি দেশে ফেরানো যাচ্ছে না। তাই পানামা, কোস্টারিকার মতো প্রতিবেশীদের সাহায্য নিচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। ' ফেরানোর যাবতীয় খরচ আমেরিকার। মূলত যেসমস্ত ' নিজেদের দেশে ফিরতে নারাজ, তাঁদেরই ফেরত পাঠানো হচ্ছে এই তৃতীয় দেশগুলির মাধ্যমে।

দিল্লিতে প্রথম সোল লিডারশিপ কনক্লেভের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির ভারত মণ্ডপমে শুক্রবার সকাল ১১টায় প্রথম এসওইউএল (সোল) লিডারশিপ কনক্লেভের উদ্বোধন করেন। তিনি সমাবেশে ভাষণও দেন। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দাশো শেরিং টোপগে প্রধান অতিথি হিসেবে মুখ্য ভাষণটি দেন। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) জানিয়েছে এই বিষয়ে। পিআইবি জানিয়েছে, ২১ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি ২ দিনের এসওইউএল লিডারশিপ কনক্লেভ একটি উচ্চ পর্যায়ের মঞ্চের কাজ করবে, যেখানে রাজনীতি, ক্রীড়া, শিল্পকলা ও সংবাদমাধ্যম, আধ্যাত্মিক জগ, জননীতি, বাণিজ্য এবং সামাজিক ক্ষেত্রের মতো বিভিন্ন জগতের নেতারা তাঁদের প্রেরণাদায়ক জীবনের কথা ভাগ করে নেবেন এবং নেতৃত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবেন।

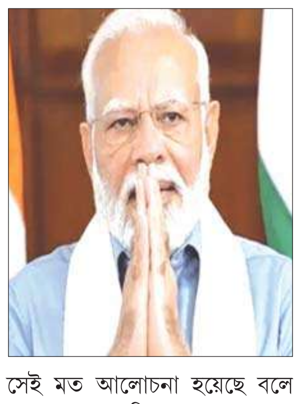

সেই মত আলোচনা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কনক্লেভে সহযোগিতা এবং ভাবনা-চিন্তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হবে, যেখানে তরুণ শ্রোতাদের অনুপ্রেরণা দিতে ব্যর্থতা এবং সাফল্য এই দুইয়ের থেকেই শিক্ষা নেওয়ার পাঠ দেওয়া হবে। গুজরাটের স্কুল অফ আল্টিমেট লিডারশিপ একটি নেতৃত্ব সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, যা মানুষের কল্যাণে যোগ্য নেতা তৈরি করে। এর লক্ষ্য প্রথাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রটি প্রসার করা এবং তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা, যাঁরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে বলেই নয়, গণপরিষেবার জন্য আগ্রহ, দায়বদ্ধতা এবং মেধা নিয়ে উঠে এসেছে। এসওইউএল দেবে অন্তর্দৃষ্টি, দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, যাতে বর্তমান পৃথিবীতে নেতৃত্বের সামনে থাকা জটিল সমস্যাগুলি অতিক্রম করা যায়।

গাজায় ইজরায়েলি সেনার হামলায় মৃত্যু হয় ৪৮ হাজার ৩১৯ জন প্যালেস্তিনীয়র

২১ ফেব্রুয়ারি ঃ দুই শিশু ও তাদের মা-সহ চারজন ইজরায়েলি পণবন্দির মৃত দেহ ইজরায়েলের কাছে পৌঁছতেই গোটা দেশে নেমেছে শোকের কালো ছায়া। হামাসকে 'দস্যু' বলে কটাক্ষ করে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ' ধ্বংস করবে তেল আভিভ। এদিন দক্ষিণ গাজার খান ইউনুসে এক পরিত্যক্ত কবরে ওই চার পণবন্দির কফিন নিয়ে আসে হামাস জঙ্গিরা। এরপর সেই কফিন তুলে দেওয়া হয় রেড ক্রসের হাতে। যা হস্তান্তরিত করা হয় ইজরায়েলি সেনাকে। ফরেনসিক তদন্তের মাধ্যমে তাদের শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। যা হতে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। যে দুই শিশুর মৃতদেহ ফেরত দিয়েছে হামাস তাদের অপহরণ করার সময় বয়স ছিল ৪ বছর ও ৯ মাস। সেই সঙ্গে অপহরণ করা হয় তাদের মা শিরি বিবাসকেও। চতুর্থ জন ওদেদ লিফশিজ। অপহরণের সময় যাঁর বয়স ছিল ৮৩। ইজরায়েলের আমজনতার ভরসা ছিল, শেষপর্যন্ত জীবন্ত অবস্থাতেই ফেরত পাঠানো হবে ওই পণবন্দিদের। কিন্তু সব আশা চূর্ণ হয়ে যায় হামাস চারটি কফিনে চারটি দেহ রেড ক্রসের হাতে তুলে দেওয়ার পরই। এহেন পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহুকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমরা সবাই হামাসের দানবদের উপর ক্ষুব্ধ। আমরা সমস্ত পণবন্দিদের ফিরিয়ে দেব। ধ্বংস করব খুনিদের, হামাস এবং সকলকেই। ঈশ্বরের সহায়তায় আমরা আমাদের ভবিষ্যকে সুনিশ্চিত করব। আমাদের হৃদয় ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের আত্মায় কোনও ভাঙন নেই।

একদিনের সফরে উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় শনিবার একদিনের সফরে মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজি নগর সফরে যাবেন। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো একথা জানিয়েছে।

Name Change

I am Goutam Pal S/O - Lt. Nityananda Pal, R/O Nagendranagar 4th Lane, Krishnagar, Kotwali, Nadia. My father Late Nityananda Pal S/O - Lt. Rajendra Lal Pal passed away on 22/03/22. The affidavit no. 37 of Judicial Magistrate (1st Class) Krishnanagar Nadia court dated 18/02/25 states that 1) Kamala Pal (deceased wife) and 2) Goutam Pal (son) are the only heirs of my father. There are no other heirs except the said persons. If anyone has any complaint in this regard, please inform the above address within 15 days.

Name Change

I ABUL KASHEM MONDALS/O- MOSA KARIM MONDAL VILL-NAGADI P.O. DHUBINAGADI P.S NAKASHIPARA DIST-NADIA PIN 741137 W.B. OLD PASSPORT AS MD ABUL KASHEM MONDAL, AFFIDAVITE MY NOTARY PUBLIC KRISHA NAGAR ON-6-2-2025 | ABUL KASHEM MONDAL AND MD ABUL KASHEM MONDAL IS SAME PERSON. ALL DUCOMENTS BE RECONGSED AS ABUL KASHEM MONDAL.

Name Change

I, Najrul Mondal, S/o- Arman Mondal, resident of Vill. Hantra Dakshinpara, P.o- Chhota Andulia, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741124 do hereby declare that I have changed my name from Nazrul Mandal to Najrul Mondal and henceforth I shall be known as Najrul Mondal in all purpose, vide affidavit No. 38 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 26.12.2024. Najrul Mondal and Nazrul Mandal both are same and identical person

Name Change

I, Goutam Halder (Old Name) son of Late Narendra Nath Halder, residing at A13/206, Adarsh Nagar, Nonadanga China Mandir, P.S.- Anandapur, Kolkata- 700105, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Bhagyadhar Halder (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, dated 11/02/2021. Bhagyadhar Halder (New Name) and Goutam Halder (Old Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Umesh Kumar Sah, S/o Shri Kedar Sah, presently residing at Army Camp, Salt Lake, Bidhannagar, Sector-V, Kolkata-700091, District : North 24-Parganas, West Begnal and permanent resident of Villlage: Tarachak, Post Office-Danapur Cantt, District: Patna, Bihar, Pincode-801503, India, do hereby declare the name change of my daughter from **ANSHIKA SONI** to **ANSHIKA SONY**. Both are the same & one identical person vide Affidavit before the Judicial Magistrate, Calcutta, Solemnly affirmed and declared before me at Calcutta No. 4272 on 19th February 2025.

Name Change

I, Reyazuddin S/o Ashique Ali Residing at 38, Topsia Road, Anandapur, Tiljala, District - Kolkata, Pin - 700039 West Bengal India shall henceforth be known as Md Reyazuddin. I declare that Reyazuddin and Md Reyazuddin is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 21-02-2025

Name Change

I, DIN MAHAMMAD S/O Late SEKENDAR ALI and Late KHAIR BANU Residing at Baro Digha, Digha, District - North 24 Parganas, Pin - 743248, West Bengal, have changed my mother name and shall henceforth be known as Late KHAIR BANU (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India at Kolkata vide affidavit Dated 17-02-2025. Late SAHERA BANU BIBI and Late SARBANU BIBI (Old Name) and Late KHAIR BANU (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Mahabul Hossin Tarafdar (পুরাতন নাম) পিতা Rafiulla Tarafdar ঠিকানা Purbashambhupur, Chapra, Dhantala, District - Nadia, Pin - 741202 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 21-02-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mahabulhossain Tarafdar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mahabulhossain Tarafdar (নতুন নাম) ও Mahabul Hossin Tarafdar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, ZAKIR BISWAS (Old Name) S/o- ABDUL HAMID BISWAS, Residing at, Vill- Laxmipur, Post - Maliha, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ZAKIR BISWAS To JAKIR BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAKIR BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 10 Feb 2025, JAKIR BISWAS and ZAKIR BISWAS both are Same and one identical person.

অসাধু ব্যবসায়ীদের চোলাই মদ কারবার এবং বেআইনিভাবে গাঁজার চাষ রুখতে জলপাইগুড়ি পুলিসের অভিযান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ নজর এড়িয়ে জেলা জুড়ে রমরমিয়ে চলছিল অসাধু ব্যবসায়ীদের চোলাই মদের কারবার এবং এর পাশাপাশি চলছিল বেআইনি গাঁজার চাষ। জেলা জুড়েই চলছে জলপাইগুড়ি পুলিসের অভিযান এবং তাতে তাঁদের সাফল্যও এসেছে বিস্তর। বিশাল পুলিস বাহিনী নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকে মেচপাড়া সহ মালবাজারের ক্রান্তি এলাকায় অবৈধ মদের ঠেকে অভিযান চালান বিভিন্ন থানার পুলিস। ধূপগুড়ি থানার আইসি এবং এসডিপির নেতৃত্বে গাঁজা গাছ নষ্ট করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি জেলা জুরে পুলিস অভিযানে গুড়িয়ে দেওয়া হয় চোলাই মদের ঠেক। উদ্ধার হওয়া চোলাই মদ ছাড়াও বেশ কিছু কাঁচা মাল এবং উপকরণ নষ্ট করা হয়েছে। তারা নষ্ট করেন ৩০০০ লিটারেরও বেশি ফারমেন্টেড ওয়াশ, ২৫০ লিটারের বেশি (আইডি) মদ তৈরির উপকরণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ফেরার বিভিন্ন থানার আইসি সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিক, বানারহাট থানার অন্তর্গত বেশ কিছু এলাকায় বিশাল পুলিস বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যান গ্রামীন পুলিস সুপার সুমিত আহমেদ। ধূপগুড়ি এসডিপিও গ্যালসেন লেপচা সহ বিভিন্ন পুলিস কর্মীরা। ধূপগুড়ি এলাকায় গাঁজা গাছ নষ্ট করে পুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি জেলার বানারহাট সহ বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছান তাঁরা। অভিযোগ, চোলাই মদ বাড়িতে এবং বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করে বাইরে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করেন বেশ কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। চোলাই মদের আকর্ষণ বাড়াতে ইথাইল অ্যালকোহলের সঙ্গে পেরিতিন জাতীয় খার, মিথানল, ইউরিয়া এমনকি কীটনাশকের মতো বিষও মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে আজকাল। তাতেই চোলাই মদ খাওয়ার পর অল্প সময়ে নেশায় আসক্ত হচ্ছেন মদ্যপ্রেমীরা। এদিন পুলিস সূত্রে জানা যাচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের মেচপাড়ার বিভিন্ন থানার পুলিস, এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায়। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিস সুপার উমেশ খান্ড বাহালে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, বিশাল পুলিস বাহিনী গিয়ে প্রতিটি কোণায় কোণায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছে প্রচুর চোলাই মদ। পুলিস সুপার জানিয়েছেন, এই ধরনের অভিযান লাগাতার চলবে।

জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ, গো-ব্যাক স্লোগান! রণক্ষেত্র জামুড়িয়া

দুরন্ত বার্তা, জামুড়িয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ অজয় নদ অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি তোলা হচ্ছে? সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপি নেতা, আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারী। উঠল 'গো-ব্যাক' স্লোগানও। ধুন্ধুমার কাণ্ড জামুড়িয়ায়। ঘটনাটি ঠিক কী? এদিন শুক্রবার সকালে জামুড়িয়ার দরবারডাঙা ঘাটের পরিদর্শনে যান জিতেন্দ্র। সঙ্গে বিজেপির পতাকা হাতে ছিলেন তাঁর অনুগামীরা। কিন্তু প্রাক্তন মেয়র বালিঘাটে পৌঁছেতেই শুরু হয়ে যায় তুমুল বিক্ষোভ। তাঁকে উদ্দেশ্য করে গো-ব্যাক স্লোগান দেন বালি কারবারীরা। পরিস্থিতি

রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত পুলিস গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এদিকে বিক্ষোভের মুখে এলাকা ছাড়েন জিতেন্দ্র। বালিঘাট থেকে নন্দী এলাকায় বিজেপি কার্যালয়ে চলে যান তিনি।

কারা বিক্ষোভ দেখাল? বিজেপি নেতার দাবি, বিরোধী কয়েকজন ব্যক্তিকে ভুল বুঝিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। অভিযোগ, অজয় নদীতে যেভাবে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বালি তোলা হচ্ছে, তাতে জল প্রকল্পের ক্ষতি হতে পারে। সেক্ষেত্রে এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা আরও তীব্র হবে। কারও বিরুদ্ধে অবশ্য কোনও অভিযোগ করেননি জিতেন্দ্র। তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী দিনে আন্দোলনে নামবে বিজেপি। তাঁর কথায়, 'দেখতে গেলেও এত আপত্তি? তবে কি কিছু লুকানোর চেষ্টা চলছে? পিছনে নিশ্চয় অন্য কেউ আছে'।

৪ দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে উদ্ধার হল যুবকের মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ৪ দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে উদ্ধার হল শিলিগুড়ির এক 'মিসিং' যুবকের মৃতদেহ। খুনের অভিযোগ পরিবারের। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিস। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ থাকার পর শিলিগুড়ি মহকুমার জালাস নিজামতারা অঞ্চলেরঝমকলালজোতে গ্রামের তিস্তা ক্যানেলের লকগেট থেকে এদিন শুক্রবার উদ্ধার হয় শিবম

পালিত ওরফে ঈশানের নিথর দেহ। শিলিগুড়ির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন শিবম। এদিন মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়েই শিবমের পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরিবারের দাবি, মৃত যুবকের পায়ে এবং মাথার পিছনে গভীর ক্ষত রয়েছে। যুবককে খুন করে ফুলবাড়ি ক্যানালে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এমনটাই দাবি পরিবারের সদস্যদের। গোটা ঘটনায় এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবার। জানা গেছে, বছরখানেক আগে শিলিগুড়ির এক যুবতীর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে শিবমের। তখন থেকেই রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে সংসার করতে শুরু করে শিবম। গতকাল ২০ তারিখ তাদের সামাজিক মতে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু সামাজিক বিয়ের আগেই গত ১৭ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ হয়ে যান শিবম। প্রথম অবস্থায় ফুলবাড়ির কাছে তার স্কুটি উদ্ধার হয়। তারপর এখন তার মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের কাকা প্রফুল্ল ভৌমিক জানান, গত সোমবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনকারী নিয়ে বচসা হয়। সেইদিন থেকেই শিবমকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটি আত্মহত্যা নয়, মৃতদেহ দেখে মনে হচ্ছে মেরে ফেলা হয়েছে। স্ত্রীর বাড়িতে মারধর করার পর মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ধারণা শিবমের স্ত্রী-র মামা এই খুনের পিছনে জড়িত। সুপরিকল্পিতভাবে খুন করে ফেলা দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই পুলিস দ্রুত তদন্ত করুক। গোটা ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হবে বলে পুলিস জানিয়েছে।

যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড অনলাইনে রিচার্জ করার সুবিধা প্রদান এবং ইউপিআই পেমেন্ট সিস্টেমের প্রচারের জন্য ক্যাম্প

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ মেট্রো রেলওয়েতে চালু করা বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য এবং টিকিটিং ডিজিটাল লেনদেনের অংশ বাড়ানোর জন্য, আজ ২১.০২.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইন, অরেঞ্জ লাইন এবং পার্পল লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ক্যাম্পগুলোতে, মেট্রো ব্যবহারকারীদের 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপ এবং গুগল প্লে স্টোর (অ্যান্ড্রয়েড) এবং অ্যাপ স্টোর (iOS) থেকে এটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সে সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা তাদের এটি ব্যবহারের পদ্ধতিও দেখিয়েছিলেন। মেট্রো যাত্রীদের UPI পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের সাহায্যে ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ/কিনতেও সহায়তা করা হয়েছিল।

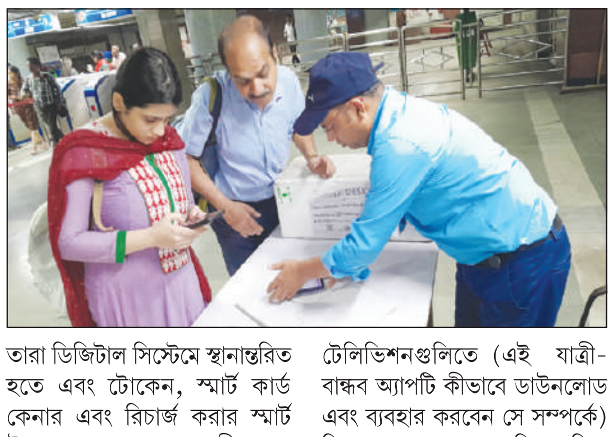

তারা ডিজিটাল সিস্টেমে স্থানান্তরিত হতে এবং টোকেন, স্মার্ট কার্ড কেনার এবং রিচার্জ করার স্মার্ট উপায় গ্রহণ করতে আগ্রহী। তারা দৃশ্যত খুশি ছিলেন কারণ এই ডিজিটাল পদ্ধতি তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের রিচার্জ করতে, স্মার্ট কার্ড কিনতে বা টিকিট কিনতে বুকিং কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না। ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন-১ এবং গ্রিন লাইন-২ মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে (এই যাত্রী-বান্ধব অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড এবং ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে) বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্রগুলিও দেখানো হচ্ছে। মেট্রো রেলওয়ের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলিও এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। উল্লেখ করার মতো যে মেট্রো রেলওয়ের ডিজিটাল লেনদেন ইতিমধ্যেই তার মোট লেনদেনের ৩০ শতাংশ অতিক্রম করেছে।

দুর্দান্ত খবর! খুব শীঘ্রই জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে কলকাতাগামী নতুন ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়িবাসীর জন্য দুর্দান্ত খবর! খুব শীঘ্রই জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে কলকাতাগামী নতুন ট্রেন! জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে সরাসরি কলকাতাগামী নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করতে চলেছে রেল। এই ট্রেনটিতে এসি স্লিপার কোচ সংযুক্ত থাকবে, যা জেলার রেল পরিষেবার আরও উন্নতি করবে। জানা গেছে, সম্প্রতি দিল্লিতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। সেই বৈঠকে তিনি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে নতুন ট্রেন চালুর দাবি জানান। রেলমন্ত্রী বিষয়টি ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন এবং জানিয়েছেন, কিছু পরিকাঠামোগত উন্নতি করেই দ্রুত নতুন ট্রেন চালু করা হবে। এর আগে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে শিয়ালদহগামী পদাতিক এক্সপ্রেসের স্থায়ী স্টপেজ এবং হলদিবাড়ি-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল পুনরায় চালুর বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সাংসদ জয়ন্ত রায়।

চলছে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ, পরিদর্শনে মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ জোর কদমে চলছে শিলিগুড়ির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেডিয়াম কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সংস্কারের কাজ। এদিন স্টেডিয়ামের পূর্ব দিকের কাজ খতিয়ে দেখতে গেলেন মেয়র গৌতম দেব। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন সহ অন্যান্যরা। এদিন মেয়র জানান পূর্ব দিকে আগে যেখানে এসএমকেপির কার্যালয় ছিল সেই জায়গাটিকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। ১০ কোটি টাকারও বেশি খরচে সেখানে তৈরি হবে পাঁচটি গেস্টরুম, তিনটি মাল্টিপারপাস হল রুম। এই হল রুমগুলির মধ্যে একটি হলে ৪০০ জনের বসার ব্যবস্থা থাকবে। একটিতে ২০০ জন ও অপরটিতে ১০০ থেকে ১১৫ জনের বসার ব্যবস্থা থাকবে। যেকোনো অনুষ্ঠানে এই হল রুমগুলি সাধারণ মানুষকে ভাড়া দেওয়া হবে। শেষে একটি মহিলা ও পুরুষ উভয়ের জন্য থাকবে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিযুক্ত জিম। খেলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনগুলির কার্যালয় এক এক করে তৈরি করা হবে। শৌচালয়, রান্নাঘর, ক্যান্টিন ইত্যাদিও থাকবে। ছাদে জলের ট্যাঙ্ক থাকবে, প্রথম পর্যায়ে তিনটি ভাগে কাজ হবে। যা এ বি সি ব্লক হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। কোন গাছ কাটা হবে না, বরং গাছ দিয়ে জায়গাটিকে সাজিয়ে তোলা হবে। এই কাজ চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে মেয়র জানান।

বাঁকুড়ার জেলার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত নির্মল বিদ্যালয় ও শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষায় কবিতা - আবৃত্তি , গল্প , নাচ, গানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে। বিদ্যালয়- এর পক্ষ থেকে মাতৃভাষা দিবস পালন করার জন্য এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পড়ুয়ারা তাদের মাতৃভাষা বাংলায় নিজেদের দারুণ ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন দে জানান যে, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা উচ্চকণ্ঠে এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা কে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের দাবিতে তারা ঢাকার রাজপথে বিরাট মিছিল বের করে। বর্বর শাসকদল মানুষের সেই মিছিলে গুলি চালালে রাজপথে লুটিয়ে পড়ে বহু নির্ভীক তরুণের দেহ। সেদিন শহিদ হয়েছিলেন-সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও আরো কত নাম না জানা তরুণ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে রাষ্ট্রসংঘ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। সেই ঘোষণা অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে ২১ ফেব্রয়ারি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। আমাদের বিদ্যালয়েও প্রতিবছর ২১ ফেব্রয়ারি দিনটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যথাযথভাবে পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য প্রতিটি পড়ুয়া যাতে তার মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝতে, তাকে সম্মান করতে পারে। কারণ মাতৃভাষা জাতির জীবনে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটাতে পারে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জলপাইগুড়ি - এর আয়োজনে এবং জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় গান, আবৃত্তি, গীতিআলেখ্য ইত্যাদি সহযোগে যথাযথ মর্যাদায় স্থানীয় রবীন্দ্রভবন সভাকক্ষে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। উপস্থিত ছিলেন, শ্রী সন্দীপন রায়, উপঅধিকর্তা (প্রশাসনিক), কৃষিজ বিপণন দপ্তর, জলপাইগুড়ি, শ্রী দেবাঞ্জন পালিত, সহঅধিকর্তা (প্রশাসনিক),কৃষিজ বিপণন দপ্তর, জলপাইগুড়ি, শ্রী সুব্রত বিশ্বাস, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, জলপাইগুড়ি এবং জেলার সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন গুণী ব্যক্তিবর্গ।

ANDULIA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Mahadia, PO.-Mahadia, PS-Kandi, Dist.-Murshidabad
E-Tender No.-MSD/KAN/ANDULIA/07/2024-25

On behalf of the ANDULIA GP. The Prodhan, invites e-tender for 10(Ten) Nos. similar works. Source of Fund: CFC BG. Bid submission starting from **22/02/2025 at 14.00 Hrs. up to 01/03/2025 at 14.00 Hrs**. Bid opening date: **03/03/2025 at 12.00 Hrs**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Andulia Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং (i) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-১৫আর১। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর সিক লাইনে ও চারপাশের এলাকার বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৭০,৯৫,৯৬৮.৭২ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৮৫,৫০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ১২.০৩.২০২৫। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য টাকা। **সম্পূর্ণ হওয়ার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ক্র. নং (i)-এর জন্য ১২ মাস। **দাখিলের তারিখ ঃ** ১২.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।

(PR-1166)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যায় যে সুমন শীট, মিঠু গরাই, পূর্নিমা শীট, থানা ও জেলা বাঁকুড়া সামীল ৫৬ নং জে এল বিশিষ্ট আঁচুড়ী মৌজা ৯৫ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৬৩২ দাগে ০.০৩৫ একর, ১৬৩৩ নং দাগে ০.০০৫ একর, ১৬৭১ নং দাগে ০.০২ একর, ১৬৪৩ দাগে ০.০৩ একর, ১৬৪৪ দাগে ০.০২ একর, ১৬৬৮ দাগে ০.০২ একর, ৬২২ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৬৩২ দাগে ০.০৩৫ একর, ১৬৩৩ নং দাগে ০.০০৫ একর, ১৬৭১ নং দাগে ০.০৩ একর, ১৬৪৩ দাগে ০.০২ একর, ১৬৪৪ দাগে ০.০২ একর, ১৬৬৮ দাগে ০.০১ একর, ১৬৩৬ দাগে ০.০৪ একর, ১০৪৩ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৬৩২ নং দাগে ০.০৩৫ একর, ১৬৩৩ নং দাগে ০.০০৫ একর, ১৬৭১ নং দাগে ০.০৩একর, ১৬৪৩ দাগে ০.০৩ একর, ১৬৪৪ দাগে ০.০২ একর, ১৬৬৮ দাগে ০.০২ একর, ১৬৩৬ নং দাগে ০.০৩ একর, ২০১৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৬৩২ নং দাগে ০.০২৬২৫ একর, ১৬৩৩ নং দাগে ০.০০৬২৫ একর, ১৬৭১ নং দাগে ০.০২ একর, ১৬৪৩ দাগে ০.০২ একর, ১৬৪৪ দাগে ০.০২ একর, ১৬৬৮ দাগে ০.০১একর, ১৬৩৬ নং দাগে ০.০৩ একর, ২০১৯ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৬৩২ নং দাগে ০.০২৬২৫ একর, ১৬৩৩ নং দাগে ০.০০৬২৫ একর, ১৬৭১ নং দাগে ০.০২ একর, ১৬৪৩ দাগে ০.০২ একর, ১৬৪৪ দাগে ০.০২ একর, ১৬৬৮ দাগে ০.০১ একর, ১৬৩৬ নং দাগে ০.০৩ একর, ২০২০ নং খতিয়ান ভুক্ত ১৬৩২ নং দাগে ০.০২৬২৫ একর, ১৬৩৩ নং দাগে ০.০০৬২৫ একর, ১৬৭১ নং দাগে ০.০২ একর, ১৬৪৩ দাগে ০.০২ একর, ১৬৪৪ দাগে ০.০১ একর, ১৬৬৮ দাগে ০.০২ একর, ১৬৩৬ নং দাগে ০.০৩ একর জমিন খরিদ করিবেন। অসিত বরন ধূঁয়া ওরফে অসিত ধূঁয়া , নিরঞ্জন ধূঁয়া ওরফে নিরাপদ ধূঁয়া , মানিক চন্দ্র ধূঁয়া ওরফে মানিক ধূঁয়া, তপন চন্দ্র ধূঁয়া ওরফে তপন ধূঁয়া , বেলারানী কুন্ডু ওরফে বেলা কুন্ডু, সন্ধ্যা আঠ্য বাঁকুড়া ডি এস আর অফিসের রেজিঃ ০৫।০১।২০২৪ তারিখের ।-010100069/2024 আমমোক্তার দলিল মূলে **শিবপদ গরাই, কার্তিক শীট, দিলীপ কুমার শীট কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন**। উক্ত জমিনে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া বি এল এণ্ড এল আর ও ১ অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। অন্যথা আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে নাম পত্তন করাইবেন।

সৌমেন ঘোষাল
অ্যাডভোকেট
জেলা- জর্জ কোর্ট, বাঁকুড়া

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 31.03.2024 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 30.06.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 31.12.2024 পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্ত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 08.03.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

HOWRAH DISTRICT - BAGNAN: 4042000304, 4042000758, 4042000796, 4042000807, 4042000810, 4042000837, 4042000844, 4042000860, 4042000882, 4042000885, 4042000888, 4042000893, 4042000895, 4042000902, 4042000907, 4042000920, 4042000926, 4042000928, 4042000939, 4042000958, 4042000971, 4042000980, 4042001051, 4042001062, 4042001087, 4042001112, 4042001119, 4042001235, 4042001245, 4042001319, 4042001342, 404200368, 404200388, 404200394, 404200464, 404200516, 404200517, 404200536, 404200541, 404200554, 404200556, 404200636, 404200658, 404200664, 404200673, 404200695, 404200697, 404200706, 404200719, 404200731, 404200753, 404200803, 404200813, 404200815, 404200820, 404200823, 404200890, 404200891, 404200894, 404200897, 404200899, 404200912, 404200913, 404200976, 404200996, 404201005, 404201048, 404201049, 404201074, 404201103, 404201106, F10347. **BALLY KOLKATA:** 3013000921, 3013000925, 3013000932, 3013000942, 3013000959, 3013000973, 3013000990, 3013001030, 3013001051, 3013001057, 3013001058, 3013001068, 3013001077, 3013001106, 3013001111, 3013001132, 3013001148, 3013001174, 3013001204, 3013001205, 301300122, 3013001221, 3013001224, 3013001233, 3013001238, 3013001258, 301300135, 301300157, 301300168, 301300175, 301300192, 301300194, 301300209, 301300210, 301300215, 301300219, 301300244, 301300255, 301300275, 301300293, 301300303, 301300309, 301300311, 301300318, 301300319, 301300322, 301300336, 301300337, 301300338, 301300346, 301300347, 301300356, 301300358, 301300360, 301300374, 301300382, 301300402, 301300403, 301300418, 301300420, 301300421, 301300422, 301300426, 301300427, 301300428, 301300461, 301300465, 301300466, 301300486, 301300499, 301300503, 301300507, 301300516, 301300517. **BANDHAGHAT SALKIA:** 2766000361, 2766000425, 276600348, 276600349, 276600352, 276600371, 276600375, 276600426, 276600428, 276600437, 276600443, 276600458, 276600463, 276600484, 276600488, 276600541, 276600544. **BELUR-WEST BENGAL:** 2494000986, 2494000994, 2494001016, 2494001019, 2494001036, 2494001057, 2494001061, 2494001064, 2494001072, 2494001098, 2494001105, 2494001111, 2494001128, 2494001135, 2494001153, 2494001175, 2494001237, 2494001239, 2494001242, 2494001264, 2494001268, 2494001290, 2494001324, 2494001334, 2494001341, 2494001349, 2494001377, 2494001382, 2494001386, 2494001396, 249400360, 249400388, 249400423, 249400458, 249400466, 249400471, 249400475, 249400487, 249400491, 249400515, 249400516, 249400517, 249400542, 249400543, 249400549, 249400556, 249400567, 249400568, 249400569, 249400597, 249400608, 249400614, 249400618, 249400624, 249400625, 249400635, 249400641, 249400694, 249400701, 249400709, 249400713, 249400716, 249400720, 249400721, 249400722, 249400736, 249400737, 249400751, 249400756, 249400798, 249400800, 249400801, 249400813, 249400814, 249400822, 249400833. **DOMJUR:** 4228000374, 4228000397, 4228000422, 422800048, 4228000516, 4228000538, 4228000540, 4228000544, 4228000545, 4228000550, 4228000559, 4228000569, 4228000584, 4228000587, 4228000588, 4228000594, 4228000610, 4228000614, 422800076, 422800086, 422800093, 422800118, 422800155, 422800198, 422800223. **HOWRAH-DOBSON ROAD:** 225000056, 2250000755, 2250000760, 2250000818, 2250000833, 2250000858, 2250000865, 2250000868, 2250000887, 2250000889, 2250000902, 225000095, 225000101, 225000115, 225000123, 225000129, 225000130, 225000134, 225000135, 225000146, 225000148, 225000150, 225000155, 225000156, 225000158, 225000166, 225000167, 225000168, 225000171, 225000176, 225000177, 225000181, 225000187, 225000200, 225000205, 225000211, 225000219, 225000231, 225000240, 225000242, 225000245, 225000246, F14861. **ULUBERIA:** 2586001364, 2586001376, 2586001393, 2586001451, 2586001503, 2586001521, 2586001645, 2586001706, 2586001712, 2586001714, 2586001716, 2586001738, 2586001768, 2586001781, 2586001790, 2586001792, 2586001793, 2586001795, 2586001835, 2586001845, 2586001856, 2586001892, 258600235, 258600247, 258600252, 258600253, 258600271, 258600320, 258600331, 258600348, 258600359, 258600401, 258600404, 258600415, 258600417, 258600427, 258600434, 258600436, 258600455, 258600458, 258600460, 258600465, 258600467, 258600470, 258600471, 258600472, 258600477, 258600478, 258600479, 258600480, 258600485, 258600489, 258600502, 258600505, 258600512, 258600513, 258600544, 258600564, 258600565. **PURULIA DISTRICT - PURULIA:** 415900468, 415900476, 415900488, 415900493, 415900497, 415900499, 415900518, 415900519, 415900539, 415900550, 415900551, 415900557, 415900567, 415900585, 415900586, 415900607, 415900611, 415900614, 415900616, 415900617, 415900618, 415900619, 415900620, 415900627, 415900642, 415900646, 415900655, 415900656, 415900667, 415900668, 415900671, 415900684, 415900685, 415900697, 415900709, 415900710, 415900718, 415900724, 415900731, 415900740, 415900741, 415900750, 415900752, 415900756. **WEST BARDHAMAN DISTRICT - ASANSOL-MURGASOL:** 397800324, 397800374, 397800378, 397800384, 397800410, 397800436, 397800440, 397800446, 397800464, 397800468, 397800472, 397800480, 397800492, 397800494, 397800495, 397800509, 397800512, 397800517, 397800526, 397800547, 397800550, 397800554, 397800555, 397800565, 397800567, 397800574, F5016, F5017, F5027, F5030, F5031, F5033, F5040, F5041, F5046, F5086, F5125, F5126, F5129, F5197, F5203, F5213, F5214, F5216, F5226, F5228, F5244, F5261, F5266, F5267, F5277, F5282, F5283, F5284, F5310, F5311, F5349, F5362, F5378, F5414, F5419, F5435, F5449, F5472, F5491, F5498, F5507, F5524, F5527, F5573, F5604, F5605, F5612, F5614, F5624, F5905, F5906, F6984, F6985, GL/ADGL/ASMS/1.**BENACHITY-DURGAPUR:** 290800691, 290800694, 290800699, 290800709, 290800714, 290800717, 290800719, 290800722, 290800755, 290800756, 290800759, 290800769, 290800774, 290800775, 290800778, 290800785, 290800788, 290800796, 290800806, 290800816, 290800819, 290800827, 290800829, 290800831, 290800832, 290800839, 290800845, 290800855, 290800858, 290800873, 290800877, 290800896, 290800908, 290800915, 290800923, 290800924, 290800925, 290800934, 290800942, 290800948, 290800949, 290800957, 290800966, 290800977, 290800982, 290800989, 290800992, 290800997, 290800998, 290801008, 290801009, 290801010, 290801012, 290801018, 290801020, 290801022, 290801023, 290801030, 290801031, 290801035, 290801036, 290801037, 290801047, 290801052, 290801053, 290801054, 290801055, 290801063, 290801070, 290801078, 290801082, 290801089, 290801090, 290801091, 290801115, 290801118, 290801131, 290801133, 290801150, 290801153, 290801158, 290801176, 290801180, 290801183, 290801186, 290801189, 290801198, 290801200, 290801201, 290801202, 290801408.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 21.03.2025 at 10.00 am at **BENACHITY-DURGAPUR:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Quaisar Building, Nachan Road, Opposite Corporation Bank, Durgapur, West Bengal - 713213. **PURULIA:** Muthoot FinCorp Ltd., 1st Floor, Purnima Trade Centre, Plot No. 6543 & 6544, Khatian No. 3020, Ward No. 15, Chaibasa Road, Hattola More, Purulia P.O & P.S, West Bengal - 723101. **BALLY KOLKATA:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Riddhima Tower, 168/1, GT Road Bally, Badamtala, Opposite IDBI Bank, Bally, West Bengal - 711201. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে। **মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড**

Notice inviting e-Tender for NIT No-300/MAME/Jangipara/24-25 for 01 nos. works by the undersigned through online mode (https://wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 01 Mar 2025 15:00 Hrs.

Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

Notice inviting e-Tender for NIT No-299/ISALE/Jangipara/24-25 for 02nos. works by the undersigned through online mode (https://wbtenders.gov.in). Last date of submission of online bid on 01 March 2025 12:00 Hrs.

Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

ঋণ পুনরুদ্ধার আপিল ট্রাইব্যুনাল
১ম তল, টেলিফোন ভবন, প্লট নং. ১৯, আর্থার বন্দের রোড, কোলাবা মার্কেট, কোলাবা, মুম্বই-৪০০০০৫

এম.এ. নং. ০৮/২০২৩
(আপিল নং. ৩৫/২০১৯)
এর মধ্যে

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক .... আবেদনকারী
বনাম
এসবিআই অ্যান্ড ওআরএস. .... বিবাদীরা

এই ট্রাইব্যুনালের মাননীয় চেয়ারপার্সন কর্তৃক ১৯.০৩.০২৪ তারিখের আদেশ থেকে বিবিধ আবেদন, আপিল নং ৩৫//২০১৯-এ এম এ নং ০৮/২০২৩-এ।

পরবর্তী তারিখঃ ২৮ এপ্রিল ২০২৫

প্রতি,

১) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
১৯৫৫ সালের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আইনের বিধান অনুসারে একটি সংস্থা গঠিত হয়, যার প্রধান কার্যালয় সিনার্জি, সি-৬, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বই-৪০০০৫১ এবং তাদের শাখা ডি.এন. রোড, ফোর্ট, মুম্বই-৪০০০০১-এ অবস্থিত। অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার শ্রী কৌতিক ভেদু পাতিলের মাধ্যমে

২) শ্রী অখিলেশ পান্ডে
মেসার্স মেরু, পলিমারস, ৬০১/৫সি, মেরিডিয়ান, পাটলিপুত্র নগর, লিঙ্ক রোড, ১ যোগেশ্বরী ৪০০১০২ (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০১০২-এর একমাত্র মালিক
এবং ৫০১, মুনিশুভরাত অ্যাপার্টমেন্ট, সরোদয়া নগর, নহুর রোড, মুলুন্দ (পশ্চিম) মুম্বই
এবং ১৮০৬, গোল্ডেন ইসলে, রয়্যাল পামস্, গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্বই

৩) মেসার্স অশোক ট্রেডার্স
তাদের অফিস ১১০৫, সাউথ ব্লক, তিলক চক, আইএনজি বৈশ্যের বিপরীতে, সোলাপুর-৪১৩০২২

৪) মেসার্স মাইক্রো বিট অ্যাসোসিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড
আর/ও ১৬০২, এ-উইং, মীরা অ্যাপার্টমেন্ট কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, মেগা মল-এর বিপরীতে, আন্ধেরি লিংক রোড, মুম্বই

৫) মেসার্স অর্চনা পান্দের ৬০১/৫সি
মেরেডিয়ান, পাতিলপুত্র নগর, লিংক রোড, যোগেশ্বরী (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০১০২

৬) মেসার্স অখিল ইমাজিনেটর ৬০১/৫সি
মেরিডিয়ান, পাটলিপুত্র নগর, লিংক রোড, যোগেশ্বরী (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০১০২

৭) মেসার্স ইন্দুজা ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড ২০৩
৭, সিদাত ম্যানসন, বিল্ডিং নং. ১৭/১৭/এ, সেকেন্ড মেরিন স্ট্রিট, মুম্বই-৪০০০০২

৮) মেসার্স কৃষ্ণা কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
২০৯/এস, আনন্দ নগর, ফর্জি স্ট্রিট, মুম্বই-৪০০০৩৬

৯) ওমকার
রুম নং. ১, মান্য চাওল, সুমন অ্যাপার্টমেন্ট, শঙ্কর লেন, কান্দিওলি (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০০৬৭

১০) নিউ এজ এন্টারপ্রাইজ
কলকাতা

১১) মেসার্স পার্ল এন্টারপ্রাইজ ২০৩
সিদাত ম্যানসন বিল্ডিং নং. ১৭/১৭/এ, ২য় মেরিন স্ট্রিট, মুম্বই-৪০০০০২

১২) ব্যাঙ্ক অফ বরোদা
ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের মাধ্যমে
শাখাঃ ঠাকুর ভিলেজ, কান্দিভালি (পূর্ব), মুম্বই

উল্লেখ্য যে, এই ট্রাইব্যুনালের মাননীয় চেয়ারপার্সন কর্তৃক ১৭/১১/২০২২ তারিখের আদেশের বিবিধ আবেদনটি আপিল নং ৩৫/২০১৯-এ আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী কর্তৃক ০৭/১২/২০২২ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বিবিধ আবেদন নং ০৮/২০২৩ হিসাবে এই ট্রাইব্যুনালে নিবন্ধিত।

রেজিস্ট্রার্ড পোস্ট বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে উক্ত আপিল স্মারকলিপিটি প্রদানের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু উক্ত বিবাদীদের কাছে তা প্রদান করা সম্ভব হয়নি। তাই, আপনার অবগতির জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে।

বিবিধ আবেদনের স্মারকলিপির অনুলিপি ভুটা ও সহযোগীদের অফিস নং ৩, তৃতীয় তল, কোঠারি হাউস, আল্লানা সেন্টার লেন, ফোর্ট, মুম্বই-৪০০০০১-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

আপনি যদি কোনও উত্তর দাখিলের জন্য ২৮/০৪/২০২৫ তারিখে দুপুর ২.৩০টায় মাননীয় রেজিস্ট্রারের সামনে উপস্থিত হতে পারেন।

যদি আপনি নিজে অথবা আপনার পক্ষে আপনার আইনজীবী অথবা আইন অনুসারে এই বিষয়ে আপনার পক্ষে কাজ করার জন্য অনুমোদিত কেউ উপস্থিত না হন, তাহলে আপনার অনুপস্থিতিতেই এটি শুনানি এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আমার স্বাক্ষর এবং ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরের অধীনে, এই **২১শে মার্চ, ২০২৪** তারিখে প্রদত্ত

ট্রাইবুনালের স্বাক্ষর

আই/সি রেজিস্ট্রার,
ডিআরএটি, মুম্বই

MUGKALYAN BENAPUR GRAM PANCHAYAT
MUGKALYAN, BLOCK-BAGNAN II, HOWRAH (W.B), PIN-711312
NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/HOW/BAG-II/MBGP/NIET-06/2024-25, Dated:-20/02/2025

For and on behalf of Mugkalyan Benapur Gram Panchayat, The Pradhan, Mugkalyan Benapur Gram Panchayat invites percentage rate tender from bonafide outsiders for total 3 (Three) Nos. similar works. Bid Submission closing date (online):**01.03.2025 at 11.00 AM**. Bid Opening Date(online): **03.03.2025 at 11.00 AM**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Mugkalyan Benapur Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical), Ltg/Crm., KMC** invites percentage rate e-tender online in two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/CRM/78/SBG/2024-25 (1st Call)
Name of the work : **Elevating the height of existing chimney of Air Pollution Control Device connected with wooden pyres and allied works at Shanagar Burning Ghat**; Estimated Amount : ₹ **2,38,875.00**; Earnest Money : ₹ **4,800.00**; Period of contract : **8 Days**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/CRM/80/SBG/24-25 (1st Call)
Name of the work : **Restoration of some defective accessories of Air Pollution Control Device at Shanagar Burning Ghat**; Estimated Amount : ₹ **2,49,157.00**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of contract : **7 Days**; Last date and time of submission of bid : **04.03.2025 at 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **24.02.2025 at 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/764 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged road by laying hotmix at Paharpur Road and surrounding area under Br.-XV**; Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,82,996.03 (Excl. Contingency Amt.)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **180 Days**.

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/765 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged road by laying hotmix at G.R. Road & surrounding area under Br.-XV**; Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,85,288.50 (Excl. Contingency Amt.)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **180 Days**.

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/766 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged road at Khaldhari Road and different places under Br.-XV**; Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,80,070.73 (Excl. Contingency Amt.)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(4) NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/793 (1st Call)
Name of the work : **Restoration of trenches dug by water supply on Gariahat Road and dug by Drainage Department at Premises No. 172B, 194 and 194A Shyama Prasad Mukherjee Road under Br.-VIII**; Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,86,968.92 (Excl. Contingency Amt.)**; Earnest Money : ₹ **9,750.00**; Period of completion : **45 Days**; Last date and time of submission of all bids : **08.03.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **27.02.2025 (12 Noon) (For Sl. No. 1 to 4)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4)**.

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/025/23/24-25/R published in this Newspaper on 10.02.2025 (Key No. : 1369/24-25) of **Engineering (Civil)/Br.-IV Department** (Sl. No. 3). The last date and time of submission of bid will be read as **02.03.2025 - 11 am** instead of 18.02.2025 - 11 am. The tender will be opened on **04.03.2025 - 11 am** instead of 20.02.2025 - 11 am. Other terms and condition remain unchanged.

1413/24-25